হরিরাম মাহাতো

প্রকাশক ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯

আমার উত্তরসূরীদের—

পশ্চিমবঙ্গে সর্বদাই হিংসার কারণ ঘটে না। যদিও সে অপবাদ পশ্চিমবঙ্গকে বহন করতে হয়। কোনো কারণে একজন মরলে 'দশজন মরেছে' বলে পাবলিক বলে, এটি ইংরেজদের কারণে। তারা কেন যেন রেল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা চেপে যেত। সম্ভবত সেই থেকে জনসাধারণ, সরকারপ্রদত্ত মৃতের সংখ্যাকে 'হুঁঃ' বলতে শিখেছে কোনো কোনো জায়গায় হিংসা ছাড়াই ন্যায্য কারণে পুলিশ বসে যায়. যেমন বসেছিল বেহুলা গ্রামে। কিন্তু হরিরাম মাহাতোর গলিত শব বেহুলা নদীর পাড়েই মিলেছে। ঘটনাটি খুবই রহস্যপূর্ণ। তবে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশে জোর আলোচনা, লোকটা মরণ ডেকে এনেছে। অপর অংশ একেবারে চুপচাপ।

এক বিষয়ে পুরো ওয়াকিবহাল মহল একমত। হরিরাম ছিল কোনো বিদেশী সরকারের শিবিরের লোক। নিঃসন্দেহে সমগ্র ব্যাপারটি প্রশ্নোত্তরে সাজালে এই রকম দাঁড়াবে।

হরিরাম বিদেশী সরকারের···?

হ্যাঁ।

সে সেদিন অবধি উক্ত সরকারের লোকজন পরিচালিত কোনো মিশনে ছিল ?

হ্যাঁ।

মিশনটি কি সন্দেহজনক কাজকর্ম করে ?

না

হরিরামকে মিশন অনেক জায়গায় পাঠিয়েছিল ?

হ্যাঁ।

তখন হরিরামকে কেউ সন্দেহ করে নি ?

না। শেষ বার যখন মিশন তাকে বেহুলা পাঠায়, তার কাজকর্ম দেখে

মিশনের সন্দেহ হয়। হরিরামকে মিশন থেকে বের করে দেওয়া হয়
মিশনের কর্মী হিসেবে নয়, একাই ও গিয়েছিল বেহুলা এবার।
তাতেই খুন হল ?
তাই মনে হচ্ছে।
বেহুলা গ্রামে উক্ত সরকারের কি আগ্রহ থাকতে পারে, যাতে হরিরামকে পাঠানো হয়।
এই সরকারের কাজই হল, অনুন্নত দেশের বিক্ষুব্ধ এলাকা খুঁজে……।
তা হলে মিশনকে সন্দেহ করা হচ্ছে না কেন ?
বলা যাবে না।
হরিরামের মৃতদেহের কি হল ?
কেউ দাবি জানায় নি। অতএব নিয়মমতো তাকে সরকারী খরচে পোড়ানো হয়েছে।
তার হত্যার কোনো কিনারা ?
তদন্তের নির্দেশ নেই। সে বছর বান, এ বছর খরা, মন-মেজাজ কি ঠিক আছে. না থাকে ? আর হরিরাম ছিল খুবই ঘৃণ্য জীব।
ফাইল বন্ধ ?
ফাইল বন্ধ ! ফাইলে ধুলো। ফাইল এখন বাজে কাগজ। জঞ্জাল। হরিরাম মাহাতোর খবরাখবর ওই দেখুন বস্তাবন্দী হয়ে গুদামে চলে গেল। হরিরাম মাহাতো ঠোঙা বনে যাবে, নইলে পিচবোর্ড।
তা হলে ?
মশায়, মানুষ সর্বদা মরছে, জন্মাচ্ছে। নতুন খবর তল্লাশ করুন
হরিরাম মাহাতো নেই।

১.

হরিরাম মাহাতো ছত্রিশ বছর আগে, কোন্-এক খরার বছরে মিশনের দরজায় পরিত্যক্ত শিশু। মিশনই তাকে মানুষ করে ও নামকরণ করে।

সে বছর প্রত্যেক শিশুর নামই কেন যেন 'হ' দিয়ে রাখা হচ্ছিল। মিশন থেকে মিশনে সে ঘুরে ঘুরে বড় হয় ও তার মেধা দেখে তাকে কলেজ অবধি পড়ানো হয়। অবশ্য তাকে লিখে দিতে হয়, শিক্ষাকাল শেষ হলে মিশনকে সে সেবা করবে। হরিরামের ক্ষেত্রে এ-হেন মুচলেকা ছিল অনাবশ্যক। মিশন ছাড়া অন্য জীবন সে জানত না। ফট করে সে জিগ্যেস করেছিল, এটা কেন লিখে দেব? কোথায় যাব আমি? মিশন ছেড়ে?

লিখে দেওয়াই নিয়ম।

লিখে দিচ্ছি।

ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পুরুলিয়া কলেজ থেকেই উধাও হয় হরিরাম। একটা অদ্ভুত জায়গা থেকে চিঠি লেখে, খরা চলছে। চলছে আকাল। মানুষ গাছের বাকল খাচ্ছে। একটা ত্রাণ দলের সঙ্গে কাজ করতে চলে এসেছি।

মিশনের পিতা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। সে বছর যতগুলো ছেলেকে 'হ' দিয়ে নাম দেয়া হয়, সবগুলো উতরে গেছে। হরিরাম ঝামেলা পাকাচ্ছে কেন? খরা বা বন্যা তো হতেই পারে। চিরকাল হচ্ছে। তাতে ত্রাণের দরকারও হতে পারে। চিরকালই ত্রাণ ও সাহায্য ও খয়রাতির দরকার থেকে যায়।

সে জন্যে তো মিশন আছে। এ খুব ভাল কথা যে পরদুঃখে তুমি কাতর হয়েছ। বেশ করেছ। মিশন তোমাকে সাধুবাদ দিচ্ছে। কিন্তু সে জন্যে তুমি নিজের বিবেচনায় দৌড়তে পার না।

মিশনের ছেলে তুমি। মিশন বলবে যাও, তুমি তখন যাবে। নিজেই দৌড়লে? একেবারে নিজে? তুমি স্বাধীন নও হরিরাম। তোমার কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। মিশনের ছেলে তুমি।

তাঁর গভীর সন্দেহ হয় যে হরিরামের মধ্যে কোথাও আরেকটা হরিরাম বসে আছে। সে মিশনের অধীন নয়।

এই সময়ে তাঁর সহকারী বলেন, খুব চিন্তার কথা। যাকে বলে

বিপজ্জনক অবস্থা।

কি ?

ওকে দীক্ষাও দেওয়া হয়েছিল। সে সময়ে একটা ক্রিশ্চান নামও দেওয়া হয়। জীবনেও 'জোনাথান' নামটা ব্যবহার করল না। অত স্বাধীনচেতা হলে!

ফিরে এলে শাস্তিস্বরূপ ওকে পাঠানো হয় খুবই অজগ্রামে, মিশন ইস্কুলে। জেলার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সেখানে আসে খরা। হরিরাম ত্রাণ পাবার তদারকি করে। মিশন বাড়িতে এনে তোলে দুর্গত শিশুদের। মিশনের সব টাকা খরচ করে খিচুড়ি খাইয়ে। শুধু তাই নয়, ডুওয়েল মিশনের সায়েবরা যখন শাদা গাড়িতে ওষুধ শিশুখাদ্য জামাকাপড় ইত্যাদি নিয়ে হাজির হয়, হরিরাম তাদেরও মিশন-বাড়িতে তোলে। খুব নির্লজ্জের মতো বলে, কিছু টাকা দিন আমাদের। জল নামবে। বীজ-ধান কিনে ফেলি। তা হলে এদের সাহায্য হবে খুব।

সায়েবরা টাকা দেয় না। বীজধান এনে দেয়। হরিরামকে দেখে তারা গভীর আগ্রহে। খরা পার হয়। বৃষ্টি নামে। হরিরাম নিজে যায় গ্রামের খেতে বীজ ছেটাতে। "রহিন" বা বীজরোপণ উৎসবে ওদের সঙ্গে মেতে যায়। ফিরে এসে বলে, ওদের হাতে দিলে পরে খেয়ে ফেলত।

হরিরামের মিশন এতেও খুশি হয় না। সরকারী ত্রাণ দপ্তরের লোকরা অবশ্য হরিরামের কারণে মিশনটির প্রশংসাই করে। কিন্তু মিশনের মনে হয় হরিরাম মিশনকে স্বেচ্ছাস্বাধীন ভাবে কাজে লাগাচ্ছে। মিশন-পিতা বলেন, খুব অন্যায় করছ।

অন্যায় ? মিশনের কি সুনাম হয়েছে জানেন ?

আরে, কাজ ত করলে। মিশনবাড়িকে করলে লঙ্গরখানা। ফি বছর এ সময়ে কিছু লোক আসে আমাদের মিশনে।

ধর্মের কথা-টথা বলতে ? এঃ, মনেই ছিল না। যাক গে, খরা ত আবার হবে। এ আমাদের চেনা জিনিস।

মিশনের ফাণ্ডও শেষ করেছ।

তা করেছি।

ডুওয়েল মিশনকে থাকতে দিয়েছ।

বাঃ, তারা কাজ করতে এল যে?

মিশন-পিতার ঘোর সন্দেহ হয়, হরিরামের শরীরে অত্যন্ত গোলমেলে রক্ত আছে। তিনি বলেন, বাছা! তুমি মিশনে সারাজীবন কাটালে। কিন্তু তোমার কাজকর্ম, চিন্তাধারা, সবই কিন্তু বাইরের ছেলেদের মতন।

আপনি বলুন, মিশনের কাজ নাকি মানবসেবা। তা হলে আমি দোষটা কি করলাম?

না না, খরার সময়ে ত আমরাও চলে যাই। কিন্তু পরে চাষ করতে বীজধান দেওয়া-টেওয়া সরকারের দায়িত্ব। বেশি ফটফটালে স্থানীয় জমিমালিকরাও খেপে যায়। এ সময়ে তারা চাষিদের কাজকর্ম দেয়।

হরিরাম বলে, সেই ত! ফি বছর খরার পর ওরা নতুন করে ধারে-কর্জে জড়িয়ে পড়ে। ডুওয়েল মিশন এবার এল, ধরুন বীজধান দিল। প্রচুর মাইলো আর লবণ আর শাদা গুড় দিল। কিছুদিন ত পেট চলবে? বীজধানের জন্যে ত কর্জ করতে হবে না।

এটা রাজনীতিক কাজ হয়ে গেল হরিরাম। দেখ জমিমালিকরা হয়ত আমাদের নামে নালিশ করবে।

ওদের কথা ছেড়ে দিন। হাড়-বজ্জাত সব। দোরে দোরে ঘুরেছি। কেউ এক মুঠো চাল দেয় নি। কিনলাম যখন, তখন চাল বেরুল। আগে বলে দিল, নেই।

কি করে বলবে 'চাল আছে?' গোলা লুঠ হয় যদি? যে গণ্ডগ্রামে বাস করে।

আরে, আমি ওখানে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এবারই গ্রামের লোক মনে জোর পেয়েছে।

মিশন পিতা ভেবে পান না হরিরামকে কি করবেন। আরো অখদ্যে জায়গায় পাঠাবেন? সেখানেও ও কি করবে তার ঠিক কি?

তিনি যখন খুবই বিভ্রান্ত, তখন তাঁকে ত্রাণ করে ডুওয়েল মিশন। এই

মিশন আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী নয়। বস্তুত গোপনে কাজ করাতেই তার বিশ্বাস। মিশনটি অর্থে-সামর্থ্যে-লোকবলে-আদর্শ-বলে বলীয়ান। ডুওয়েল মিশন এই মিশনকে জানায়, খরা অঞ্চলে ত্রাণ-কাজে হরিরামের দক্ষতা, উদ্ভাবনীচিন্তা, বাস্তববুদ্ধি দেখে তারা আগ্রহী। হরিরামকে তারা সমাজসেবার কাজে উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে চায়। উদ্দেশ্য মহৎ। ভারতের দুর্গতদের জন্যে ভারতীয় সমাজসেবী কর্মীরা তৈরি হয়ে দায়িত্ব নিক। এই সঙ্গে এই মিশনকে ডুওয়েল মিশন একটি চেক পাঠায় দু-হাজার টাকার। কেননা এই মিশন সত্যিই দুর্গতদের জন্যে।

একই রকম উৎসাহে হরিরাম চলে যায় কলকাতা। অতীতের সায়েবপাড়ায়, আজকের অভিজাত পল্লীতে ডুওয়েল মিশনের আপিস ও বাড়ি। সুদূর এক আদিবাসী গ্রামে যে ডেভিড তার সঙ্গে খিচুড়ি বেঁধেছিল, এখানে সেই সর্বেসর্বা বলে মনে হয়। ডেভিড তাকে পরিচিত বন্ধুর মতো বলে, বোস হরিরাম। আজ রাতেই রওনা হও বোম্বে। সেখানে আমাদের কেন্দ্রে ট্রেনিং নাও। তোমার মতো একশ জনকে পেলে ডুওয়েল মিশন তাদের হাতে তুলে দিয়ে আমার ছুটি। ভারতে পাঁচ বছর কাটল।

কোথায় যাবে?

যেখানে অনুন্নত দেশ, দুর্গত মানুষ, সেখানে।

সন্ধ্যায় হরিরাম আবার ট্রেনে চেপে বসে। এখন তার সঙ্গে শক্ত সমর্থ জামাকাপড়ের ব্যাগ, রাতে শোবার বিছানা, প্যাকেটে খাবার, বোতলে জল। রূপকথা। বোম্বাইয়ের দাদার স্টেশনে তাকে নামিয়ে নেয় রোবার্তো। একেও হরিরাম দেখেছিল। তার পর গাড়ি চেপে চলে আসে ওরা মিশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। শহরতলীতে।

ডুওয়েল মিশন দীন-দরিদ্র ভাবে বসবাসে অবিশ্বাসী। আধুনিক এক ঝক্‌ঝকে বাড়িতে হরিরামকে স্বাগত জানায় কজন ভারতপ্রাণ সায়েব-মেম। এখানে সে প্রথমেই শেখে-এতদিন যা যা শিখেছে, তা ভুলতে হবে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে।

কমন করে ?

রাবার্তো এখানে শিক্ষক। সেই বলে, একদিনে বুঝবে না। ধীরে ধীরে বোঝ।

হরিরাম বলে, বলো না।

এখন হরিরাম শেখে, খরা-আকাল-অনাহার দেখে তার যে মনে হয় প্রাণ দিয়ে দিই, প্রাণ দিয়ে জান বাজি রেখে কাজ করি. সেটা ঠিক নয়। ক্ষুধার্তদের কথা ভেবে সে যে সে-সময়ে ছাতু গুলে খেয়ে দিন কাটাত, তাও ভুল। নিজে ভালো খেয়ে-দেয়ে টিকে না-থাকলে কে আকালে সবার কাজ করবে ?

আজকাল সব কাজেরই একটা শৃঙ্খলাবিজ্ঞান আছে ! সেবা-কাজেরও। আগে তোমাকে বুঝতে হবে, বিপন্ন স্থানটির সবচেয়ে বেশি সাহায্য কিসে হবে তা বুঝতে আর্থনীতিক জরিপ দরকার। এই জরিপের ভিত্তিতে সাহায্য করবে।

সকলকে বাঁচাতে, প্রাণে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। তবে তা খুব অল্পদিন ধরে। তারপর ওদের শেখাবে নিজের চেষ্টায় বাঁচতে।

হরিরাম বলল, তাই ত করলাম। তোমরা বীজধান দিলে। তা ছিটিয়ে দিলাম খেতে। আবাদী কাজ করে ত বাঁচবে ওরা, তাই নয় ?

রোবার্তো বলে, বেবিফুড, কম্বল, বাসন, তোমাকে যেগুলো দিয়ে এলাম বিলি করার জন্যে ?

হরিরাম বলে, বেবিফুড ওদের বাচ্চারা কখনো খাবে না। হঠাৎ খেয়ে কি করবে বল ? কম্বল ? আরে, জাড়াতে ওরা ঘুমায় তুষের বস্তায় ঢুকে বাসন ? একটা লোহার কড়াই। বাস্।

সেগুলো কি করলে ?

অবাক হয়ে হরিরাম বলে, সদরে নিয়ে বেচে দিলাম ভালো দামে। ওদের বলদ আর লাঙল কিনে দিয়েছি, সব ত খোয়া গিয়েছিল। বলেছি সবাই পালা করে এ বলদ নিয়ে খেতে লাঙল দিও। বেবিফুডের বাবার কাজ করেছি। নইলে আবার ধার নিত। বাপগুলো যদি চাষবাস

করে জানে বাঁচে, বাচ্চাগুলো যা হয় খেয়ে বাঁচবে। মায়ের দুধ ছাড়া ওরা দুধ পায় কবে? যদি ঘরে দুধ হয়, বেচে দেয়।

রোবার্তো অত্যন্ত বিচলিত হয়। জল খায় ঢক ঢক করে। বলে, সে কি।

আরে হ্যাঁ।

বাচ্চাদের না দিয়ে দুধ বেচে দেয়?

কি মুশকিল। গরিব যে।

না না, হরিরাম। এ হল স্নেহমমতার অভাব। ভালোবাসে না ওরা শিশুদের।

তা কি করে হবে? আকালের সময়ে বাচ্চাদের সঙ্গে রাখলে মরে যাবে বলে মিশনের দরজায় ফেলে দিয়ে যায়। আমাকেও ফেলে গিয়েছিল আমার মা।

ভালোবাসে না।

বাসে, ভালোবাসে। মাকে দেখি নি। কিন্তু এক মাসের আমাকে ফেলে গিয়েছিল বলে আমি বাঁচলাম। সঙ্গে বাচ্চা নিয়ে শহরে যেতে হলে দুজনে মরে যেতাম।

হরিরাম, আজ থাকুক। কাল তোমাকে পড়াবেন শার্লোত। আজ থাকুক।

ভারতপ্রাণ রোবার্তো যেন হেরে গিয়ে চলে যায়। পরদিন ভারতপ্রাণা ভগিনী শার্লোত আসে। রোবার্তোর অসমাপ্ত বক্তৃতার খেই ধরে বলে যায়।

সকলকে প্রাণে বাঁচাতে চেষ্টা করবে অল্পদিন। তারপর নিরালম্ব, নিরাশ্রয় কয়েকজনকে বেছে নিয়ে আর্থনীতিক পুনর্বাসনে সাহায্য করবে। তাদের আগ্রহী করবে মিশনে। মিশনের ক্ষেত্র তৈরি করবে।

তাদের কি ক্রিশ্চান করব সিস্টার?

ডুওয়েল মিশন কখনো ধর্মান্তর করায় না। মিশনের কাজে তাদের আগ্রহী করবে। সম্ভব হলে মিশনের সাহায্যে একটা গ্রামকে নতুন

জীবন ফিরে দাও। গ্রামটি গড়া হয়ে গেলে সেখানে গিয়ে বসবে মিশনের কোনো কর্মী।

কী করবে?

কাজ করবে। ধর্মান্তরিত করবে না। ডুওয়েল একেবারে এক নতুন মিশন। মানবপ্রেম, হিংসা ও হরতালের পথ বর্জন, সরকার অথবা দেশকে ভালোবাসা, অত্যাচার ও নিপীড়নের উত্তরে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, এই সব শিক্ষা দেবার জন্যে এই মিশন। গরিবদের শান্তি, প্রেম, অহিংসা ও মানবতা শেখানো এই মিশনের ব্রত। ডুওয়েল মিশনের কর্মী কখনো এমন কাজ করবে না, যাতে সরকার অসন্তুষ্ট হয়।

কিন্তু সিস্টার, সরকারী লোকজন কিছু না করলেও চটে যায়। শুনেছি, বীজধান দিয়েছি বলে···

ডুওয়েল মিশন-কর্মী যুক্তি দেখায় না। মেনে চলে যখন যা বলা হয় তাকে।

এরপর হরিরাম জানতে পারে, ডুওয়েল কর্মীরা ভারতের দিকে দিকে ছয়টি আদর্শ গ্রাম স্থাপন করেছে। এখন, ওই গ্রামগুলির সাফল্য দেখে মিশন দিকে দিকে গ্রাম গড়ছে। ছোট্ট হলঘরে গ্রামগুলির চলচ্চিত্র দেখে হরিরাম। মিশনের মর্মবাণী 'শান্তি-প্রেম-অহিংসা' পর্দায় ফুটে ওঠে। তারপর হরিরাম হাঁ করে দেখে, মর্মবাণীতে বিশ্বাস করবার ফলে উক্ত গ্রামগুলির বাসিন্দারা বগলে ট্রান্‌জিস্‌টার নিয়ে হরিয়ানা গাই দুইছে, ট্র্যাকটরে জমি চষছে, টেম্পো-বোঝাই ডিম, টোমাটো, বেগুন বেচতে যাচ্ছে।

দেখে অভিভূত হরিরাম বলে, ওঃ! সবগুলো গ্রামকে যদি এরকম করে ফেলা যেত? কি ভালোই হত।

রোবার্তো বলে, একটা গ্রাম এরকম হলে সে গ্রামের লোকজন মিশনের মর্ম বুঝবে। তারা অন্য গ্রামবাসীদের বোঝাতে সক্ষম হবে। তখন সে কাজ সফল হবে। তার আগে নয় হরিরাম।

কিন্তু এ যে অনেক টাকার কাজ।

রোবার্তো বলে, টাকা ? টাকার জন্যে কি কোনো কাজ আটকে থাকে ? কখনো থেকেছে ?

কী তাজ্জব ! থাকে না ?

না না। তাছাড়া ভারতবর্ষ আসলে খুব ধনী দেশ। কিসে বল ত ? মানুষে।

হরিরাম হেসে ফেলে।

রোবার্তো বেদনার্ত গলায় বলে, হেসো না হরিরাম। দেখো, অনেক জায়গা আছে, যেখানে সায়েব আর মিশন, দুটো জিনিসে মানুষের ঘোর অবিশ্বাস।

সে ত জানিই।

কিন্তু আমরা ত অন্য রকম মিশন। তুমি যদি কয়েকটা গ্রাম গড়তে সাহায্য কর, তা হলে প্রেম ও ভালোবাসা ও অহিংসার একটা দুর্গ গড়লে। সে গ্রামবাসীরা অন্যদের মনেও ভালো ভাব এনে দিল। তখন যে সব লোকেরা গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, তারাও বুঝল যে মানুষগুলো হিংসা-বিক্ষোভ-হরতাল-লড়াই এ-সব ভুলে গেছে। তারাও তখন এগিয়ে আসবে। আমরা সেই স্বপ্নই দেখি।

তা কি সম্ভব ?

নিশ্চয়। তোমাকে এবার পাঠাব একটা গ্রামে। ওঃ, মানুষের দুঃখ কি খরা-আকালেই আসে ? মহুগড় গ্রামের কথা যেন রূপকথা।

কিরকম ?

ব্রাদার ডেভিড তোমায় বলবে।

ডেভিড ? সে ত কলকাতায়।

আসবে। ডেভিড হল মিশনের প্রাণ। আজ কলকাতা, কাল নেপাল, পরশু রাজস্থান, তরশু বাংলাদেশ, ঘুরছে আর ঘুরছে।

মিশনের কি অনেক টাকা ?

কেন বল ত ?

এমন বাড়ি ঘর। এমন খাওয়া-দাওয়া।

ডুওয়েল মিশনের কর্মীরা ভালো খাবে, ভালোভাবে থাকবে। নইলে তারা মানুষের সেবা করার শক্তি সামর্থ্য খুঁজে পাবে কি করে?

হরিরামের বলতে ইচ্ছে হয়, কলেজ থেকে ছেলেরা ত্রাণকার্যে যায়। ওদের নেতা ছিল দিলীপ ভরোয়ে। অত্যন্ত গম্ভীর ও মেজাজী ছাত্রনেতা। দিলীপ বলেছিল, স্রেফ ছাতুগোলা খেয়ে থাকবে। নিরন্নদের সেবা করতে গিয়ে মুরগীর মাংসের ব্যবস্থা করলে মেরে ফেলব। অভুক্তদের মধ্যে বসে ভরপেট খেলে কাজটাও হয় অমানবিক, ওদের মনেও আসে দূরত্বের ব্যবধান।

বলতে ইচ্ছে হলেও হরিরাম বলে না। প্রত্যহের নিয়মে ভরপেট খেয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে ডেভিড আসে। গ্রীক দেবতার মতো সোনালি চেহারা নিয়ে হরিরামকে খুব ভালো করে খুলে-মেলে মহুগড়ের কথা বলে. বলে, শুনলেই বুঝবে, মানুষ মানুষের কি বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।

কাহিনীটি খুবই দ্যোতক।

ডেভিড যেভাবে কাহিনীটি বলে, তাও শোনার মতো। শার্লোত বলে, ব্রাদার ডেভিড কি রাজনীতির কথাও সব বলবে হরিরামকে?

নিশ্চয়।

স—ব?

সব। দেখো শার্লোত, প্রথমত মিশন কোনো কথা লুকোয় না। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির কথাবার্তা হরিরাম ওখানে গেলেই জানতে পারবে। হয়ত খানিক আধা-সত্য শুনবে। সব জেনেশুনে যাওয়াই ভালো।

হরিরাম খানিকটা রাজনীতি ঘেঁষা নয়?

এখনো নয়।

সম্ভাবনা আছে?

ডেভিড চেষ্টা করবে। আমরা মিশনের মর্মবাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। তাতে কারা বাধা দিতে পারে বল ত?

গ্রামের জমিমালিক ও মহাজনরা।

আরে না না। তারা অর্থনীতিক শোষণ-উৎপীড়ন করতে পারে। কিন্তু তারা গ্রামের মানুষের মনের উপর সে অধিকার বিস্তার করে না, যার জোরে গ্রামের মানুষ আমাদের সন্দেহ করবে। তারা গ্রামের মানুষদের আপনজন নয়।

কাদের বলছ?

কম্যুনিস্টদের কথা। তারাই গ্রামের লোকদের আপনজন হয়। তারাই গ্রামের লোকদের নিয়ে যায় অবিশ্বাস ও হিংসার পথে।

হরিরাম কি করবে?

ও ভালো ছেলে, দরদী ছেলে। সময় দিলে ওর সঙ্গে, যদি কোনো কম্যুনিস্ট থাকে, তাদের যোগাযোগ হতে পারে। সে একটা লাভ। এমনও হতে পারে, গ্রামের লোকেরা এও দেখল, কম্যুনিস্ট নয়, তবু আমাদের বন্ধু। তাতেও আমাদের লাভ।

হরিরাম নিজে যদি কম্যুনিস্ট হয়ে যায়?

তা হলে বুঝতে হবে আমা2দর মিশন ব্যর্থ হয়েছে। মিশনের কাজে কোথাও ভুল হয়েছে। চল, যোগাভ্যাসের সময় হয়েছে।

যোগব্যায়াম এখানে বাধ্যতামূলক। মিশনে থাকাকালীন অবস্থায় সবাই সবাইয়ের ভাই বা বোন। আগে এটি মনে রাখা সহজে হয়নি। তারপর যোগব্যায়াম করতে করতে শরীর থেকে স্বাভাবিক ইচ্ছাগুলি পালাতে থাকল। মেয়েদের ওপর আরো নির্দেশ আছে, কল্পনা কর একটি হলদে রঙা পদ্মফুল দেখছ। হলদে পদ্মফুল ধ্যান করলে মন কলুষশূন্য থাকে।

ডেভিড হরিরামকে বলল, মহুগড়! হরিরাম, আমি তোমাকে সব খুলে বলব। তুমি বুঝবে, আর পুরান্দা নামটা মনে রেখ, পুরান্দা গ্রামটা দেখলে বুঝবে, কম্যুনিস্টদের প্ররোচনায় পড়ে মানুষ কি কষ্ট পায়। তুমি দেখবে পুরান্দার লোকদের অসহ্য কষ্ট। এই কষ্টের জন্যে দায়ী বিক্কারা মাইন্‌স শ্রমিক সংঘের সেক্রেটারি কমরেড সোহনলাল। সে যাবার আগে লোহাখনির শ্রমিকরা চমৎকার শান্তিতে ছিল। ঠিকাদার

যা দিচ্ছিল তাই নিচ্ছিল। আদিবাসী খনি-মজুররা, বুঝলে, সরকারি বেতন বোর্ডের মজুরি পেল না তা নিয়ে মোটে ভাবে না। সরল গোঁড় ওরা। খনির কাজ ওদের রক্তে নেই। যা পায় তাতেই খুশি। সন্ধে-বেলা গান-নাচ করল, নিজেদের দেবদেবতা পূজা করল, তাতেই ওরা খুশি। সোহনলাল ওদের জন্য স্কুল চায়, হাসপাতাল চায়। কী অন্যায়! আদিবাসীদের এই তৃতীয়শ্রেণীর শিক্ষা দিয়ে লাভ কি? ওদের ত আছে প্রকৃতি, অরণ্য, পাহাড়। হাসপাতাল কেন? কেন ওদের পশ্চিমী ধরণ-ধারণে অভ্যস্ত করা? হাসপাতাল নিশ্চয় দরকার। কিন্তু ওদের জন্যে নয়। ওরা আদিম সারল্যে বাঁচতে জানে, বেঁচে আছে। ওদের মনে বিষ ঢোকাল সোহনলাল।

কিন্তু এ কি কথা?

শোনো না আগে। বিন্ধারা লৌহ আকরের খনি। এক আধাসরকারি সংস্থা এর কর্ণধার। ভিলাই ইস্পাত কারখানার জন্য বিন্ধারা খনির আকর দরকার।

যখনি খনির জন্য স্থান নির্বাচন হয়, তখনি চলে আসে রাজস্থান থেকে একদল ভাগ্যান্বেষী। তারা এসেই দোকানপাট খুলে বসে জঙ্গলে, গোঁড় ও হালোই আদিবাসীদের পাতার ঘর ভরে দেয় কাচ ও প্লাস্টিকের মনোহারী জিনিসে, শস্যের বিনিময়ে। খরা-আকাল-অজন্মা-বর্ষায় শস্য ও টাকা কর্জ দেয় জমি বাঁধা রেখে। জমি গ্রাস করে। খনি চালু হবার আগেই তারা যথেষ্ট ধনী ও আদিবাসীদের আতঙ্ক হয়ে ওঠে। আদি-বাসীরা জঙ্গলের ওপরও নির্ভর করে ও কাঠ, রিঠাফল, ঝাউপাতা বিক্রি করে। এইসব ব্যবসায়ীরা অরণ্যজাত সবকিছুই কিনে নিতে থাকে। আদিবাসীর নেই পরিবহন উপায়। এরা অরণ্যজাত জিনিস শহরে বেচে লরীতে বোঝাই দিয়ে।

ডেভিড বলে, অস্বীকার করার উপায় নেই, এদের কারণে আদিবাসী জীবনে দুঃখ আসে। কিন্তু এরাই আদিবাসীদের বাঁচায়ও।

কী ভাবে?

খনি চালু হবার আগে এরা এক দিকে সরকারি দপ্তর, অন্য দিকে স্টীল প্ল্যাণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ততদিনে অঞ্চলটিতে ওদের বড় বড় বাড়ি উঠে গেছে। ওরা হয়ে যায় লাইসেন্‌স নিয়ে কুলি জোগানের ঠিকাদার।

ঠিকাদাররা বড় রক্তমাংসচোষা হয়। সর্বত্র।

না না, মিশনের লোক তুমি, কম্যুনিস্টের মতো কথা বল কেন? এই ঠিকাদাররা পনের হাজার আদিবাসীকে কুলি-কাজে লাগায়, তা জান? 'আয়রন ওর ওয়েজ বোর্ড-এর নিয়মে বারো টাকা দিনমজুরি দেয়। আট ঘণ্টা কাজ। আট টন খনিজ লোহা বোঝাই দেবে ওয়াগনে, খালাস করবে।

ভীষণ খাটনি।

নিজেরা নিতে থাকে দিনে দু টাকা করে, মাথাপিছু। হ্যাঁ, দিন তিরিশ হাজার টাকা, কুলি বাড়ল, টাকা বাড়ল। কিন্তু হাজির হল সোহনলাল আর ওর বন্ধু ও কমরেড সচদেব। তখন কি করল? ইউনিয়ন। তারা এদিকে সরকারি দপ্তর, ওদিকে স্টীল প্ল্যাণ্ট, দু দিকে কথা চালাল। কি? না 'স্টীল ওর ওয়েজ বোর্ড' যা বলছে, দিন সতের টাকা দিতে হবে। জরুরি অবস্থায় নাকি ঠিকাদাররা বারো টাকা কেটে ন টাকা পঁচাশি পয়সা দিত। এখন বলে, সতের টাকা দিতে হবে। আদি-বাসীদের যে জমি নিয়েছ, ফেরৎ দাও। টাকা শোধ করা হবে না। মিছে কথা লিখিয়ে টিপ সই নিয়েছ। আদিবাসীদের সর্বস্ব নিয়ে সাম্রাজ্য গড়েছ। ওদের স্কুল, হাসপাতাল সব করব, টাকা চাই। ফলে দেখ কাণ্ড, এই ১৯৭৭ সালে, আজ একমাসের ওপর খনির কাজ বন্ধ। ঠিকাদাররা ভেগেছে শহরে। পুলিশের গুলিতে জনা বারো কুলি মরেছে। যারা পেরেছে, পুরান্দার মতো ছোট ছোট বুনো গ্রামে গিয়ে কোনমতে প্রাণ বাঁচাচ্ছে।

কি কাণ্ড।

সরকারও কম্যুনিস্টদের চায় কি? চায় না। নইলে কেন মুখে বলছে,

হরতাল মেটাও। সত্তের টাকা পাবে। এমন অবিশ্বাসী এই সোহনলাল, বলে কি, ইউনিয়নকে লিখে দাও। এই কম্যুনিস্টরা আসার আগে যে ভাবে হোক, আদিবাসীরা চালাচ্ছিল ত জীবন।

আমি কি করব ?

তুমি মহুগড়, আমাদের মিশন-গ্রাম দেখবে। যা যা পাঠাব নিয়ে যাবে। মহুগড় আদিবাসী গ্রাম। ওরাও ওই খনির কুলি। ওদের ছাঁটাই করে দেয় ঠিকাদাররা। ওদের ইউনিয়ন ছিল না, তখন সোহনলালও আসে নি। আমরা ওই ঠিকাদারদের কাছ থেকে জায়গাটা কিনে নিলাম। মহুগড়ে যাদের ঘর ছিল, যাদের জমি ঠিকাদাররা নিয়ে নেয়, তাদের হাতেই তুলে দিয়েছি এক নতুন মহুগড়। পুরান্দার লোকরা কি তা বুঝবে ? ইউনিটি বা ঐক্য ভালো। ইউনিয়ন ভালো নয়। আদি-বাসীদের মধ্যে ত ঐক্যবোধ থাকেই। ওই সোহনলাল ওদের কি ঐক্য শেখাবে ?

সোহনলাল কি ওখানে আছে ?

যায় ত বটেই। হরতাল ত চলছে। আর সোহনলালের উসকানিতে বা বুদ্ধিতে যাই বল, আদিবাসীরা চলে এসেছে আমাদের গ্রামে।

হরতাল করছে কারা ?

যাচ্ছে গ্রাম থেকে, আসছে বিন্ধারা থেকে।

আমি কি কি নিয়ে যাব ?

সবচেয়ে ভাল হবে যদি টাকা নিয়ে যাও। টাকা নিয়ে যাও। মহুগড়ে কি দরকার তা দেখ। তারপর ওখানে বড় শহর হল বিন্ধারা। ওই খনির জন্যেই। সেখানেই সব কিনতে পাবে। বিন্ধারা রেলস্টেশন। বড় স্টেশন। এসে সেখান থেকে টেলিগ্রাম করে দিলে এখান থেকেও জিনিসপত্র যেতে পারে। তবে কিনে নেওয়াই ভালো।

এভাবেই হরিরাম মাহাতোকে প্রয়োজনীয় ভুজুং দিয়ে পাঠানো হয় মহুগড়। চতুর্দিকে বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠছে বলে পথ তৈরি হয়েছে ভারি যানবাহনের জন্যে। মিশনের গাড়িতে চলে যায় হরিরাম। সে জানে

না, সোহনলাল যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তাতে অন্তর্ঘাত ঘটাবার জন্যে ঢুকে পড়ার পথ খুঁজছে মিশন। সে বোঝে না মিশনের চোখে সে টোপ মাত্র। চলে যাবার সময়ে তার মন এদের সকলের জন্যে খারাপ হয়। ড্রাইভার তাকে ক্ষণিকের শান্তি দেয়। ভীরু গলায় বলে, মাহাতোজি, মিশনে কিছু বলবেন না। আমি একবার পথে একটু ঘুরে যাব। আমার মেয়েটা আছে ওই বিন্ধারা টাউনে। একবার দেখে যাব।

বেশ ত। বলব কেন?

বললে আমার চাকরি চলে যাবে।

বলব না।

মেয়ের বর পানের দোকান দিয়েছে। অনেকদিন দেখি নি। একবার দেখে যাব।

নিশ্চয়ই যাবে।

আপনি দেশের লোক। আমাদের দুঃখ বোঝেন। ছেলেটাকে রেখেছি মেয়ের কাছে।

বড় হয়েছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, দোকানে খাটে। ওকেও দোকান করে দেব একটা। নিজে এ কাজে থাকতে থাকতে।

মিশনে কাজে দেবে না?

না না। এ কাজে কি আছে? মিশন উঠাবে, চাকরি খতম। দোকান থাকলে ক্রমে জমি হবে। নিজে ত খুব ভুল করেছি। কিন্তু ছেলেকে দিয়ে কাজ উঠাব। ভালো কথা। আজ রাতে থাকব কোথায়?

বিল্সারা মিশনে।

সে এক আজীব জায়গা। কোনো কাজ হয় না মিশনের। শুধু পথ-চলতে থাকা হয়।—ড্রাইভার এবার মনের দুঃখ জানায়, তাই ত বলেছিলাম, আমাকে এখানে খানিকটা জমি দিও। এত জমি মিশনের। কিছু করে না। ফেলে রেখেছে। ফুলগাছ লাগাবে।

সেই মিশনেই, ছোট এক সুপরিচালিত হোটেলের আরামে রাত কাটে ওদের। পরদিন সকালেই বিন্ধারা টাউনে ঢোকে গাড়ি। পুলিশ, পুলিশ, চারদিকে পুলিশ ছাউনি। দেখে, হরিরাম ড্রাইভারের দিকে তাকায়। মিরজা আস্তে বলে, বিন্ধারা ত মাইনস্ টাউন হরিরামজি! হরতাল চলছে কতদিন হল। এখন টাউনে মানুষের চেয়ে পুলিশ বেশি। বিশ দিন আগে গুলি চলল। কতজন মরল।

মাইন্স কোন্ দিকে?

ওই দিকে।

এখন চোখে পড়ে টাউনের পথে পথে ব্যানার।

উদ্ধত লাল কাপড়ে রুপোলি ও শাদা হরফে—

ঠিকাদারের জুলুম বন্ধ কর।

ঠিকাদারের থাবা উঠিয়ে নাও।

স্টীল ওয়েজ বোর্ডের হারে মজুরি দাও।

নিহত মজুরদের পরিবারকে কাজ দাও; ক্ষতিপূরণ দাও, এই হত্যার তদন্ত হোক।

সরকার ও ম্যানেজমেণ্ট ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বস।

সোহনলাল ও সচদেব জিন্দাবাদ।

ব্যানারের পর ব্যানার। বাড়ির দেওয়ালে আলকাতরায় লেখা। বাজার। ওরা মিরজার মেয়ের বাড়ি পৌঁছে যায়। দোকানপাট বন্ধ, সবই বন্ধ।

মেয়ে, জামাই ও ছেলে হাতে চাঁদ পায় যেন।

ছোট ঘরটিতে দড়ির খাটিয়ায় বসে হরিরাম আশ্চর্য স্বস্তি পায়। না, গ্রামীণ গরিব খেতমজুরের ঘর নয়, তবু চেনাজানা জগতের মানুষ। চা আসে, লাড্ডু ও পাঁউরুটি।

দোকান বন্ধ কেন?

জামাই বলে, হরতালের সমর্থনে।

তোমরা হরতাল সমর্থন করছ?

সোহনলালজি বলল, তাই।

কি রকম লোক সোহনলাল?

আমাদের কাছে ত দেবতা।

দেবতা?

ওই আর কি।

মিরজা বলে, উনি ধরা পড়েন নি?

ওঁকে? ওঁকে ধরলে সেদিন হয় পুলিশরা ফিরত না, নয় ওই পনের হাজার আদিবাসীকে মারতে হত।

গুলি ত চলল।

সে খুব দুঃখের কথা। তবু লোকগুলোর জান দেওয়া সার্থক, সোহনলালজি বলেন। যারা মরেছে, তারা কাজের কাজ করে গেছে।

কি কাজ?—হরিরাম জানতে চায়।

শুনছি সরকার আর ম্যানেজমেণ্ট এখন ইউনিয়নের দাবি মানবে, আর ইউনিয়নকে লুকিয়ে ঠিকাদারদের সঙ্গে কোনো চোরা সমঝোতা করবে না। আর এমার্জেন্সির সময়ে যে টাকা কেটেছে, তা নিয়ে ঠিকাদাররা ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করবে। হরতাল না উঠালে ত স্টীল প্ল্যাণ্টও বন্ধ।

মিরজা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সাজাদ, এখন তুমি মাইন্‌সে গিনতি কাম কর না। হরতালের এত কথায় জড়িয়ে পড়ছ কেন? এ ঠিক নয়। এ ত ঠিকাদারদের টাউন। তারা এ সব পছন্দ করে না। আগে কত মারদাঙ্গা করেছে।

জামাই হেসে বলল, তাদের বোলবোলাও আছে, কিন্তু দাপট কমেছে। পুরা টাউনের বাজার-দোকান, ঠিকাদারদের মালিক পট্টি বাবদ সবাই হরতালীদের পালা করে রুটি আর চানাও দিচ্ছে। চার বছরে সোহনলাল টাউনের চেহারা পালটে দিয়েছে। আপনি কিছু ভাববেন না।

হাঙ্গামায় যেও না।

না না। ওঁর কথায় বাজারে দোকানের জায়গাও পেয়ে যাবে সালিম।

ও গ্রেপ্তার হয়ে যায় ত ?

মিরজার মেয়ে হেসে ফেলল। বলল, কত হাজার গোঁড় ওঁকে সর্বদা পাহারা দিচ্ছে তা জান ?

সালিম এখন বাবার হাতে, হরিরামের হাতে পান দিল। মিরজা বলল, খান হরিরামজি, শাদা পান, খেতেও ভালো, পান খেলে ভালোও লাগে।

ওরা উঠে পড়ল। মিরজার মেয়ে বলল, আবার এসো বাবা, এবার ছুটি নিয়ে এসো। এখানে সিনেমাও এসে গেছে। দেখবে এখন।

বোম্বায়ে বসেই সিনেমা দেখা হয় না রে।—মিরজা ও হরিরাম বেরিয়ে এল। হরিরাম বলল, শান্তির সংসার। ভালো লাগল খুব।

গরিবের ঘর।

ভালো লাগল খুব।

দোষ না নেন ত বলি, আরেকবার এলে ওরা খুশি হবে খুব। মেয়ে আমার একটা, ছেলেও একটা। সাজাদ আমার দাদার ছেলে। এ আমার আরেকটা ঘর আর কি। আরেকবার এলে মেয়ে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াবে।

জামাই আগে মাইনসে ছিল ?

জ। কুলিগিনতি কাজ করত। তখন ঠিকাদারী কানুন চলছে। সেলমান বলে রাগ ছিল ওদের। কুলিদের কাছে পয়সা নেয় এই অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তখন ইউনিয়ন কমজোরী ছিল। সাহনলালও আসে নি। এই দেখুন জঙ্গলে ঢুকছি। মহুগড়ের রাস্তা।

চমৎকার রাস্তা।

সরকারি রাস্তা। জঙ্গলের গাছ কেটে আনে, ভালো রাস্তা না হলে লরি যাবে-আসবে কি করে ?

দু' পাশে জঙ্গল ঘন হয়। সহসা গাড়ি থামায় মিরজা। নিচু গলায় বলে, গোঁড় লোক, এ দিকে আসছে।

সঙ্গে আরো কেউ আছে।

দেখেছি।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয় মিরজা। বলে, মিশনে বলবেন না হরিরামজি ও হল সচদেব।

গোঁড়রা তীর বাগিয়ে আসছে।

কি করি?

হেঁকে মিরজা বলে, জি। সচদেবজি! আমরা মিশনের লোক। পুলিশ নই।

লোকগুলি কাছে আসে। দেখা যায় বিশজন লোক একজনকে ঘিরে আছে। তামাটে পাকানো চেহারা, বিবর্ণ তামাটে চুল, পরনে খাকি বুশশার্ট ও প্যাণ্ট। সচদেব। সোহনলাল ও সচদেব জিন্দাবাদ সচদেব মিরজার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, সাজাদ পানওয়ালার শ্বশুর, সালিমের বাবা।

হ্যাঁ।

বিদেশী গোয়েন্দাদের গোলামি করছ।

কি করি। আপনি কোথাও যাচ্ছেন?

পুরান্দা। নিয়ে যাবে? না এঁর অনুমতি চাই?

হরিরাম বলে, আসুন। সবাইকে ত আঁটবে না।—মিরজার দিকে চেয়ে বলে, আমি বলব না কারুকে।

সচদেব বলে, অন্তত চারজন আমার সঙ্গে যাবে।

—ও সহসা হাসে। বলে, মিরজা, কি করা যায়। ওরা নিজেদের ছাড়া কারুকে বিশ্বাস করে না। আমাকে ওরা তোমাদের হাতে ছাড়বে না! মামলাটা জটিল। আমি পুরান্দা যাচ্ছি। বাচ্চাদের পেটে কোনো বেদনা হচ্ছে, বমি করে, দাস্ত করে মরে যাচ্ছে।

হরিরাম বলে, এনটারোকোলাইটিস?

তাই। আমি ওষুধ ইনজেকশান নিয়ে যাচ্ছি।

চলুন।

মিরজা, আমরা মহুগড়েরও আগে নেমে যাব।

চলুন সচদেবজি। গরিবের রুটিটা যেন মারা না যায়। আপনি ত জানেন না, মিছে চাপা দেবার কেসে ফাঁসায় যে অফিসার, আর মিছে হলেও জেল রেকর্ড, কাজ মেলে না কিছুতে। নইলে দুশ টাকায় ড্রাইভার মেলে আজকাল ?

কোনো অন্য ধান্দা জুটিয়ে ছেঁটে যাও। মিশনের সায়েবরা বহুত বদমাশ মিরজা।

সচদেব এবার গোঁড়দের সঙ্গে দ্রুত ওদের ভাষায় কি বলতে থাকে। জনৈক প্রৌঢ় কেবলই মাথা নাড়ে দুদিকে, না-না-না। তারপর সেও মাথা হেলায়। সে সমেত আর তিনজন সচদেবের সঙ্গে এসে বসে গাড়িতে। সচদেব বলে, গাড়ি ছেড়ে দাও।

বিড়ি ধরায় সে, বিড়ি হাতে হাতে ফেরে। কাঁচা পাতার লম্বা বিড়ি। হরিরামও নেয়। মিরজাও, গোঁড়রা। সচদেব বলে, মিরজা, সামনে গাড়ি বা মানুষ দেখলে আমি বুঝব, আয়নায় গাড়ি দেখলে তুমি বলবে, আমরা মেঝেতে বসে পড়ব। এখন অবশ্য জঙ্গল। কেউ দেখুক, তোমরা বিপদে পড় তা আমি চাই না।

মিরজা সামনে চোখ রেখে বলে, সচদেবজি! তখন আমিও অফিসারের ড্রাইভার। ওর গাড়ি নিয়ে আসছিলাম। হাইওয়ে। বারিষের রাত ছিল। আপনাকে আর সোহনলালজিকে আমি পৌঁছাই বিন্ধারা।

মনে আছে বৈকি।

অন্য গোঁড়রা কোথায় গেল ?

জঙ্গলের পথে চলে যাবে বিন্ধারা। আরে, পুরান্দা পৌঁছে যেতাম কখন ; এক বাঘিনী পথ রুখে দিল। সেজন্যেই ফিরে আসি।

মারল না ওরা ?

না না। মেরে লাভ কি ? বাঘিনী ছিল। সঙ্গে বাচ্চা। খুব রেগে গিয়েছিল।

হরিরাম বলল, ওরা খাবে না আর ?

না। আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বৈ ত নয়। এখন ওদের চারজন সঙ্গে আছে। বাস।

সচদেব সহসা গোঁড়দের কি বলে। পাঁচজনই বসে পড়ে গাড়ির মেঝেতে সেভাবেই ওরা থেকে যায়। দুটি লরি বেরিয়ে যায়। ক্রমে পথ উঁচুতে ওঠে। জঙ্গল সামান্য পাতলা হয়। তারপর মিরজা গাড়ি থামায় ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ে সচদেবরা পাঁচজন। সচদেব মিরজাকে বলে, হরতাল মিটে যাবে। ইউনিয়ন আরো জোরদার হবে। তখন আমরা হাসপাতাল করব। তোমাকে অ্যামবুলেনস চালাবার ড্রাইভারের চাকরি দিয়ে রাখলাম।—সচদেব হাসল। হরিরামকে বলল, ডুওয়েল মিশনের কর্মীদের দেবার মতো আমাদের কিছু নেই। আপনারা ত অত বড় শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবেন না। মিশন-বিরোধী আন্দোলন করুন? মদত দেব।—আবার হাসে সচদেব। নিমেষে মিলিয়ে যায় বনের ভেতরে।

মিরজা বলে, এ ডাক্তার, সোহনলাল ভালো চাকরি করত। সব ছেড়ে এই ইউনিয়ন করছে। কাউকে বলবেন না আজকের কথা। আমি মরে যাব।

হরিরাম অনেক দূর থেকে জবাব দেয়, বলব না।

ওরা মহুগড় পৌঁছয়।

জঙ্গলের মধ্যে কাঁটাতারে ঘেরা, সুরক্ষিত বিশাল শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে বড় গাছ। ছায়া দেবার জন্য। চওড়া রাস্তা। দু মাইল রাস্তা। তার পর মহুগড় গ্রাম। নামেই গ্রাম। ঘরদোর দেখেই হরিরাম বোঝে, বিদেশী পত্র-পত্রিকায় সে এরকম গ্রামের ছবি দেখেছে বোম্বেতে। গ্রাম বলতে সে জানে মাটির ঘর, কাশের ঝাঁপের ঘর, খাপরা বা খড় বা পাতার চাল। জলব্যবস্থা, শৌচব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা গ্রামে থাকে না।

এখানে প্রত্যেকটি বাড়ি উৎকৃষ্ট মালমশলায় তৈরি। প্রতিটি বাড়ি হল ছোট ছোট বাংলো। সামনে ফুলবাগান। বৃদ্ধ মালহোত্রা এগিয়ে

এসে হরিরামকে স্বাগতম জানান। বলেন, আপনার কথা আমি ডেভিডের কাছে শুনেছি। আসুন আসুন। আপনার মতো তরুণরা এলে তবেই মিশনের গ্রাম গড়ার স্বপ্ন সার্থক হবে।

এ কথা বলেই তিনি হরিরামের গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে দেন ও ভীষণ খেঁকিয়ে মিরজাকে বলেন, তুমি কি দেখছ? তোমাদের গেস্টহাউসে যাও। আজ বিশ্রাম কর। কাল আমি একবার বিন্ধারা যাব। আমাদের ভ্যানটা নিয়ে সারাতে গেছে ডি সুজা। দেখতে যাব।

হরিরামকে বলেন, আপনি থাকবেন তিন নম্বর কটেজে। বারোটায় খেতে ডাকবে। খাই আমরা মিশনের খাওয়ার ঘরে;

মিশনে তাকে সব দেখাবার ভার সারঙ্গী নামে একটি অত্যন্ত হাসিখুশি গুজরাতী মেয়ের ওপর দিয়ে পরদিনই মালহোত্রা ও মিরজা চলে যায়।

হরিরামের মনে থাকে, এখানে কি কি দরকার হতে পারে তাই দেখার জন্যেই সে এসেছে। নোটে ঠাসা একটি ফোলিও আছে তার হেফাজতে। তার ঘরেই আছে লোহার সেফ।

সারঙ্গী বলে, টাকা রেখেছেন বলে ভাববেন না। মিশনে পাহারার ব্যবস্থা খুব কড়া।

লোহার তার ত দেখছি।

এখন গার্ডও থাকে। ওই ত ওদের ঘর।

কিসের ভয়? জানোয়ারের?

সারঙ্গী সরল ও বিশ্বাসী চোখ তুলে বলে, না, না। মানুষের সাড়া পেলে জানোয়ার আসে না।

তবে?

কম্যুনিস্টদের। ওরা তো পুরান্দা, পুরনো মহুগড়, চিরনারে যায় আসে। কম্যুনিস্টরা ভীষণ খারাপ। ওরা মানুষকে মারে, নিরীহ গ্রামের লোকদের দিয়ে হরতাল করায়। ওরা জানোয়ারের চেয়েও খারাপ। সেইজন্যেই লোহার তার দিয়ে আমাদের গ্রামকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে।

আদিবাসীরা ত এমন বাঁধাবাঁধিতে থাকতে ভালোবাসে না। এখানে থাকে ওরা? বেরতে চায় না?

সারঙ্গী ওকে বুঝিয়ে দিল সব। দেখুন ভাইজি, আদিবাসীদের কথা আপনি বললেন। ও ত ঠিক। কিন্তু আপনি বলছেন সেই আদিবাসীদের কথা, যাদের জীবনে আমাদের মিশন নেই। আমরা ত এক নতুন—হেট হেট।

এক পেল্লায় গরু। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় তার যা চেহারা, মধ্যভারতে তাকে মানায় না। হরিরাম কলেজে একটি হিন্দী ছবি দেখেছিল, 'ভগবতী মহিমা'। সে ছবিতে অনুরূপ এক গরু কৈলাসে পার্বতী দোয়াতেন, মহাদেব সে দুধ খেতেন। গরুর দেহে জগজ্জননী লীন হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণা হন।

গরুটি পেছন ফিরে রওনা দিল। সারঙ্গী বলল, অস্ট্রেলিয়ার জার্সি গাই। খুব বুদ্ধি ধরে।

ধাক্কা মারলে আপনি পড়ে যেতেন বহিনজি। একটা তাড়া মারব? চলে যাবে?

সারঙ্গী অত্যন্ত আহত হল। বলল আমি ত ওকে বিশ্বাস করি। ও আমাকে ধাক্কা মারত না। ওকে তাড়া মারলে সেও অন্যায় হত। ওর মনে মানুষ বিষয়ে একটা অবিশ্বাস এসে যেত।

সে কি!

কেন?

সাপ কি বিছে দেখলে কি করবেন?

সারঙ্গী হেসে বলল, সেজন্যে ভাববেন না। মিশন কলোনি গড়ার সময়ে নিয়মিত চার দিকে ওষুধ দেওয়া হত, এখনো হয়। সাপ বা বিছে আছে ওই-সব গ্রামে।

কি বলছিলেন?

এই আদিবাসীরা ত সব পাচ্ছে। ওদের আখড়ায় নাচ-গান করবার ব্যবস্থাও আছে। ওদের পরব করার ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ, আদিবাসী

জীবনের সব আনন্দ ওরা পায়। মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে যাওয়া হয় গাড়ি করে দূরে দূরে, অন্যান্য মিশন কলোনিতে। তাতেই ওরা বেরতে পারে না বলে মনে কোনো দুঃখ নেই।

মদের ব্যবস্থা আছে?

না। মদ কেন খাবে বলুন?

ওরা এত চুপচাপ কেন? আদিবাসীরা কত হাসে, কথা বলে, গান গেয়ে কাজ করে।

ও, ওদের মধ্যে এখন সে বোধ এসেছে। কাজের সময়ে কাজ। কথার সময়ে কথা।

প্রতিটি পরিবারের মোটামুটি সাজানো বাড়ি। হরিরামের চোখে সবই খুব অবাস্তব লাগছিল।

এখানে দরকার কি কি?

আমার ইশকুলে আসুন।

এ রকম ঝকঝকে ও রঙিন ইশকুল-বাড়িতে কখনো ঢোকে নি হরিরাম। দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বলল, দেখেছেন? সব পুরনো হয়ে গেছে। নতুন ম্যাপ, নতুন চার্ট, নতুন নতুন ছবি চাই। আর ছবি আঁকার জিনিসপত্র। ছয় মাস হল কিছু বদলানো হয়নি। ভালো লাগছে না।

সমগ্র ব্যাপারটি হরিরামের কাছে আরো অবাস্তব মনে হয়। সে বলে, নিশ্চয়।

চলুন, হেলথ ইউনিটে।

যেহেতু চিকিৎসাকেন্দ্র, সেহেতু মোটা কাচের দেওয়ালে ঘেরা ঘর। কাচের বাইরে মোটা গ্রীল।

এ রকম কড়াকড়ি কেন?

ডাক্তার মোদী বাঁকা হেসে বলে, চার পাশে কতকগুলো নোংরা গ্রাম। রাজ্যের অসুখের ডিপো। কড়াকড়িটা বাতাসে বাহিত সংক্রমণের বিরুদ্ধে। যাদের ঠেকাতে সাবধান হচ্ছি, তারা বোঝে না। তারা

এসে ঠিকই ডাকাডাকি করে। যাদের জন্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তারাই কি বোঝে? তারাও বলে, অনেক ত ওষুধ। ওদের দাও।
আপনারা দেন না নিশ্চয়ই।
ওদের প্রধান রোগ অনাহার। তার পর রোগের যেন শেষ নেই। ওদের সমস্ত জীবনযাত্রা বদলে দিতে না পারলে ওষুধ দিয়ে কি লাভ?
লাভ নেই ?
মড়ক লাগলে-টাগলে যাই। আর আমাকে এখানে রাখা হয়েছে এই মিশন-কলোনির লোকজনকে দেখার জন্যে। আমি কি করে সমস্ত অঞ্চলকে দেখব?
না না, তা বলি নি।
এখন কাজের কথা বলি। এক্স্-রে, রক্ত পরীক্ষা, এ-সব ব্যবস্থা এখানে হওয়াই দরকার। প্রত্যেকটা দরকারে কি বাইরে ছোটা যায়? ওষুধ-টষুধও নতুন আনা দরকার।
ওগুলো ?
ব্যবহারেই লাগল না।
সময় চলে গেছে? আর কাজে লাগবে না?
ধরুন কোনো-কোনোটার গায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাবে, যে সেগুলো আরো চার-ছ মাস চলবে। নতুন ওষুধ ত অনেক বেশি দিন রাখতে পারব।
আপনি একটা ফর্দ করে ফেলুন। একটা কথা দিতে হবে, যা বরবাদ করবেন, সব আমায় দেবেন।
সেগুলো ত অন্যান্য জায়গায়—
আমায় দেবেন। আজ বিকেলেই।
হরিরাম সারঙ্গীকে বলে, আমি একটু হেঁটে আসছি।
আশপাশটা ঘুরে দেখি।
ঘুরে আসুন। দূরে যাবেন না যেন।
না না।

সঙ্গে যাব?
কি যে বলেন।

বেরিয়ে এসে জঙ্গল বেড় দিয়ে গন্ধে গন্ধে হরিরাম ঠিক চলে যায় পুরান্দা। তেঁতুলগাছের জঙ্গল শুরু হয়। ডালে ডালে বাঁদর লাফালাফি করে। এখন কানে ভেসে আসে কান্না। কান্নার বিলাপধ্বনিতে মিশন-কলোনির অবাস্তব অলীকতা দূরে যায়। পুরান্দা গ্রামটি আসে কাছে। বাস্তব হয়। এই কান্না হরিরাম আগেও শুনেছে।

সচদেবকে ও দেখে গ্রামের বাইরেই। সচদেবের মুখে-চোখে এখন কোনো প্রতিরোধ নেই।

হরিরাম বলে, মারা গেল?

হ্যাঁ।

সচদেব ওর দিকে তাকায়। বলে, আপনি?

খাবার জল ফোটাচ্ছে?

কেন ফোটাবে? ঝর্ণার জল কত সুন্দর!—ব্যঙ্গ করতে গিয়ে সচদেব মাথা নাড়ে, খেতে পাচ্ছে না।

আপনি আজ আছেন?

হ্যাঁ।

কাল সকালে ত অবশ্যই, নইলে আজ রাতেই আমি কিছু ওষুধ, বেবি ফুড, জল বিশুদ্ধ করার ওষুধ নিয়ে আসব। কাল নিশ্চয় আসছি। আপাতত অসুস্থ বাচ্চাদের আলাদা করে ফেলুন। ওদের মা কাছে থাকলে এটা-সেটা খেতে দেবেই।

আপনি না মিশনে এসেছেন?

তাতে কি?

মিশনের লোক হয়ে এখানে কেন এসেছেন? আপনার খোঁজে যদি ওরা কেউ আসে?

না না। আসবে না। হরিরাম ব্যাখ্যা করে, ওদের ত বাইরের ছোঁয়াচ লাগার ভয় ভীষণ।

বাইরের, না আমাদের ?

আপনাদের।

চলুন এখান থেকে।

সচদেব ওকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটায়। তার পর বলে, ব্যাপার কি ? আপনি ওদের এজেন্ট ?

হরিরাম নিজের কথা সবই বলে। সব শুনে সচদেব বলে, হয় আপনি আকাট উজবক, নয় মহামূর্খ।

কেন ?

এ-সব মিশনের উদ্দেশ্য কি, তা বোঝেন না ?

এ আপনি কি বলছেন। আমি ত মিশনের দয়া ছাড়া বাঁচতাম না। সে ত বললাম।

এই মিশন। এই ডুওয়েল মিশন। ডুওয়েল মানে ভালো করো। এরা কার ভালো করছে ? কেন বনে-জঙ্গলে পড়ে আছে ?

দেখুন সচদেবজি, আমি আসছি একটা ছোট গেঁয়ো মিশন থেকে। মাহাতো নাম দিয়েছে, কিন্তু আদিবাসীই হব। এরা পাঠিয়েছে, তাই এসেছি। আমি এত কথা জানি না। এরা নতুন ওষুধ চায়। দেব। ভালো ভালো ওষুধ সব ফেলে দেব ? তাই নিয়ে আসব। এই ত কথা।

কিন্তু কেন, কেন, কেন ?

তার মানে ?

আপনি ত জানেন আমি কে, এরা কারা।

যখন গাড়িতে উঠাই তখনো জানতাম। উঠালাম। এখনো জানি। আর এও জানি ভুখা-রাঁকা মানুষের এনটারোকোলাইটিস হলে কী ভাবে মরে।

আপনি ত আমাদের কাজে বিশ্বাস করেন না।

আমি কে, সচদেবজি ? আমাকে কেন হিসাবে আনছেন ? আপনি সাচাই লোক, ভালো কাজ করছেন, বাস।

পুরান্দায় পুলিশ-হাঙ্গামা হলে জানব আপনি পুলিশ এনেছেন, আর আপনার জান খতম করে দেব।

বেশ ত। দেবেন।

হরিরাম হাসে। বলে, আমার জান নিয়ে নিলে যদি আপনার কোনো কাজ হয়—

হঠাৎ জামার বোতাম খুলে দেয় হরিরাম। বলে, নিয়ে নিন জান। কি হল, চুপ করে গেলেন কেন? মারুন।

সচদেব বলে, জামার বোতাম আটকান। ওষুধ তাড়াতাড়ি আনবেন। ওষুধ দরকার। কিন্তু আপনি পাগল।

আমি পাগল হই, ওদের এজেন্ট হই, বদমাশ হই, ওষুধ ত ওষুধই থাকবে। আমার হাতে পড়লে বিষ ত হবে না।

কিন্তু কেন?

এমনি। আমাকে পাঠানো হয়েছে ওদের কি দরকার তা দেখার জন্যে। আমি ত ওদের দরকার কিছু দেখলাম না।

সেইজন্যেই?

আপনারা সাচাই মানুষ না? আমি চলি। কিন্তু আপনার হিশাবে আমি পাগল। কারো হিশাবে আপনি আর সোহনলালও পাগল। কেননা, আপনারা এদের ভালো করার জন্যে পড়ে আছেন।

সচদেব হঠাৎ হাসে। ওকে খুব কাছের মানুষ মনে হয়। ও বলে, আমরা জানি আমরা কি করছি। তার পরিণাম কি হতে পারে। আপনি জানেন না। হয়ত আপনি মানুষ ভালো। কিন্তু ব্যক্তিমানুষ হিশেবে ভালো হলেই হয় না। আপনার সব জানা নেই বলে, অজান্তে আপনি অন্যের অনিষ্টও ঘটাতে পারেন।

সচদেবজি, দুটো লাইন পাশাপাশি ছুটছি, আমরা কোথাও মিলতে পারছি না।

জল-শোধনের বড়ি আনবেন।

এ কথা বলতেই হবে, হরিরাম অত্যন্ত মালিকানা ফলিয়ে কাজকর্ম করে

মিশনে এসে। স্নানের পর দুপুরের খাওয়া। তার পরই ও ডাক্তার মোদীকে বলে, চলুন ডাক্তার।

কি করব ?

সাফ করুন দেয়াল আলমারি ; ফ্রিজ।

তার পর ?

কাল আমি যাচ্ছি। সব পাবেন।

সারঙ্গী খুব উত্তেজিত হয়। বলে, ডাক্তার রেগে যাচ্ছে কিন্তু। আমার খুব মজা লাগছে।

কেন ?

সারঙ্গী ওকে বাইরে টেনে এনে ফিশফিশ করে বলে, বন্নো, আমাদের রান্নাঘরের ঝি, ওর বোন থাকে ওই গ্রামে। বন্নো লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।

আপনি ত সেখানেই দেবেন ওষুধ।

সকালে ত এ ভাবে কথা বলেন নি।

ভয় করে।

দুটো বড় ব্যাগ চাই যে।

দিচ্ছি।

এতেও মজা পায় সারঙ্গী! মুখে আঁচল গুঁজে হাসি চেপে ছুটে চলে যায়। এনে দেয় দুটো ব্যাগ।

হরিরাম ব্যাগ-দুটো নিয়ে ঢুকে যায়। ডাক্তার মোদীকে অত্যন্ত ঘাবড়ে দিয়ে নিতে থাকে হরলিক্স, বেবিফুড, নিউট্রি নাগেট, বার্লি, ওষুধ, চোখের লোশন, দাঁতের লোশন, তুলো, ব্যাণ্ডেজ, জলশোধনের বড়ি। দুটো ব্যাগ ভরে ওঠে।

এগুলো কোথায় যাবে ?

আপনি কাল সব পেয়ে যাবেন। আঃ, ডেটলই ফেলে যাচ্ছিলাম। ওটা কি ? দিন দিন। সাপের ভয় ওখানেও।

একটি টর্চ ভরে নেয় ব্যাগে হরিরাম। হাত ধোবার সাবানগোলা নেয়।

তার পর সারঙ্গীকে বলে, কাল আসতে পারি

কেন ?

যদি রাত হয়ে যায় ?

তবু ফিরবেন।

দেখি।

দরজায় সান্ত্রী আছে, খুলে দেবে।

হরিরাম রওনা হয় পুরান্দার দিকে। সে ভালো করেই বোঝে, এজন্যে ডেভিড রাগ করবে না, করতে পারে না। ডাক্তার মোদী বেজায় বড়লোকের ডাক্তার বনে গেছে। ওষুধ এখনো ছ মাস চলবে, নতুন ওষুধ চাই। ওখানে জিনিসগুলো পচবে—

হরিরাম পৌঁছে যায় এক সময়ে। সচদেব ওর হাত থেকে ব্যাগদুটো নেয়। গোঁড় পুরুষ ও নারীরা ভিড় করে এসেছে। ওরা উত্তেজিত গলায় কথা বলে। সচদেব জিনিসগুলি সাজায় মাটিতে। বলে, হাসপাতালের কটেজটা রেখে এলেন কেন ? তুলে আনলেই পারতেন।

কেস কয়টা ?

উনিশটা। এবার বেঁচে যাবে। ওই বাচ্চাটা···

বেঁচে যাবে, বেঁচে যাবে। একটা ঘরে রেখেছেন ত ?

হ্যাঁ।

বলুন কাকে কাকে ইনজেকশন দিতে হবে। আপনি ওদের খাবার জলে এই ট্যাবলেটগুলো ফেলুন। জল গরম করতে বলুন। ছোটদের পাতলা করে বেবিফুড দিন, হরলিক্স এনেছি।

হেমা আর কালানা আপনার সঙ্গে থাকুক। ওরা এ-সব কাজে আমায় সহায়তা করেছে আগে। আমি অন্য কাজগুলো দেখি। আপনি ওদের ভাষা বুঝবেন না।

রাত আটটা নাগাদ একটা পর্ব সমাপ্ত হয়। সচদেব বলে, চলুন, এগিয়ে দিই আপনাকে।

হাঁটতে থাকে ওরা। হরিরাম বলে, 'আয়রন ওর ওয়েজ বোর্ড'-এর

মজুরিও ত দিন বারো টাকা।

খাতায় তাই।

তাতেও এই অবস্থা?

তাতেও। ঠিকাদাররা মেরে দেয়।

করজ কাটে?

হ্যাঁ।

এখন কি হবে?

ভিলাই হল ভারত সরকারের দেখাবার জিনিস। ভিলাই কি বন্ধ হয়ে যাবে? যে কোনোদিন হরতাল মিটল বলে।

তার পর?

ঠিকাদারদের কোমর ভেঙে দিয়েছি। 'স্টীল ওর ওয়েজ বোর্ড'-এর মজুরি দিতে হবে।

বাঃ।

ও ত কিছুই নয়।

তার পর?

'তার পর' নয়, তার সঙ্গে। চম্পাতে মেকানাইজড মাইন হবার ব্যাপার ইন্দিরাজী ঠিক করে গেছেন। তার পরে ত এল এই সরকার। সে মাইন হলে দশ হাজার মজুর বসে যাবে। তা বন্ধ করতে হবে। নতুন নিয়মে মজুরি দেবার কথা সরকার আমাদের ইউনিয়নের সঙ্গে লিখে পাকা করবে, বোধ হয় করে ফেলেছে।

আর কি?

এই রকম সব গ্রাম থেকে আদিবাসী সব মজুর যায় তাদের জমিজমা সব ঠিকাদারদের হাতে। শালারা লোহা খনিতে কুলির ঠিকাদার, জঙ্গলের ঠিকাদার। সরকারের জামাই সব। কোনো করজ শোধ দেবে না আদিবাসীরা, জমি ফেরৎ দিতে হবে। জমি নিয়েছে বেআইনে। নইলে ঘরবাড়ি ছাড়া করেছি ঠিকাদারদের, জীবনে ফিরতে হবে না।

আর কি?

দেখতেই পাচ্ছেন। এদের জন্যে হাসপাতাল চাই, ইশকুল চাই, অনেক চাই। শুধু খনিমজদুর-লড়াইয়ে আদিবাসীর লড়াই শেষ হবে না। জমি চাই। জমি নিয়ে শালারা আদিবাসীদের ওদের মুখচাওয়া করে রেখে দেয়। কয়েক লক্ষ আদিবাসী। কতজন বিন্ধারা মাইনসে মজদুর? অন্যরা এদের খেত-মজদুরি, জঙ্গলে গাছকাটাই, এ-সব কাজের ভরসায় মরে।

অনেক কাজ।

অনেক কাজ, হরিরামজি। বাচ্চাদের ক দিনের জন্যে বাঁচালেন, অনেক করলেন।

কালও করব।

মিশনটা তুলে আনবেন না, দোহাই আপনার। হজম করতে পারব না। বড় টেঁটিহা মিশন। কিন্তু আপনার কাজ দেখে খুব খুশি হয়েছি। এই হল পাকাহাতের কাজ।

পরদিন হরিরাম মিরজাকে নিয়ে গাড়িতে ওষুধপত্র আনতে যায়। বিন্ধারা টাউনে কেনে চাল-ডাল-লবণ-গুড়। ডাক্তার মোদীর ওষুধ। মিরজা একটা কথাও বলে না কেনাকাটার সময়ে। ফেরার সময়ে বলে, পাগল হয়ে গেছেন আপনি।

কেন, মিরজা?

এ রকম করবেন না হরিরামজি।

কি হল তোমার?

মিশন থেকে তাড়িয়ে দেবে আপনাকে।

বারান্দা থেকে যাব আমি।

হরিরামজি! আপনি বড় মানুষ, আমি ছোট মানুষ। কিন্তু একটা কথা বলি।

বল না।

হরদেবজিরা আপনাকে নেবে না।

নেবে না!

না। দেখবেন।

হরিরাম জিনিসগুলি নিয়ে নেমে যায়। মিরজাকে বলে, তুমি যাও আমি খবর দিয়ে আসি। ওরা নিয়ে যাবে।

মিরজা বলে, কি করব, আমি ত পাহারা দিতে পারব না। যান আপনি এখানে কোনো চোর-ডাকু নেই।

হরিরাম প্রায় দৌড়ে যায়। বস্তাগুলি দেখে সচদেব গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, ভালো, খুব ভালো।

তার পর বলে, চলুন আমার ঘরে।

কালকের রোগীরা কেমন আছে ?

ভালো। বেঁচে যাবে।

হেমালা ও কালমুনিকে কি যেন নির্দেশ দেয় সচদেব। হরিরামকে বলে, এগুলো রেশন করে বেটে দিতে হবে।

আগে দেবেন না ?

দেব ?

সচদেবের ঘরে জঙ্গলের গাছকাটা খুঁটির ওপর তক্তা ফেলা। সচদেব বসে, হরিরামকে বসতে বলে।

আপনি মিশনের টাকা খরচ করেছেন।

তা ত করেইছি।

হিসেব দিতে হবে না ?

না। ডেভিড আমাকে ত টাকা আমার বিচার-বিবেচনা মতে খরচ করার স্বাধীনতা দিয়েইছিল। আমার বিবেচনায় মনে হল পুরান্দা গ্রামে আদিবাসীদের দরকার অনেক বেশি। আর ডেভিড আপনাদের কথা আমা' বলেছে সবই !

কি বলেছে ?

হরিরাম সব বলে যায়। শুনতে শুনতে সচদেব যেন বদলে যেতে থা মুখে ফুটে ওঠে স্মিত হাসি।

আপনাকে তাড়িয়ে দেবে ওরা।

আমি এখানে চলে আসব।

কেন? আপনাদের কাজ করব।

আপনার কি মনে হচ্ছে? কি আমাদের কাজ?

এদের ভালাইয়ের কাজ।

না। ভালো করব, কিন্তু—

গ্রামের মানুষদের ভালাই—

আপনি করবেন? কি করে? মজদুর ইউনিয়নের হরতাল মিটল বলে।

সেখানে যা যা করব, সে আলাদা।

গ্রামে, সচদেবজি, গ্রামে?

এদের জমি ফিরে দেব।

সেও ত কাজ।

ঠিকাদারদের কাছ থেকে জমি আদায় করা যত মুশকিল, তত মুশকিল দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে জোতদারের কাছ থেকে আদিবাসীলোকের জমি আদায় করা।

তা হলে?

তখন লড়ে নিতে হবে। হাঁ লড়াই। ভীষণ লড়াই। গুলি চলবে, লাশ পড়বে, সব দু-পক্ষে। তবু লড়াই চলবে। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ কি সাধে রেখেছি? এখন বুঝতে পারছেন, কোনো জায়গাতেই আপনি আমাদের কাজে লাগছেন না? বুঝেছেন? বুঝেছেন? কি মজদুর ইউনিয়ন গড়তে, কি গ্রামে কাজ করতে, আমরা একটা রাজনীতিক আদর্শ মেনে চলছি। যাকে বলে—

হিংসার রাজনীতি?

ওরা বলে। আমরা বলি, গরিবের বাঁচার রাজনীতি। গরিবকে মানুষের মতো বাঁচতে দেবার রাজনীতি। আপনি কি করবেন? আপনাকে দিয়ে আমরা কি করব? আপনি হয়ত বুঝলেনই না কি বললাম।

হরিরাম কিছুক্ষণ ধরে আঘাত সামলায়। সচদেব তাকে একেবারে বরবাদ করে দিচ্ছে, একেবারে। তার পর বলে, বুঝেছি।

কি বুঝলেন ?

দিলীপও বলত এ রকম কথা।

দিলীপ কে ?

আমার কলেজের বন্ধু।

দিলীপের কথা বলে হরিরাম। তারপর বলে, তারপরেও আমাকে মিশনে ফিরতে হয়েছিল। আর ধরার সময়ে—

আবার বলে হরিরাম। সচদেব বলে, হরিরামজি! আমি এখন বুঝছি। কেন এই মিশন আপনাকে এনেছে।

কেন ?

বোঝাবার সময় এখনো হয়নি। সময় নেইও। যদি কোনোদিন মিশন ছেড়ে বেরতে পারেন, তখন দেখা যাবে।

আপনারা ওদের নিয়ে লড়বেন কি করে ?

সেজন্যে ওদের মধ্যে থাকতে হবে। একদিনে হবার নয়। অনেক অনেক দিনের কাজ।

আপনারা ত দুজন।

না। বিন্ধারায় আমরা কয়েক হাজার। আর এই জঙ্গলের হিসাবে আমরা এক লক্ষের বেশি। যখন ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ভাববেন কখনো, যাকে বলে ম্যান-পাওয়ার, নগণ্য মনে করবেন না। এই-সব মানুষই শক্তি।

হরিরাম বলে, কি বললেন ?

এই সব মানুষই শক্তি।

হরিরাম মাথা নাড়ে। তারপর বলে, মিশনের টাকা খরচ করেছি যখন, করেইছি। যা হবে তা হবে।—হঠাৎ হাসে ও। বলে, তবু এ মিশন আমাকে এখানে না পাঠালে আপনার সঙ্গে দেখা হত না। আমি চলি।

চলুন, এগিয়ে দিই।

আমি যেতে পারব।

চলুন।

চলতে চলতে সচদেব বলে, মিশন ছাড়ার কথা নিজের মনে হলে তবে ছাড়বেন।
আপনার কথায় ছাড়ব না, এই বলছেন?
আমি? আমি আর আপনি কি পরস্পরকে চিনি নাকি?—সচদেব অত্যন্ত আন্তরিকতায় হরিরামের গায়ে হাত রেখে বলে, হরিরামজি! এর পরে আমি আর আপনি পরস্পরকে পথে দেখলে চিনব না। তাতে আপনার ভালো, আমার ভালো। আর, কাল থেকে এখানে আসবেন না।
আসব না!
না। আপনি নিশ্চয় চান না, আপনার খোঁজ নেবার অছিলায় পুলিশ আসুক। মেয়েদের ওপর হামলা করুক।
না, তা চাই না।
তবু সচদেব হরিরামকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। তা বোঝা যায় পরদিন। পরদিন হরিরাম অত্যন্ত মনমরা ও অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। সারঙ্গী ওকে নিয়ে যায় পোলট্রি দেখাতে, এবং নিচু গলায় বলে, এখানে থাকুন। বন্নো থাকতে বলেছে।
বন্নো?
রান্নাঘরের ঝি। বন্নো রান্নাঘরের দিক থেকে দুটি সবুজ বালতি নিয়ে আসে ও পালং, ডাল-সিদ্ধ, আরো কি কি মেশানো সুষম খাদ্য এনে মুরগিদের দেয়। তারপর মুখ না তুলেই হিন্দিতে বলে, পুরান্দা থেকে সবাই চলে গেছে কাল রাতে।
সবাই?
পুরুষরা। হরতাল মিটে গেছে।
বালতি দুটি নিয়ে ও চলে যায়। হরিরাম বোঝে, কালই কোনো খবর এসে থাকবে। হরতাল ত মেটারই কথা ছিল। সচদেবরা চলে গেছে তবে। কোথায় একটা শূন্যতা বোধ।
এ সময়েই ও শোনে জিপের শব্দ। দেখে পুলিশের জিপ। মিশন দূরে

রেখে জিপটি ঘুরে গেল।

পুলিশ?—হরিরামের মুখ শাদা হয়ে যায়।

সারঙ্গী শান্ত চোখ তুলে সবিস্ময়ে বলে, পুলিশ ত আসেই। মাঝে মাঝেই আসে।

কেন?

ঠিকাদাররা ত কম্যুনিস্টদের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ওদের বাড়ি আছে না কাছাকাছি সব গ্রামে? সেগুলো পাহারা দেয় পুলিশ।

ওদিকে গেল?

পুরান্দা গেল বোধ হয়।

কেন?

মুরগি থাকলে নেবে। নিলেই ওরা চেঁচায়। গ্রামের মেয়েরা। এখনি শুনবেন।

সারঙ্গীর মুখে-চোখে চাপা উত্তেজনা। হরিরামের মনে পড়ে, ও পুরান্দায় ওষুধপত্র নিয়ে যাবে শুনেও সারঙ্গী উত্তেজিত হয়েছিল। খুশি। আজও হয়েছে। ওর জীবনের দৈনন্দিনতাতে যাতে বৈচিত্র্য আসে, তাতেই ও খুশি হয়? দুঃস্থ ও দুর্গতদের ওষুধ দিলেও খুশি। পুলিশ মুরগি কেড়ে নিলে গরিব গ্রামীণ মেয়েরা চেঁচিয়ে কাঁদবে, তাতেও ও খুশি। সারঙ্গীও মিশনের তৈরি মানুষ।

হরিরামের মনে হয়, সারঙ্গীর তরুণ মুখচোখের মতো অমানুষী কিছু সে দেখেনি।

এই সময়ে শোনা যায় আর্ত হাহাকার। জঙ্গলের নৈঃশব্দ্যে শব্দ বড় স্পষ্ট হয়ে বাজে কানে। হরিরাম চমক ভেঙে সেদিকে মুখ ফেরায়। তার পর ছুটে যায়।

কোথায় যাচ্ছেন?

হরিরাম শোনে না। গেটের শান্ত্রী হতবাক। হরিরাম বেরিয়ে এসে ছুটতে থাকে। প্রায় ছুটে ও পুরান্দা পৌঁছয়। দুজন কনস্টেবল, একজন সেপাই। কয়েকজন মেয়ে ও বৃদ্ধা মাঝে একটি চালের বস্তা। দু পক্ষে

কথা চলছে।

কি হয়েছে ?

কনস্টেবল বলে, আপনি কে ?

কি হয়েছে ? এদের ওপর হামলা করছ কেন ?

চাল চুরি করে বলছে, মিশনের বাবু দিয়েছে।

হরিরাম চেঁচিয়ে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মিশনের লোক, আমি দিয়েছি। আমি দিয়েছি, বুঝলে ?

এরা হরতালী ইউনিয়নের···

হরতাল মিটে গেছে। তোমরা এখানে এসে কোন্ এক্তিয়ারে হামলা করছ ? যাও, এখনি যাও।

পুলিশের লোকরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ও চলে যায়। হরিরাম বস্তাটি তুলতে যায়। বৃদ্ধা ওর হাত ধরে। টেনে কি যেন দেখাতে চায়। হরিরাম সঙ্গে যায়। একটি ঘরের মেঝেতে পাটাতন। বৃদ্ধার নির্দেশে হরিরাম পাটাতন তোলে। বেশ বড়সড় চৌকো গর্ত। সেখানে আরো দুটি বস্তা। হরলিক্স, বেবিফুড। হরিরাম ঘাড় হেলায়। বস্তাটি এনে সেখানে রাখে। পাটাতনগুলি চাপা দেয়। তার পর বেরিয়ে আসে। ফেরার সময় সচদেবের ওপর ওর রাগ হয়। এ রকম পরিস্থিতি আগে হয়েছে, এখনো হল। পুরুষদের কারো কারো থাকা উচিত ছিল।

এর ঠিক চারদিনের মাথায় ডেভিডের এত্তেলা পেয়ে হরিরামকে চলে যেতে হয় বোম্বাই।

২.

ডেভিড কিছুই বলে না হরিরামকে। দুর্বোধ্য চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ তারপর বলে, বলো।

কি বলব ?

তুমি বদলে গেছ।

এত অল্প দিনে ?

কিরকম লাগল মহুগড় ?

আদর্শ গ্রাম। গ্রাম ?

তবে কি ? শহর ?

মিশন-কলোনি।

ও।

গ্রাম ভালো লেগেছে।

গ্রাম ?

পুরান্দা।

কেন ?

পুরান্দা আমার চেনা জানা গ্রামের মতো।

কি রকম ?—ডেভিড খুব কাছে এসে কথা বলে। টেবিলের ওপারেই বসে থাকে ডেভিড। কিন্তু হরিরামকে জানার আকুলতায় কাছে চলে আসে খুব। একটু আগে যে কফি খেয়েছে তা শান্ত করে দেয় হরিরামকে, নিরস্ত্র, ক্লান্ত।

পুরান্দা আমার চেনাজানা গ্রামের মতো। পুরান্দাতে যাবার পথে বাঁদর লাফালাফি করছিল তেঁতুল গাছের ডালে। তেঁতুল গাছ দেখে আমার বুক জুড়িয়ে যায়। কেন জান ? তেঁতুল ফল ত নিশ্চয় খায় আদিবাসীরা গ্রামের মানুষ। কিন্তু শুধু শাঁস নয়, আকালে তেঁতুলবিচিও খায়। তেঁতুলপাতার ঝোল খায়, বড় ভালো গাছ।

বল হরিরাম।

পুরান্দা আমার চেনাজানা গ্রামের মতো। ঢোকার আগেই শুনেছিলাম কান্না। মা কাঁদছে ছেলে মরেছে বলে। চেনা কান্না। বাচ্চাটা মরে এনটারোকোলাইটিসে। চেনা অসুখ। অনেকের হয়েছিল। ভুখা আর রাঁকা মানুষ এনটারোকোলাইটিস হলে তাড়াতাড়ি মরে। শরীরে কিছু থাকে না।

কত জনের অসুখ হয়েছিল ?

অনেক।

বড়দের ?   না ছোটদের ?

পুরান্দা আমার চেনাজানা গ্রামের মতো। বাড়িগুলো ভাঙাচোরা, কাদার গাঁথনি ভেঙে পড়ছে, ছিল না শুয়োর-মুরগি-ছাগলের চেনাডাক। চেনা গন্ধ। সব ওরা বেচে খেয়েছে, নয় তুলে নিয়ে গেছে যারা নিয়ে যায়।

কারা নিয়ে যায় ?

কেন, পুলিশ ?

পুলিশ কেন পুরান্দা থেকে মুরগি নিয়ে যায় ?

এর আর 'কেন' কি ? এটা ত ছোটবেলার সেই প্রথম অঙ্ক শেখা। দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়। আদিবাসী বা অচ্ছুত গ্রামে যদি মুরগি শুয়োর-ছাগল থাকে, আর কাছাকাছি পুলিশ-চৌকি থাকে, পুলিশ নেবেই নেবে।

কাছাকাছি পুলিশ-চৌকি কেন ?

মিশনে সারঙ্গী বলল,—ঠিকাদারদের বাড়ি পাহারা দেয়।

পুরান্দাতে আর কি করেছিলে ?

তুমি ত জান।

তুমিই বল।

ওষুধ···বেবিফুড···চাল···ডাল···

সচদেবকে দেখেছিলে ?

না।

তার সহকর্মীদের কারুকে ?

না।

সত্যি বলছ ?

না।

তা হলে দেখেছিলে ?

না। না-না-না—কেন ছেলেমানুষি করছ। তুমি বিশ্বাস করেছিলে তোমার বিশ্বাস আমি রাখতে পারি নি। আমাকে মিশন থেকে বের করে দাও।

ডেভিড সে কথা শুনতেই পায় না। বলে, সচদেব! না, সচদেব আর সোহনলালকে শ্রদ্ধা করতেই হয়।

হঠাৎ?

ও রকম একটা হরতালে জেতা সোজা কথা নয়। যারা করত হিংসার রাজনীতি, তারা করছে সংগঠনের কাজ।

জানি না।

জান না হরিরাম? কিছু জান না? এখন কি করবে সচদেব আর সোহনলাল? গ্রামে গ্রামে কেল্লা গড়বে না? জমির লড়াই লড়বে না? তুমি ত জান সব।

ডেভিড, দোহাই তোমার চুপ কর। তুমি নিজে গিয়ে জেনে নাও না কেন যা জানতে চাও?

হরিরাম, সব জেনেছ তুমি, বলছ না।

কি জানার আছে বল? বাচ্চাদের হয়েছিল এনটারোকোলাইটিস। তাদের দিই ওষুধ, ইনজেকশান। কোন্ ওষুধ? ছ-মাস ব্যবহার করা চলবে, ডাক্তার মোদী বরবাদ করে দিচ্ছিল। হরলিক্স, বেবিফুড। বড়দের পেটে অন্ন ছিল না, তাই চাল কিনে দিই। আমার মনে হয়, সব তুমি জান।

হরিরাম, আমি গর্বিত।

কেন?

দুর্গত মানুষদের দেখে তুমি এ-সব কাজ করেছ।

ওরা করে না কেন?

কারা?

মিশনের লোকেরা?

জানে না।

কেন জানে না? পুরান্দা ত দূরে নয়।

সে কথা থাক। একটা কথা বল। মিশন-কলোনি, বা মহুগড়ের কি প্রয়োজন, তা দেখতে বলেছিলাম তোমাকে।

দেখে এসেছি।

কি দেখলে? লিখে দিও।

মুখেই বলছি। সবচেয়ে আগে দরকার, কাঁটাতারের বেড়া আর ফটকের পাহারা তুলে মিশনের দরজা খুলে রাখা সকলের জন্য। এর চেয়ে আমাদের দেহাতী মিশন আর কালো চামড়ার মিশনারীরা ভালো। গ্রামগুলোর দরকারে সাড়া দেয়।

ওই-সব ধর্মীয় মিশনগুলো ক্ষতিকর।

তোমরা ভালো। বেশ। তার পর দরকার গ্রামগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখা। চার দিকে জঙ্গল, হতগরিব গ্রাম, তার মধ্যে ঠিকাদারের চারতলা বাড়ির মতোই কুৎসিত তোমাদের আদর্শ গ্রাম। কি রকম সফল মিশন তোমাদের? ডাক্তার কথা বলে অমানবিক বর্বরের মতো? আদিবাসী মেয়েমরদ হাসে না, গান গায় না? আসলে কারো কিছু করার নেই মহুগড়ে। খাওয়া ছাড়া। তোমরা কি আদিবাসীদের মধ্যে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরি করছ?

কিছুই বোঝ নি তুমি।

ঠিকই বুঝেছি। আর, সারঙ্গীকে সুযোগ দেওয়া দরকার। বিয়েটিয়ে করে ওর স্বাভাবিক জীবনে যাওয়া দরকার।

তুমি বিয়ে করবে?

মাপ করো। ওকে?

হরিরাম, সব কিছুর পরও বলব, তুমি যা করেছ তাতে আমি খুব খুশি।

মিশনের কি লাভ হল?

হয়েছে!

তোমাদের টাকা…

ফেরত ত এনেছ অনেক। শুধু…

কি?

পুলিশের সঙ্গে কি হয়েছিল বল ত?

পুলিশ চাল নিয়ে নিচ্ছিল।

এই ত হয়। হিংসার বদলে হিংসা বেড়ে চলে।

এক্ষেত্রে হিংসা দেখলে কোন্ পক্ষে?

আহা-হা। আমি গ্রামের লোকদের কথাও বলছি না। পুলিশের কথাও বলছি না। আসলে তেমন একটা জায়গায় পৌঁছনো দরকার, যখন পুলিশকে হাতিয়ার ধরতে হবে না।

তাহলে মহুগড়ে শাস্ত্রীরা অস্ত্র রাখে কেন?

এখনো ত সে প্রার্থিত সময় আসে নি।

এখন আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ ত?

কি যে বলো। আজ তুমি বিশ্রাম করো। সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় পাঠাব তোমাকে।

তোমাদের কোনো মডেল গ্রামে নয়।

হরিরাম চলে যায়। রোবার্তো ঢোকে।

আমরা হরিরামকে নিয়ে এত ভাবছি কেন?

হরিরাম আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়।

কেমন করে?

ওকে দিয়ে সব কাজই হয়েছে।

যেমন?

আমরা জানি, ও সচদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সচদেব নিশ্চয় ও গ্রামে ছিল। ও বলছে না, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে সচদেবদের কোনো গ্রামকেন্দ্রিক কর্মসুচি আছে।

তা হলে?

ও কয়েকটা দরকারী প্রস্তাব করেছে। সেগুলো খারাপ নয়, না, একেবারেই খারাপ নয়। ওখান থেকে মোদীকে সরাব, মিশন ওঠাব, ওই ঘরদোরে হোক হাসপাতাল। পাবলিকের জন্যে। মার্গারেটদের ইউনিটটা সে হাসপাতাল চালাবে। নিয়মিত গ্রামে গ্রামে ঘোরা সবিশেষ দরকার। খারাপ বলে নি ও।

তার মানে?

এও একটা পরীক্ষা চালাবার ব্যাপার।

হরিরামকে পাঠাও-না।

না। ও পুলিশের সঙ্গে খটমট বাধিয়েছে।

ও কোথায় যাবে ?

পিপলছাঁও। বিহার।

রামানুজের কাছে ?

হ্যাঁ।

আমি তোমার ব্রিফিং শুনব।

শুনো ?

পরদিন হরিরাম, রোবার্তো, শার্লোত ও দেশাই নামে অত্যন্ত রাগী চেহারার এক যুবক বসে টেবিল ঘিরে। ডেভিড বসে একটু দূরে। টেবিলে থাকে কফি, কাজু, বিস্কিট। সবই হরিরামদের জন্যে। ডেভিড শুধু জল খায় মাঝে মাঝে।

ডেভিড প্রথমেই বলে নেয়, হরিরাম—এ হল পবিত্র দেশাই। দেশাই মিশনের আদর্শে প্রথম থেকে বিশ্বাস করেছে। ভারত-নেপাল বর্ডারে আসামের পুবে-উত্তরে গড়ে তুলেছে মিশন গ্রাম। আর কি বলব। পরিশ্রম করে ওর শরীর গেছে ভেঙে।

হরিরাম গভীর সন্দেহে তাকায়। দেশাই অত্যন্ত মজবুত চেহারার মানুষ। এ তা হলে ভাঙা স্বাস্থ্য ?

এখন ও যাচ্ছে বাইরে।

কোথায় ?

ভারতের বাইরে।

ও।

তুমি ইচ্ছে করলেই ওর মতো হতে পার।

না না। আমি হলাম দেহাতী ভূত।

নিজেকে কখনো ছোট ভেবো না।

ডেভিড বলে, এবার শোনো।

পিপলছাঁও গ্রামটি রোটাস জেলায় অবস্থিত। নিকটতম রেলস্টেশন থেকে অনেক, অনেক ভিতরে। জনশ্রুতি একদা এখানে ছিল মস্ত এক অশ্বত্থ গাছ। তার ছায়াতে এসে বসেছিল জনৈক কুর্মি যুবক। ঘুমিয়ে পড়ে সে, এবং ঘুমের মধ্যে দৈবাদেশ পায়। দেবতা বলছেন, যুবক যেন তার বলদকে দৌড় করায়। বলদ যত দূর দৌড়য়, ততদূর যেন স্থাপিত হয় কুর্মিদের বসতি। দেবতাটি মহাদেব।

দৈবাদেশ পালিত হয়। এখন সে গাছ নেই। সেখানে আছে এক শিবমন্দির। গ্রেমের জনসংখ্যা খুব সুবিধাজনক। চারটি কুর্মি পরিবারের সমৃদ্ধ জোত। এক ঘর নাপিত, এক ঘর ধোবা বাদ দিলে বাকি সকলেই রবিদাস। পর পর কয়েকটি কুর্মিসমৃদ্ধ গ্রাম। বাস-পথে পিপলছাঁও যেতে হয়। থানা আট মাইল দূরে।

পিপলছাঁও গ্রামের অন্যতম শোভা হল রামানুজ। সে কুর্মি নয়, সেও রবিদাস। কিন্তু কুর্মিদের তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। রামানুজের নজির দেখিয়ে প্রমাণ করা চলে, পিপলছাঁও গ্রামের কুর্মিরা হরিজন নির্যাতন করে না।

দেশাই এ পর্যন্ত শুনে বলে ওঠে, রামানুজের মধ্যে হরিজনের আছেটা কি?

এ কথা বলতে গিয়েই তার চোখ লাল হয়ে ওঠে। দেশাই বলে, রামানুজ ছোটবেলাই পালায়—মিশনে যায়—ক্রিশ্চান হয়—কলেজে যায়—বাম রাজনীতি করে—শখের অবশ্য—শখের থিয়েটার করে—মন্ত্রীর ছেলের দৌলতে দিল্লী—তার পর হঠাৎ অগাধ টাকা পয়সা নিয়ে পিপলছাঁওতে একটা ঘাঁটি করে—থাকে ত দিল্লীতেই। সরকারি টাকায় গ্রামের লোকজন নিয়ে নাটক না নাচ-গান কি করে—দিল্লীতে নিয়ে যায় ওদের, আর কুর্মি-পরিবারগুলোকে মদত পাইয়ে দেয়।

ডেভিড বিষাক্ত গলায় বলে, রামানুজ নাম থেকে পদবী ছেঁটে ফেলেছে। নিজেকে সে 'রামানুজ মানব' বলে। এত বড় একটা দাবি তার, তাকে ছোট কোরো না।

ছোট করছি না। তবে রামানুজ এখন কুর্মিদের অনেক বেশি আপনার জন। রবিদাসদের সঙ্গে ওর কোনো যোগ নেই।

কুর্মিরা ওকে গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সরকারি জমিতে।

সরকারি খাস জমি একজন রবিদাস ত পেল ?

ও রবিদাস নয়। পাটনা যায়-আসে নিজের গাড়িতে। পাটনা থেকে প্লেনে যায় দিল্লী।

ওঃ দেশাই !

বল, আর কথা বলব না।

রামানুজ সত্যি একটা দেখার মত মানুষ। ও পিপলছাঁও গ্রামে একটা চমৎকার জিনিস করেছে। রবিদাসরা প্রায় সবাই খেতমজুর। যখন কাজ থাকে না, আর খেতমজুরদের কাজ ত থাকেই না কত মাস—যখন কাজ থাকে না, ওরা নাচ ও গানের ছোট ছোট দল নিয়ে হাটে-বাজারে ঘোরে। চিরকাল। রামানুজ সেই-সব গায়ক-অভিনেতাদের নিয়ে একেবারে মাটির জিনিস করে দেখাচ্ছে।

দেশাই আস্তে বলে, দিল্লীতে।

হ্যাঁ, দিল্লীতে। বাছাই করা দর্শকদের সামনে। কিন্তু তাতে কি ? সেজন্যে ও টাকা পাচ্ছে। তাতে কি ? সেজন্যে ও টাকা পাচ্ছে তাতে কী ? তবু ও দরকারি কাজ করছে। কেন করছে, তা বলতে গেলে রবিদাসদের কথা বলতে হয়।

হরিরাম হঠাৎ বলে কত টাকা পায় ?

বছরে দু লাখ খানেক।

যাওয়া-আসা ?

তাও পায়।

যারা অভিনয় করে তারা পায় ?

নিশ্চয়।

বল এবার।

রবিদাসদের কথা। রামানুজ নাটক-অভিনয় এ-সব করে ওদের মনে,

ওদের মধ্যে একটা নতুন সত্য জাগাতে চাইছে। যা ঐতিহ্যে নেই, সে দিকে মাতামাতি না করে, যা আছে, তার চর্চা করে মনকে শান্ত আর প্রসন্ন রাখতে শেখাচ্ছে।

কি ঐতিহ্যে নেই?

ডেভিড থেমে থেমে বলে, হিংসার পথে সমস্যার সমাধান খোঁজা। খুবই দুঃখের কথা, রবিদাসদের মদত দিচ্ছে কম্যুনিস্টরা। এই কম্যুনিস্টরা সোহনলাল বা সচদেবের মতো কম্যুনিস্ট নয়। তবু এরাও কম নয়। প্রতাপরাম লোকটা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ভিড়েছে। প্রতাপের উসকানিতে রবিদাসরা মেতে উঠেছে।

কি চায়?

জমি চায়। জমি। আর খেতমজুর থাকলেই চলছে না। সঙ্গে জমিও চাই। শোন নদীর আশপাশ দিয়ে হয়েছে সেচ খাল। জমি হয়েছে উর্বর। জমির ক্ষুধা ত ভারতীয়ের রক্তে থাকেই। ফলে কুর্মিরাও চায় খাস জমি, খেতমজুররাও চায়।

দেশাই বলল, শেষ অবধি দাঁড়াল কি?

ডেভিড ঈষৎ হেসে বলল, সত্যি! এত বাধা পড়ছে আজ বারবার। যাক গে—মোদ্দা কথা হল, প্রতাপরামের চেষ্টায়, ওদের পার্টি আর খেতমজুর ইউনিয়নের চেষ্টায় চৈতারাম আর মাগনরাম কিছু জমি পেয়েছে। তার আগে—

এবার ডেভিড পড়ে যায় একটি কাগজ ধরে। খেতমজুররা খাস জমি পেতে পারে, তা জানার সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিরা খাস জমি চিহ্ন করে খুঁটো পুঁতে রেখে আসে। সত্যি বলতে কি চৈতা ও মাগন ছাড়াও আরো জমি-প্রার্থী ছিল। কিন্তু কুর্মিরা বন্দুক নিয়ে জমিতে ঘুরছে দেখে তারা পিছিয়ে যায়।

অবশেষে চৈতা ও মাগন টিকে থাকে। প্রতাপ তাদের নিয়ে প্রথমে রামানুজ মানবের কাছে যায়। ফল হয় না কিছু। তখন প্রতাপ তাদের ইউনিয়নের মাধ্যমে আর্জি চালায়। ভারপ্রাপ্ত অফিসার কেসটি

সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করেন। চৈতা ও মাগন পায় তিন বিঘা করে জমি। সে জমির দখল দিতে অসুবিধা হয় খুব। বেগর লাইসেন্‌স বন্দুক কাঁধে কুর্মিদের হাঁটাহাঁটি থামে না। তার পর সরকার তাদের বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের মামলা দায়ের করে, তবে শিবপূজন, রামধারী, উদল ও রামাবতার কুর্মিদের বোঝাতে সক্ষম হল যে কুর্মিদের নিঃশর্ত জমি-ত্যাগই সরকারের কাম্য। কার্যকারণে এ-রকমটা ঘটে গেছে। সরকারি খাস জমিতে সকলেই দখল পেতে পারে আইনমতে। কী ভাবে যেন এরা পেয়ে গেছে জমি। যা হোক, এর পর যেন কুর্মিরা ঝামেলা না করে।

তার পর থেকে নিদারুণ গণ্ডগোল। চলছে ত চলছেই। ডেভিড বলল, কুর্মিরা রবিদাসদের খেতমজুর নিচ্ছে না। বাইরে থেকে খেতমজুর আনছে। প্রতাপদের মন খুবই প্যাঁচালো। ইউনিয়ন যেহেতু এ সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারে নি সেহেতু তারা ইউনিয়নের আপিসে আর যাচ্ছে না। নিজেরা দল বাঁধছে, মন্ত্রণা করছে।

আর কি করছে?—হরিরাম বলে।

এই ছয় বিঘা জমি রবিদাসদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওদের সংগ্রামের ফলে জিতে নেওয়া জমি। সেই জমির ফসল থেকে সকলের পনের দিনের খোরাকও ওঠা সম্ভব নয়। এখন রবিদাসরা ভূতের ভয় পাচ্ছে।

কি রকম?—হরিরামের প্রশ্ন।

কুর্মিরা নাকি ও ফসল ওদের নিতে দেবে না।

হতে পারে।

কেন? তাতে কি লাভ?

আছে কিছু।

রবিদাসরা একই সঙ্গে, রামানুজের ওপর ক্ষেপে গেছে। ওকে বলতে গেলে হটাবাহার করে দিয়েছে।

কি রকম?

সেটাই খুব দুঃখের কথা। ওরা ত নিজেদের ভালোও বুঝছে না। সম্পূর্ণ রামলীলা নাচে-গানে-অভিনয়ে দিল্লীতে হবার কথা। টেলিভিশনে প্রচার হবে। সিনেমা তোলা হবে। শ-খানেক লোক যেত, টাকা পেত। প্রতাপ যেতে দিচ্ছে না কারুকে।

আমি কি করব?

রামানুজ ওদের কাছে হটাবাহার। জমির ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু রামানুজ যে চমৎকার একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সেটা নষ্ট হতে বসেছে। ওটাও কিন্তু হরিজনদের একটা যুদ্ধ, উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে। সব যুদ্ধ কি জমিকেন্দ্রিক হয়? রামানুজ প্রমাণ করেছিল তোমরা, রবিদাসরা, একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব করছ। কুমিরা তোমাদের পাত্তা দিচ্ছে না ঠিকই। কিন্তু তোমাদের নিপীড়িত, নির্যাতিত জীবনকে তোমরা প্রকাশ করতে পারছ নাচে-গানে—ওপর মহলের মানুষদের ভাবিয়ে তুলতে পেরেছ তোমাদের সম্পর্কে—

মিথ্যে, মিথ্যে কথা! ফুঁপিয়ে ওঠে দেশাই শুকনো কান্নায় এবং বেরিয়ে যায়।

হরিরাম বলে, আমি কি করব?

অন্তত অবস্থাটা দেখে জানাও! রামানুজ তার প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় পাগল হয়ে গেছে বোধ হয়। তোমাকে তার ওখানে থাকতেও হবে না। বিষুণ কেওরি ছোট জোতদার এবং রবিদাসদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। তার ওখানেই থাকতে পারবে। সে ব্যবস্থা রামানুজ করে রাখবে। আমরা চাই না রামানুজ পাগল হয়ে যাক। পাগলই হয়েছে। নইলে ওখান থেকে আসছে না কেন?

আমি ত ভেবেই পাচ্ছি না—

তোমার সাহায্য চাইছি।

হরিরাম বিভ্রান্ত হয়ে খাওয়ার পর বাগানে হাঁটতে থাকে। এবং হঠাৎ শোনে, মাহাতো?

কে?

চুপ। আমি দেশাই।

এখানে?

ডেভিডের বিবৃতিতে মিশনের সার্থক কর্মী, মিশনগত প্রাণ দেশাই প্রায় অসংলগ্ন গলায় বলে, তুমি যেও না মাহাতো। এরা···এরা···রামানুজ একটা বজ্জাত, জোচ্চোর। গ্রামের লোকগুলোকে দিল্লী নিয়ে যায়। রাখে একটা ছাতের ওপরকার ঘরে গাদাগাদি করে। ওদের ভাঙিয়ে নিজে লাখ লাখ টাকা পিটছে। ওদের চার পয়সা দেয় না। তা ছাড়া, সে আরো কথা···তুমি ভালো লোক। তুমি যেও না।

না দেশাই সাব, আমি যাব। ওই রবিদাসরা কি করছে তা দেখতে ইচ্ছে করছে।

তোমাকে তাই দেখতেই পাঠাচ্ছে।

তাই দেখব।

আমি নিজেকে বাঁচাতে জানি।

গাধা। গাধা, উল্লুক, উজবুক, ইডিয়ট···দেশাই গাল দিতে দিতে চলে যায়।

হরিরাম শুতে যায়। ঘুমের মধ্যে মনে হয় যেন সে আর কালামুনি আর হেমলা রাইফেল কাঁধে একটা খেত পাহারা দিচ্ছে। সচদেব আছে, কোথাও আছে।

তখনি ঘুম ভাঙে ও হরিরাম বোঝে, সচদেব সত্যিই তার মধ্যে কোথাও ঠাঁই করে নিয়েছে এবং গভীর ও উদ্বিগ্ন মমতায় রাতজাগা আরক্ত চোখে অসহায় হরিরামকে পাহারা দিচ্ছে। সেই রুগ্ন শিশুদের যেমন পাহারা দিয়েছিল।

রামানুজ হয় না। রামানুজ অবাস্তব, তৈরি জিনিস। রবিদাসরা? কিন্তু সচদেব ওকে নেয় নি। এরা?

হরিরাম কোথাও সাচাই মানুষের আপনজন হতে চায়।

বিষুণ কেওরির ভাইঝির আসার কথা ছিল। ফলে সেই ছিল স্টেশনে। পিপলছাঁও গ্রামের ছোট জোতদার হিসেবে বিষুণ যথেষ্ট মার্জিত। ভাইঝি

আসে নি ওর। বিষুণ হরিরামকে দেখেই চিনল।

বলল, আগে চা খেয়ে নিন, আমিও খাই। পিপলছাঁও যাব ত কাঁদতে কাঁদতে।

কেন?

বড় দূরে। অনেক হাঁটতে হবে।

ছোট স্টেশন। দোকানে বসে চা, গুড়ের জিলিপি আর বিস্কুট খেতে খেতে বিষুণ সদুঃখে মাথা নাড়ল। বলল, ওই ত হল গণ্ডগোলের কারণ হরিরামজি। লোক-চলাচল হয় না। এত দূরে। তাতেই অশান্তি বেড়ে চলে। আমার ত ভয় লাগছে।

কিসের?

ধরমপুর, বিশ্রামপুর, বেলচি, পিপরি, নাম জানেন? মাথা নাড়ছেন ত বুঝলাম জানেন। সে-সব জায়গার মতো পিপলছাঁও আরেকটা অনেক ভিতরের গ্রাম।

ও গ্রামগুলোর নাম করছেন কেন?

হরিজন হত্যার গ্রাম।

হরিজন হত্যার গ্রাম।

কি বলি হরিরামজি। হরিজন লোক মরে, থানা-পুলিশ কিছু করতে পারে না। হাতি চড়ে জেলার হাকিমও যায়, পুপরিতে গিয়েছিল। কিন্তু যারা মারে, তারা হাকিম, পুলিশ, মন্ত্রী, কারুর পরোয়া করে না। এখন আমার ভয় হচ্ছে এখানে কি হয়।

আপনিও ত জোতদার। বিশ বিঘা জমি আপনার, আর খালের জল পান বলে ফসলও ভালো উঠে। এ কি রকম উলটা কাহিনী যে আপনার সঙ্গে রবিদাসদের সম্পর্ক ভালো?

কেন?

কুর্মিদের সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা হয় নি কেন?

জমির হিসাবে আমার কাছে চৈতা আর মাগন যা, কুর্মিদের কাছে আমি

তার চেয়েও ছোট। বিষুণ হাসে ও মাথা নাড়ে। বলে, আমি কিছুই নয়। আর কি জানেন? আমার নেই ছেলে কি ভাতিজা কি ভাগনে। রবিদাসরাই জমির কাজ করে। আমি পারি না বন্দুক চালাতে, মার উঠাতে। হাঁ, সরকারি হিসাবে খেতমজুরদের দিই না। মিছে কেন বলব? কিন্তু কুর্মিদের চেয়ে ভালো মজুরি দিই, জলখাই দিই। কি করব? আমি কি বিশ বিঘা জমি চষব?

তাতেই সম্পর্ক ভালো হল?

প্রতাপ রাম রবিদাস। কিন্তু খুব সাচাই মানুষ। দেখুন না, যখন চৈতা আর মাগন জমি পেল, কুর্মিরা রেগে গেল। বাইরের মজুর আনল, এদের কাজ দিল না। আমাকে বলল, এ কেওরির বাচ্চা! তোকেও বাইরের মজুর নিতে হবে। নয়ত তোর ফসল তোর ঘরে উঠবে না। তখন প্রতাপ আমাকে ভরসা দেয়। ওরা রাতে দিনে পাহারা দিয়ে আমার ফসল বাঁচায়। আমি ও-গ্রামে একঘর কেওরি। ওদের মদত ছাড়া বাঁচতাম কী করে? গ্রামে কারো কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেলে ফিরে ভালো ব্যবহার করলে সম্পর্ক ভালো থাকে।

আমি আপনার ওখানে থাকব?

তাই ত কথা।

অসুবিধে আছে?

কোনো গোলমাল হতে পারে ভেবে আমিও ব্যস্ত হই। প্রতাপ এখন ত ইউনিয়নের উপর ভরসা রাখতেই পারছে না। কি গোলমাল। যা হোক, থানায় খবর দিলেও আসানী হয় না। থানা ত ভারুতে। থানা-অফিসার দেওকী সিং লোক শক্ত আছে। গণ্ডগোল হতে পারে ভয়ে রিপোর্ট করাতে সে ছয়জন পুলিশ নিয়ে আসছে। আমার বাড়িতেই থাকবে। আর জায়গা কোথায়?

কুর্মিদের ওখানে থাকবে না?

না।

তাই না কি?

এই প্রথম। বরাবর শিবপূজন কুর্মির বাড়িতেই থাকে পুলিশ। তদন্তে এসে। আর ফিরে চলে যায়।

এবার থাকছে কেন?

দেওকী সিং বড়ঘরের ছেলে। কারুকে পরোয়া করে না। আসবে, নিজের খরচে খাবে। মেজাজী লোক।

তা হলে?

আপনাকে পিছন দিকে একটা ঘর বন্দোবস্ত করে দেব। সিধা দেব। খানা বানিয়ে নেবেন।

কিন্তু গণ্ডগোল কিসের?

বলছি। চলুন, বাস আসছে।

বাসে যাওয়া যাবে?

বাস ত নামাবে আমাদের ভারুতে। তার পর হাঁটবেন। বাসে উঠুন। বাসের গায়ে লেখা 'শ্রীশ্রীমহাবীর' এবং পিছনে লেখা 'টা টা'। বিষুণ ও হরিরাম বসে ড্রাইভারের খাঁচায়।

বিষুণ বলে, রাস্তা ত হয়ে যেত। সরকারি অনুমোদন হয়ে আছে। ওই কুর্মিরা!

কি করল।

দেয় ভগবান, দেয় সরকার। ভগবান সৃষ্টি করে শোন নদ। আর সরকার শোন নদের খাল কেটে কেটে সেচের ব্যবস্থা করেছে। যেই প্রতাপরা ইউনিয়নে সামিল হল অমনি কুর্মিরা খাল থেকে আরো আরো নালা কেটে বহিয়ে দিল রবিদাসদের টোলির গা ঘেঁষে। তিনটে।

তার পর?

এক ত রবিদাসদের সর্বনাশ হল। ওদের ঘরের ভিত নড়ে গেছে। খালে জল চলে হু-হু-হু করে। তাও দেখবে দেওকী সিং। আর সরকারি যে রাস্তা হবার কথা ছিল, সে এক তামাশা এখন। খুব জবর তামাশা। রাস্তা ত হবে শিবপূজন আর রামাবতারের ধানখেত দিয়ে। রাস্তার জমি নিল সরকার, সেজন্যে ওরা টাকা পেল। এখন ত সে জমির উপর দিয়েই

খাল কেটেছে আর খালে জলও যাচ্ছে। ফলে রাস্তার কাজও বন্ধ। এ নিয়ে সরকার থেকে মামলা করবে শুনছি। তা ওরা পরোয়া করে না। রবিদাসরা খেতমজুর ইউনিয়নে গেলে সেটাও ওরা সইবে না? এরা খুব ভালো লোক মনে হচ্ছে।

তবু বলব, উদল কুর্মি অত মন্দ ছিল না।

এখন মন্দ হয়েছে?

এখন হয়েছে।

এখন গোলমাল কিসের?

রামানুজ গোলমাল বাধাল। মাপ করবেন হরিরামজি। আপনার জানা মানুষ সে। সেই বলল আপনার কথা।

আমি তাকে চিনি না।

সেই ত বলে গেল।

বলুন না।

না বলে আর করি কি।—বিষুণ কেওরি অবিশ্বাসে ও দুঃখে মাথা নাড়ে। বলে, এতে ভালো হবে না।

কি ব্যাপার, বলুন না।

রামানুজ ত বছর বছর এ সময়ে এসে যায়। ধান কাটা হয়ে গেলে খেত-মজুররা বেকার। তখন এরা নটুয়া দল বাঁধে। চিরকাল। রামানুজ ক-বছর শ-খানেক লোক নিয়ে দিল্লি যায়। এ-বছর রামানুজ ষাট-সত্তর জন লোক নিয়ে এসেছে আশপাশ থেকে।

কোথায় রেখেছে?

তার বাড়িতে। কত বড় বাড়ি তার।

তার পর?

এবার ত প্রতাপদের দাবি ছিল, অন্যায় করে বাইরের খেতমজুর আনা চলবে না। রামানুজের বাড়িতে অত লোক দেখে প্রতাপের সন্দেহ হয়। তার পর মনে হয়, এও তাজ্জব। ধান কাটতে হবে, কিন্তু কুর্মিরা না যাচ্ছে বাইরের খেতমজুরের খোঁজে, না করছে প্রতাপদের খোঁজ। এবার বুঝে

নিন।

আপনিই বলুন।

ও লোকগুলো খেতমজুর।

রামানুজ এনেছে ?

হ্যাঁ।

রামানুজের সঙ্গে কুর্মিদের সম্পর্ক খুব ভালো ?

খুব ভালো। রামানুজ ত রবিদাসই। কিন্তু একেবারে অফিসারদের মতো চলে-ফিরে, কথা বলে। কত টাকা। দিল্লীতে মন্ত্রীদের সঙ্গে ওর ছবি উঠিয়েছে। কুর্মিদের পাটনা থেকে এনে দেয় রেডিও, ঘড়ি, জামা কত কি।

কুর্মিরা ওকে মেনে নিয়েছে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। থানা-অফিসার সবাই জানে রামানুজকে।

তা হলে ?

তাতেই ত গোলমাল হবে বলছি। মনে উঠছে শুধু শুধু বেলচি আর পিপরি আর ধরমপুরের নাম। কেন কি, প্রতাপরাও খেপে আছে, কুর্মিরাও গরম। এখন প্রতাপরা রামানুজের উপরেও খেপে আছে খুব। খুব গোলমাল।

হ্যাঁ। আপনি কেন এলেন ?

দেখি কি করি।

হরিরাম নিরানন্দ হাসে। চমৎকার এক পরিস্থিতি। ডেভিডের কথা ও বিশ্বাসই করে নি সবটা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ডেভিডও সব জানত না। কিংবা জানত। সব-কিছু এত গোলমেলে। দেশাই ওকে ভালো কথাই বলেছিল।

দেশাই! দেশাই অসুস্থ, মাথা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে ওর কোনো প্রচণ্ড চাপে। কিসের চাপ ? হরিরাম মাহাতো কোন্ অদৃশ্য জালে ধৃত ? এখানে একটা জীবন্ত, জ্বলন্ত পরিস্থিতি। সংঘর্ষ বাধল বলে। বহিরাগত হরিরাম কি করবে ? সচদেব হলে কি করত ? হরিরাম সব-কিছু এত

কম জানে। কিছুই জানে না যে, সে কি করে এমন এক পরিস্থিতিতে কোনো কিছু করে উঠতে পারবে? কে তাকে বিশ্বাস করবে?

ভারুত পৌছয় বাস। গঞ্জ জায়গা। দোকান-বাজার-ব্যাঙ্ক-থানা। একটি গ্যারেজ দেখিয়ে বিষুণ বলে, ওখানে গাড়ি রাখে রামানুজ। পাটনা থেকে গাড়িতে আসে। এখানে ওর জিপ থাকে। জিপ নিয়ে চলে যায় পিপলছাঁও। কাঁচা রাস্তা দিয়ে। এবার ত সে রাস্তাও খাল কেটে বন্ধ করে দিয়েছে।

কিসে গেল?

হেঁটে। তাতে ও চটে গেছে।

হরিরামের মনে হয়, ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সে। ফিরতি বাস ধরবে? যাবে কোথায়?

চলুন, নামা যাক হরিরামজি।

আরে! বিষুণজি না?

প্রতাপ? কি ব্যাপার?

না না, এখনো পিপলছাঁও, পিপলছাঁও আছে। বেলচি কি পিপরি বনে নি। ইনি কে?

প্রতাপরামের বয়েস বছর বত্রিশ। এক কানে পেতলের রিং, ছিপছিপে চেহারা। কথাবার্তায় বেশ ব্যক্তিত্ব। প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব।

আমার নাম হরিরাম মাহাতো।

কোত্থেকে আসছেন?

অনেক দূর।

কেন?

বলছি। যাবেন ত।

একটু দাঁড়ান বিষুণরামজি। যুগল ত টিকিট কাটল বলে। এখন আমাদের লড়াইয়ের সময়। যুগলের কিছু হলে গোলমাল।

কি হয়েছে?

বেটা নিজের পায়ে নিজে কোদাল মেরে বসে আছে। এনে দেখালাম

তা এ ওষুধ লিখে দিয়েছিল। খাইয়ে কাজ হল না।
হরিরাম বলে, দেখি।
কি ?
কাগজটা।
কাগজটা দেখে হরিরাম। বলে, কোথায় ডাক্তার ?
ওই দাবাখানায়।
চলুন।
চলুন।
ডাক্তারটি বসে মাছি তাড়াচ্ছে। ডাক্তারখানা ধুলো-পড়া। বাস যাচ্ছে, ধুলো আসছে।
হরিরাম বলে, এ আপনি লিখেছেন ?
অ্যাঁ ?
আপনি লিখেছেন পেনটিড ৪০০ ?
হ্যাঁ ?
কত দিয়ে কিনেছেন ?
চার গোলি দশ টাকা।
বুঝেছি। এখন লিখুন অ্যান্টি টিটেনাস, অ্যামপিসিলিন। ইঞ্জেকশনগুলো দিন। অ্যামপিসিলিন তিনটে। একটা সিরিঞ্জ। তুলো, ডেটল।
এই নিন। চলুন প্রতাপজি।
কি, আপনি ডাক্তার ?—ডাক্তার বলে।
রোগী মরে গেলে আপনি ফাঁসবেন। ইঞ্জেকশনের কথা মনে হয়নি ?
প্রতাপ মাথা নাড়ে ? বলে, গরিব আর অশিক্ষিত দেখলে জানে মারে, পয়সায় মারে।
এ কি কথা প্রতাপ। আমি কি…?
আপনি জানেন আপনি কি।—প্রতাপ মাথা নাড়ে আবার। বলে, এইজন্যে আপনার রোগী মরে আর খুনে-ডাক্তার বলে কেউ আসতে চায় না।

ডাক্তার এর জবাবে হরিরামকে কিছু মার্কুরিওক্রোম দানা দিয়ে দেয়। বলে, গুলে নেবেন।

প্রতাপ ও হরিরাম পথ পেরোয়। হরিরাম বলে, কি রকম দেখে এসেছেন?

ব্যথা খুব। পেকেও উঠেছে।

চোয়াল শক্ত হচ্ছে? শরীর খিঁচোচ্ছে?

তা ত দেখলাম না।

কবে হয়েছে?

পরশু পা কেটেছে।

বড় তাজ্জব।

কি?

কিছু নয়। চলুন।

বিষুণ বলে, কি হল?

টিটেনাস হওয়াই তা সম্ভব।

কি বললেন?

হরিরাম মহোৎসাহে ওদের টিটেনাস রোগ ও সংক্রমণ, তার পরিণাম বিষয়ে বোঝাতে বোঝাতে চলে। চলতে চলতে প্রতাপ বলে, এই ত কথা। ভারুত ছাড়া ডাক্তার নেই।

ভালো কথা, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই?

প্রতাপ ও বিষুণ পরস্পরের দিকে তাকায়। বিষুণ একই রকম সহিষ্ণু হাসি হেসে বলে, আছে। চার বেডের হাসপাতালও আছে। কিন্তু কি বলি, আমাদের এক পুরনো মামলার কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো কাজই হয় না। বন্ধই আছে।

কোনো আদালতী মামলা?

না না। জাতপাঁতের মামলা।

হরিরাম বলে, বুঝেছি।

বুঝেছেন?

বুঝব না কেন?

সেই পুরনো মামলা। কলেরা লাগল ত এক সুঁইয়ে কি কুমি রাজপুত, ওর অচ্ছুতকে টীকা দেবে? এই হাঙ্গামা উঠিয়ে ভারুতে উঁচাজাতের মানুষরা ফি বছর খুব গণ্ডগোল করে। তাতে সেবা এসেছিল এক ডাক্তার। পরে জানা গেল সে নিজেই তপশীলী জাতে মানুষ। মথুরানন্দনজি ত তাকে মেরেই বসলেন। সেই থেকে কে বন্ধ।

মেরে বসলেন মানে?

মাথায় লাঠি মারলেন। মাসখানেক সে বেহোঁশ ছিল।

মথুরানন্দন কে?

আমাদের বিধান সভা সদস্যের শ্বশুর।

প্রতাপ মাথা নেড়ে বলে, এখন আর ও-কেসের কোনো ফয়সালা হ না। কোনো ডাক্তার সহজে আসবে না।

হরিরাম বলে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নয়। রীতিমতো আউটডোর-ইনডে বিভাগওয়ালা হাসপাতাল হচ্ছে এর উত্তর। যার পয়সা আছে ডাক্ত ডেকে বাড়িতে চিকিৎসা করাও। হাসপাতাল থাকুক সাধারণ মানুে জন্যে। সেই হলে সব জব্দ।

কে বলবে? কে করবে?

বিধান সভার সদস্য কেমন লোক?

বিষুণ মনোদুঃখে এতক্ষণ বাদে ঘনিষ্ঠ হয় সম্বোধনে। বলে, ভৈয়া, ও মন্ত্রী হয়নি সেই রাগে জ্বলছে সদাসর্বদা। কি বলব?

প্রতাপ বলল, আসল কথাটা বলুন না। জোয়ালা প্রসাদকে এম-এল করা হয়েছে। কিন্তু তার শ্বশুরকেই দেখি, তাকে দেখি না।

বিষুণ বলে, শ্বশুর ত বুঝে না কিছু। হাসপাতাল বানালে সেটা বি নিতে চাইবে।

সে কি?

ও শুধু কিনে আর বেচে। তাই বুঝে। আর কিছু বুঝে না। যখ

।রিব চাষি লোককে ভালো টাকা দিয়ে ধানজমি কিনত, সবাই ভাবল,
;স পনের বছর আগে—সবাই ভাবল বুঝি ও পাগল হয়ে গেল।
প্রতাপ বলল, না না, পাগল হবে কেন ?
ঃারপর কাঁচা রাস্তা হাইওয়ে হল। সেই ধানি জমি হল ঘর বানাবার
জমি। নাফার হিসাব বুঝুন।
বাস আর সাইকেল রিকশা কিনেছে—
;দেওদেবতা সমেত এক মন্দিরও কিনল—
;রেডিওর দোকান, সাইকেলের দোকান—
ওর শ্বশুর আছে। সে ডাকঘর কিনতে চেয়েছিল—
না না, সে তামাশার কথা—
কিন্তু টিপসহি নিয়ে মানুষ ত কিনতে চেয়েছিল। কেমন করে ?
পুরনো বেঠবেগারী যা আছে, যেখানে আছে। মথুরানন্দন সেবার
গিয়েছিল নদীর খালকাটা হয়ে গেলে মজুর ধরতে। মাটি-ফেলা মজুর
কজনকে ছাপ দিতে বলেছিল আর লোভও দেখায় অনেক। বিষুণজি
আর কে কে ছিল। তাদের দেখাতে আসে লোকগুলো। ব্যাপারটা
কেঁচে যায়।
বিষুণ এর উপসংহারে বলল, আইনকানুন কেউ মানে না। জামাই ঘুষ
নেয় না তা ঠিক। কিন্তু দরকার কি তার ? ওর বউ ত মথুরানন্দনের
এক সন্তান।
কোন্ দলের লোক ? এরা ?
চিরকাল কংগ্রেসী ছিল। এখন জনতা বনেছে।
প্যান্ট গোটান। খাল পেরোবেন, সাঁকো আছে।
দ্বিতীয় খালটি পেরিয়ে প্রতাপ বলে, ওই যুগলের ঘর। চলুন।
হরিরাম বিষুণকে বলে, আমি এখানেই যাচ্ছি। পরে দেখা হবে।
এখন, এবেলা না যেতেও পারি। একটু দেখতে হবে যুগলকে।
ধীরে, অমোঘভাবে শুরু হতে পারে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ, হঠাৎ অতর্কিতে
হতে পারে। প্রথম লক্ষণ চোয়ালের আড়ষ্টতা।

হরিরাম দেখে আগেই যুগলের চোয়াল। বলে, আড়ষ্ট লাগছে ?
সামান্য।—যুগল ঝকঝকে শাদা দাঁতে হাসে। বলে, প্রতাপমামা কি
ডাক্তার আনলে ? দেখ, দেখ বউ। ইউনিয়ান করি বলে গাল
দিচ্ছিলি। এখন ইউনিয়ান থেকে ডাক্তার চলে এসেছে।
প্রতাপ একটি চমৎকার অশ্লীল কথার তোড় বইয়ে গালাগালি দেয়
যুগলকে।
হরিরাম গায়ে হাত দিয়ে দেখে। বেশ জ্বর। কোদাল-কাটা ঘায়ের
চেহারাও বিশ্রী। টিটেনাস দেখা দিচ্ছে। এখনো যে জেঁকে বসে
নি এবং নিয়ে যায় নি যুগলকে, তার কারণ ব্যাখ্যাতীত।
অথবা ব্যাখ্যাসাধ্য। যুগলরা ডাক্তার-চিকিৎসা-ওষুধ-হাসপাতাল কিছুই
পাবে না। কোনো আমলেই। তাই ওরা বাঁচাই মনস্থ করেছে। এ
রকম কাটলে, এ রকম মরচে-ধরা কোদালে কাটলে, হরিরামের শরীর
যুগলদের চেয়ে সুখী শরীর—হরিরাম টিটেনাসে ফুঁকে যেত। যুগলরা
বাঁচবে বলে মনস্থ করেছে। সিদ্ধান্তটি মস্তিষ্কের। কিন্তু শরীর সে
সিদ্ধান্ত মানছে কি করে ?
অলৌকিকের যুগ শেষ হয় না।
যুগলরা সেই অলৌকিক ঘটায়।
হরিরাম বলে, খুব তাড়াতাড়ি জল ফোটাতে বলুন প্রতাপজি। এটা
ফোটাতে হবে। যুগল, ইন্‌জেকশান দেবার আগে একটু দিয়ে দেখে
নেব।
কি দেখবেন ?
তুমি বুঝবে না। পরে সব বুঝিয়ে দেব।
কানালের জলের কলকল শব্দ। প্রতাপ বলে, সেরে ওঠ যুগল। তার
পর কানাল বন্ধ করে দেব বুজিয়ে।
তাই ত করছিলাম। শালার কোদালটা…
হরিরাম বলে, শুনলাম পুলিশ আসছে। জানিয়ে কোর। এখন তোমাকে
কয়েকদিন ইন্‌জেকশান দেব।

হরিরাম, যুগলের শরীরে ইন্‌জেকশানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে ইন্‌জেকশান্ দেয়। এ. টি.-র পর অ্যামপিসিলিন। তারপর ময়লা নেকড়া জড়ানো ক্ষতটি পরিষ্কার করতে বসে। মার্কুরিওক্রোম ঘন করে গুলে লাগিয়ে দেয়।

খুব তেষ্টা পাচ্ছে।

জল খাও না কেন জল খেয়ে শান্তিতে শুয়ে থাক। আমি রইলাম, দেখব।

আপনি এখানে থাকবেন ?

হ্যাঁ।

আমি কেমন করে থাকি ? চলুন, বাইরে চলুন।

বাইরে এসে প্রতাপ বলে, এখন আমাদের ত অনেক কাজ। কিন্তু আপনি···

আমি এখানে থাকতে পারি।

আগে ত জানতে হবে সব। কেন এলেন এখানে, কি ব্যাপার। কেন রামানুজ আপনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে। সব না জানলে কেমন করে ঘরে রাখি ?

এখন কোথায় যাবেন ?

আগে আমার ঘরে চলুন।

প্রতাপ রবিদাসের উঠোনে নিমগাছের নীচে খাটিয়ায় বসে হরিরাম এবং সব কথাই বলে সংক্ষেপে। তার পর বলে, আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন তার কোনো কারণ নেই। বিশ্বাস করতে বলছি না আমি।

রামানুজকে আপনি কি বলবেন ?

কিছুই বলব না। আমি জানতাম না সে খেতমজুর নিয়ে বসিয়ে রেখেছে কুর্মিদের জন্যে।

যারা আপনাকে পাঠিয়েছে ?

তাদের ফয়সলা আমার সঙ্গে।

আপনি কি করবেন ?

রামান্নুজের কি হাল ?

এখন ও ডরে গেছে। কুমিরা বলছে কিসের ভয়। আমরা বন্দুক নিয়ে তোমাকে বাঁচাব।

ডরে গেছে কেন ?

আমাদের ভয় পাচ্ছে। আট মাইল হেঁটে গ্রাম থেকে বেরতে হবে।

যদি মেরে দিই ?

আপনাদের ইউনিয়ন কি…

না না, শান্তি-সমঝোতার পথে চলে। কিন্তু আমরা এখন লড়ব বলে জানিয়ে দিয়েছি।

লড়বেন ?

হাতিয়ারসে।

কি হাতিয়ার ?

যাই থাকুক।

আপনারা কতজন ?

প্রতাপ সগৌরবে বলে, একশ উনআশি জন। এরা আমাকে জানে। আমাকে মানে।

লড়াই করবেনই ?

গতবার আমার ছিল অসুখ। আর ভরসা করেছিলাম, ইউনিয়ান কোনো ফয়সালা করবে। খেতমজুর ইউনিয়ন, খেতমজুরের দুঃখ আসানী করবে। ত এমন জুড়ে দিল !

কি জুড়ল ?

আর্জি আর চিঠি চালাচালি।—প্রতাপ থুতু ফেলল। বলল, সরকার বা পুলিশ কেস করলে ওরা জবাব দেয় না, আদালতে যায় না। ওরা মানবে ইউনিয়নের কথা ?

তার পর ?

বাইরের মজুর ধান কাটল। আমরা দেখলাম।

এ বছর ?

এ বছর আমরা দেওকী সিংকে সব জানাব। গ্রামে বাইরের মজুর আনার ফলে অবস্থা এবার সঙ্গিন। ওদের ছাড়ো, আমাদের নাও। তোমাদের রাগ কেন?

মাগন আর চৈতা জমি পেয়েছে বলে।

হ্যাঁ। জেনেছেন তা হলে।

বলুন।

ওদের যদি না ছাড়ো, তবে ওদেরও নাও, আমাদেরও নাও। সে কথাও মানবে না? তবে আমরাও দেখব তোমাদের ফসল কে কাটে। এই ত কথা।

ওই খেতমজুররা কি বলছে?

ওরাও ডরে গেছে।—প্রতাপ কয়েকটি চমৎকার নাম বলে যায় গ্রামের, ওরা ত বিরহি, চন্দা, তিলক গ্রামের লোক। একই সঙ্গে আমরা চলিফিরি। রামলীলা করি। ওরা চায় না আমাদের সঙ্গে কোনো গোলমাল।

তবে একটা আসানী হতে পারে।

কি রকম?

আমি খচড়াই করব।

কি রকম?

দেওকী সিং আসুক। আমি রামানুজের সঙ্গে কথা বলি। ও যদি ওর লোকজন নিয়ে সরে পড়ে, তা হলে ত কোনো আপত্তি নেই আপনাদের। প্রতাপের কান নড়ে ওঠে নতুন সম্ভাবনায়।

প্রতাপজি, আপনারা ওদের চলে যেতে দেবেন। কোনো অশান্তি করবেন না।

দেখুন, কিছু না করে আমি যদি মোষের ঘাসও কাটি, তবু ওরা বলবে আমি অশান্তি পাকিয়েছি।

ঠিক আছে। আমি অশান্তি করব না। কিন্তু ও মানবকেও বলবেন, পিপলছাঁও ছেড়ে দিক। আমরা, যারা খেতমজুরের হক নিয়ে কথা

বলি, আমাদের নেয় না ওর নটুয়া দলে। নেয় ইউনিয়ন-ঘেঁষা অন্য ছেলেদের। দিল্লি ঘুরায়, মন্ত্রী দেখায়, দশ টাকা দিয়ে দেয় ফেরত আসার সময়ে। আর বুঝায়।

কি বুঝায় ?

ইউনিয়ন করবে না, হাঙ্গামায় যাবে না, শান্তিতে থাকো। আর ছেলেরা বিগড়ে যায়। ইউনিয়ন থেকেও সরে পড়ে। ইউনিয়নে থাকলে রামানুজ দলে নেবে না।

বেশ, তাও বলব।

কিন্তু আপনি কেন এত করবেন ? পুলিশের লোক নন ত ? ভিতরে ঢুকলেন, পরে শত্রু হয়ে দেখা দিলেন ?

হরিরাম নিরানন্দ হাসে। বলে, এটুকু ত করি। করলেই যারা পাঠিয়েছে, তারা ডেকে পাঠাবে। আপনারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন কি না, কাজ দেখে বিচার করবেন। তবে ওই রামানুজ মানব ত চলে গেলেই ভালো।

খুব ভালো।

তাই ত বললাম।

মজার কথা শুনবেন ?

কি ?

রামানুজ কখনো আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে না। দূর থেকে ঘোরে-ফেরে।

আপনাদের ঘৃণা করে ?

ভয় খায়। এ অন্য ভয়।

অন্য ভয় ?

প্রতাপ শুকনো গলায় বলে, বরজ রবিদাসেরা স্বামী-স্ত্রী মরে গিয়েছিল হয়জায়, সে কথা ঠিক। হয়জার কাজ করতে যে মিশনের লোক আসে তাদের সঙ্গে বরজের ছেলে রামানুজ চলে যায় তাও ঠিক। কিন্ত রামানুজ আর আমি একসঙ্গে বড় হয়েছি এক গ্রামে বারো-তের বছর।

ামানুজের এক হাত ছিল শুকনো। জন্ম থেকে। পাতার মতো নড়ত।
স হাত যদি ডাক্তার-ইলাজে ভালো হয়ে থাকে, জানি না। কিন্তু
ীতকালে আগুন পোহাতে গিয়ে ও ঘুমে ঢুলে পড়ে যায় আর গায়ে
াগুন লেগে ওর মুখ খুব পুড়ে যায়। সে দাগ ছিল, কপালের চামড়া
ছল কুঁচকানো।

ার মানে ?

। সে রামানুজ নয়। অন্তত শিবপূজন কুর্মি তা জানে। শিবপূজন যা
রে, অন্য কুর্মিরা তাই মেনে নেয়। এ রামানুজ নয়, রবিদাসও নয়।
াতেই কুর্মিরা ওকে মেনে নিয়েছে। কোনো রবিদাস ছেলে গাড়ি আর
রূপ রাখবে ভারুতে, পিপলছাঁও গ্রামে বানাবে বাংলা-বাড়ি, নোকর-
াকর ? আর কুর্মি লোক তা মেনে নেবে ? এ হয় নি, হবে না। রবিদাস
রকারি জমি নিলে দোষ, রবিদাস ভারুতে গিয়ে জামা কিনলে তা হয়
রির টাকা, রবিদাস করজ করে মেয়ের বিয়েতে দস্তার গহনা দিলে তা
য় দোষ। আর রবিদাস ছেলের এত গরম ওরা সইবে ? রামানুজ যদি
ামাদের রামানুজ হয়, তা হলে আমি কান কেটে ফেলব।

। হোক, ও গেলেই ভালো।

্যা হ্যাঁ। কাজ যখন থাকে না, তখন নটুয়া দল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়
বিদাসরা কবে থেকে। সে কাজও ও নষ্ট করে দিল। আমরা করতাম
ালবাউদল, বীর কুয়ার, রাবণবধ, কংসবধ, ভালো ভালো নাচ-গান। ও
ধু নিজে খেল বানায়, আর রাজা-রানীর কিস্‌সা বলে। এই করে
ছলেগুলো আর পুরনো কাহিনী-কিস্‌সার খেল চায় না।

াক্‌, ও চলে যাক্‌।

াপনি চলে যান বিষুণের ঘরে।

াবার আসব। যুগলকে দেখতে হবে।

ুগলের হালত কি রকম ?

ালো নয়।

াঁচে যাবে ?

এখনো বলব না।

তবে আমার ঘরে থাকুন। খাবেন কি ?

আপনি যা খাবেন।

মুটঠি ভর মকাই।

তাই খাব। চাল কিনতে পাব না ?

বিষুণ যদি দেয়।

বিষুণের বাড়িটা ?

দেখিয়ে দেব।

হরিরাম যে তার বাড়িতে থাকবে না, তাতে বিষুণ কেওরি খুবই আশ্বস্ত হয়। বলে, চাল কিনবেন ? কেন ? তা কি চলে গ্রামে ? নিয়ে যান।

কাল ভারুত থেকে কেনা যাবে।

নেবেন না ?

কিনেই নিই।

না না, তাতে আমার বদনাম।

আমি নিই কি করে ?

আমি নাচার।

দিন তবে।

চাল এনে দেয় বিষুণ। ডাল, লবণ, তেল, পরিপূর্ণ সিধা। হরিরাম বলে দেওকী সিং এলেই জানাবেন।

এল বলে। ওদিকে দেখছেন না ?

ওরা কারা ?

তিনি ত আসবেন ঘোড়ায় চেপে। এরা তাঁরই নোকর লোক। খানা বানাবার ব্যবস্থা করছে।

ওগুলো ওদের সাইকেল ?

হ্যাঁ। সব নিয়ে এসেছে। খুব কট্টর, খুব খেয়ালী আর মেজাজী লোক তাতেই ওর চাকরিতে উন্নতি হল না। পরোয়াও করে না। কত জা

ওরই আছে ?

ভাত ও অনেক লঙ্কা সহযোগে অড়হরের ডাল হতে প্রায় বিকেল হয়। যুগল এখন ঘুমোচ্ছে। জ্বর যেন একই। হরিরাম যুগলের বউয়ের দিকে না তাকিয়েই বলে, জ্বরে কোনো ভয় নেই। ওষুধ পড়েছে, ভালো হয়ে যাবে।

যুগলের বউ ওর সামনের মাটি দু হাতে ছুঁয়ে কপালে ঠেকায়। প্রণাম করে। কাজলটানা চোখে জল নামে।

কানালের জলে স্নান। তার পর শালপাতায় খাওয়া। খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই খবর আসে, দেওকী সিং এসেছে।

সে খাওয়া-দাওয়া করুক। যাচ্ছি।

রাতে খায়। এক বার।

দিনে হাওয়া খেয়ে থাকে ?

দুধ-টুধ খায় বোধ হয়। প্রতাপকে ডেকেছে।

প্রতাপ আর হরিরাম যায়। হরিরামকে দেখে দেওকী সিং ভুরু তোলে। প্রশ্ন।

হরিরাম সবই খুলে মুলে বলে। ডাকসাইটে, মেজাজী খেয়ালী এবং প্রোমোশন না-হওয়া অফিসার আন্দাজে দেওকী সিং পাকানো, বুড়োটে ও সাধারণ চেহারার মানুষ। সব শুনে সে বলে, আপনার এখানে থাকার দরকার কি ?

আমি ত স্বেচ্ছায় আসিনি।

মিশন পাঠিয়েছে ?

হ্যাঁ।

এই মিশন। জোচ্চোর আর বদমায়েশদের আড্ডা। হরিরাম আস্তে বলে, রামানুজকে বলব ওর লোকদের নিয়ে চলে যেতে।

আপনি কেন ? আমিই বলব।

সে ত সব চেয়ে ভালো হয়। একটা অনুরোধ।

বলুন।

আমাকে ত একটা সংস্থা পাঠিয়েছে। ওর সঙ্গে আমার দেখা করার কথাও ছিল। আপনি যখন যাবেন, আমাকে যদি সঙ্গে যেতে দেন।
আপনি এবার থামুন। প্রতাপরাম, তুমি বল। এই কুর্মিরা হল অসম্ভব ছোটলোক। একটা গ্রামের সব জমি কি করে কুর্মিদের হাতে যায় তাও বুঝি না। রাজপুত, হ্যাঁ, রাজপুত থাকবে জমিমালিক। এরা জমির মালিকানাও ভোগ করবে, আবার সরকারি জমি, খাস জমিও নেবে, আর নিজের সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ত। খালও কেটে নেবে ইচ্ছেমতো।
হরিরাম মনের খাতায় হিশেবের মিল পায়! দেওকী সিং ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী কি না এখনো জানা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে, পিপলছাঁও আসার পিছনে ওঁর রাজপুত রক্তও কাজ করছে। দেওকী সিং মিশন বিরোধী, কুর্মি বিরোধী।
প্রতাপ এখন বলে যায় সব। সব শুনে দেওকী সিং হঠাৎ চেঁচিয়ে হাঁকেন, গোবিন্! দুধ!
হজৌর।
রূপকথার দৈত্যের মতো ত্বরিৎকর্মা গোবিন্ এক গেলাস দুধ আনে। দেওকী সিং দুধটা খান। তার পর মুখ মুছে বলেন, গ্রাম থেকে গ্রামে, বুঝলেন? জমির কেস করতে করতে পেটে হয়েছে ঘা। দুধ খেতে হয় বারবার। প্রতাপ!
প্রতাপ আবার বলতে থাকে। সব শুনে দেওকী সিং বলে, বটে? তা হলে ত আইন আর শৃঙ্খলার ব্যাপার চলে এল বলে। বাঃ, রামানুজ তা হলে খেতমজুর এনেছে? প্রতাপ?
জি হুজৌর?
ও খেতমজুররা যদি কাজ না করে, তা হলে তোমাদের দিয়ে কুর্মিরা ফসল কাটাবে কি না, আমি তা দেখতে যাব না। কথাবার্তা বলবে তোমরা। আমি হাজির থাকব। যাতে···না না না, ওরা যেতে রাজি আছে ত? তাও ত জানি না। ওরা যদি থাকতে চায়, তা হলে ওদের আমি যেতে

বলতে পারি না। দাঁড়াও...শুনুন।
বলুন।
আপনার নাম ?
হরিরাম।
অন্য কোনো নাম নয় ত।
না।
আগে আপনি যান। রামানুজ মানবের সঙ্গে কথা বলুন। বেসরকারি এক্তিয়ারে বলছি, রাজি করান। তার পর এখানে ডাকুন। তখন আমি বলব। প্রতাপ, তোমরাও কোন গণ্ডগোল কোর না। ওরা চলে গেলে আমার সামনে কুর্মিদের সঙ্গে কথা হবে। তার পর দেখা যাবে।
ফসল কাটার সময়ে ?
আমি ত ভারুতে থাকব। চারদিকে গণ্ডগোল। সরকারের ক্ষমতাও হচ্ছে না এ-সব থামাবার।
এই ত ভালো, আগে থেকে যদি থামানো যায়।
হরিরামজি আমি সেজন্যেই এসেছি। ভালো কথা, আপনার জাত কি ?
মিশনে মানুষ শৈশব থেকে। ওরা নাম দেয় হরিরাম মাহাতো।
দেওকী সিং বলে, না না, আপনি আদিবাসী হবেন। নিজের মাথার খুলির আকার দেখেছেন ?
না।
বলুন ত, এত গণ্ডগোল কেন ?
আপনি বলুন।
পুলিশকে ক্ষমতা দিচ্ছে না বলে।
তা হবে।
আর-এক কথা।
কি ?
রামানুজকে ডেকে আনবেন কিন্তু।
আনব।

রামানুজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে প্রতাপ বলে, কিছু বুঝছেন ? কি রকম কথা বলে যেন।

খ্যাপাটে আছে।

প্রতাপ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, আমি যাব না। আপনি একা যান। ওই দেখা যাচ্ছে ওর বাড়ি। আর পশ্চিমে যে বাগিচা দেখছেন আমের, তার পিছনে ঢাকা পড়েছে কুর্মিদের বাড়ি। ওই ওদের সীমানা শুরু হল। আম-লিচু-পেঁপে-আতা-লেবু-জাম, কোনো ফল কেনে না। আলু থেকে কোনো সবজি কেনে না। লবণ আর কেরোসিন ছাড়া কিছু কেনে না। তেল হয় খেতের সরষে থেকে, আখ হয় কত। চিনি করিয়ে আনে। খেতমজুর যদি খেতে আবাদ হত, তা হলেই সব হত।

হরিরাম এখন এগোয়। রামানুজ মানবের বাংলোবাড়ি ক্রমেই স্পষ্ট হয়। টালি নয়, খড়ের বাংলো। স্কুলবাড়ির মতো টানা দালানের কোলে পরপর ঘর। অনেকটা জায়গা সামনে। সমস্তটা জায়গা মনসা-বেড়ায় ঘেরা, দালানে রেলিং। পিছনে সম্ভবত রান্নাঘর, চাকরদের ঘর। টিউবওয়েল চালাবার শব্দ।

হরিরাম দালানের সামনে দাঁড়ায়। চওড়া দালান। অনেক চেয়ার ছেটানো-ছড়ানো।

রামানুজজি !

ভেতরে ব্যস্ততা। একজন দরজা খুলে মুখ বাড়ায়। হরিরাম বলে, রামানুজজি আছেন ?

আপনি কে ?

মিশন থেকে আসছি। মাহাতো।

বলছি।

এবার লোকটি তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। সোফা-কাম্ বেডে শুয়ে রামানুজ মানব পেশেনস খেলছে। উঠে বসে। বলে, সোজা আসেন নি কেন ?

হরিরাম চেয়ার টেনে বসে।

এসেছেন ত অনেকক্ষণ।

আমি ত আপনার কাজে আসি নি।

তবে ?

মিশন পাঠিয়েছে।

আমার জন্যেই ত।

ওটা, মানে ও গল্পটা থাকুক। এখন শুনুন। গ্রামের পরিস্থিতি খুব ভালো নয়। আপনি ওদের দিয়ে দিল্লীতে নাচ-গান করালেই পারতেন। একটা খারাপ পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো করার জন্যে ওদের খেত-মজুর হিশেবে লাগাতে গিয়ে ঠিক করেন নি। আপনি কি খেতমজুর জোগাবার ঠিকাদার ?

রামানুজ ক্ষেপে যায় নিশ্চয়। কিন্তু এখন ও বিপদে পড়েছে। মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। প্রতাপরাম ভুল বুঝছে।

কিরকম ?

একেবারে সাধারণ মানুষ, গরিব খেতমজুর, এদের নিয়েই আমার নটুয়া দল। ইন্দিরা গান্ধী এ-কাজের মর্ম বুঝতেন। আমাকে উৎসাহ দিতেন। উৎসাহ মানে ত টাকা। সে ত এ আমলেও পাচ্ছেন। আর আমি ও-সব বুঝি না। বলবেন না।

আপনি কি করে মিশনে থাকেন…

তা আপনাকে দেখে নিতে হবে না।

খেতমজুরদের যদি কেউ লাগাতে চায়…

তার পর কি হল ?

প্রতাপ যে-রকম মারমুখো হয়ে উঠেছে…

আপনি চলে যান।

বেরতে পারছি না।

সত্যিই ওরা ক্ষেপে আছে। আমার মনে হয়, আপনি আপনার লোকদের নিয়ে চলে গেলেই ভালো। আপনি চলে গেলে যা হবার প্রতাপদের আর কুর্মিদের মধ্যে হবে। আপনি থাকলে তেমুখো লড়াই হবে।

আমাকে মারবে ?
মারতে পারে।
এই সামান্য কারণে ?
ওরা ত বছর বছর দিল্লী যাচ্ছে না, লাখ লাখ টাকা পাচ্ছে না, ওরা সামান্য খেতমজুর, ওদের বাঁচার কথা ভাবছে।
আমাকে মেরে ওদের লাভ ?
হরিরাম হঠাৎ বুঝল এবং বলে বসল, এখন বিশ্বাস হল আপনি যেই হোন, খেতমজুরের ছেলে নন, হয়ত রবিদাসও নন, হয়ত ওরা যা বলে তাই ঠিক।
কি বলে ?—রামানুজের গলা ক্ষীণ।
আপনি রামানুজ নন।
রামানুজ চুপ করে রইল। তার পর বলল, আপনি কি বলেন, চলে যাব ?
চলে যান। ওদের নিয়ে যান।
ওদের ?—রামানুজ একটা অদ্ভুত গলায় হাসল। বলল, ওরা মানে সেই খেতমজুররা ? সব হারামজাদা, বেইমানের বাচ্চা। প্রতাপরা কি বলেছে কে জানে। ওরা তিন দিন ধরে রাতের আঁধারে ভাগছে। আছে ত চোদ্দজন।
কেন চলে গেল ?
বলছে, খেতমজুরে-খেতমজুরে দাঙ্গা করে কি হবে ?
এটা আমাদের গ্রামও নয়। বিভূঁয়ে মার খাব ?
কত বললাম। কুর্মিদের বন্দুক আছে। তাতেও ভরসা পেল না।
আপনার ধান্দা কি ? কুর্মিদের বন্দুকের ভরসায় রবিদাসদের মধ্যে বিবাদ বাধাচ্ছেন ? আপনি কখনো রবিদাস নন।
ও কথা থাকুক।
এখন কুর্মিরা যদি বলে, আনো তোমার খেতমজুরদের। তা হলে ? তা হলে ত আপনি ফাঁসলেন।

সেজন্যেও বেরুচ্ছি না।

তা হলে চলে যান।

যাব। আজই যাব।

ওদের নিয়ে যান।

কাদের?

যারা রয়ে গেছে।

নিয়ে যাব? কেন?

আপনার দায়িত্ব ওরা।

আমি···আমি···নিয়ে যাব।

হ্যাঁ, নিয়ে যাবে বদমাস। শয়তান কোথাকার। এখন ওদের ফাঁসিয়ে যেতে চাও!—হরিরাম রেগে ওঠে। রাগতে পেরে, গাল দিতে পেরে ওর খুব ভালো লাগে।

নিয়ে যাব।

এখন পুলিশ অফিসারের কাছে চল।

পুলিশ? গ্রামে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, চল।

পুলিশ এসেছে ত প্রতাপ রামকে ধরছে না কেন? ওকে ধরলেই সব হাঙ্গামা মিটে যায়।

তুমি বদমাশি চালাতে পার। প্রতাপের আর্জিতে পুলিশ এসেছে। তুমি চলে যাও। আর প্রতাপের কথা হল, এ গ্রামে দ্বিতীয়বার আসবে না। এলে ওরা মেরে ফেলবে।

রামানুজ বেরিয়ে আসে। একদম কথা বলে না ওরা পথে। দেওকী সিং রামানুজকে দেখে হরিরামকে বসতে বলে, রামানুজকে বসতে বলে না এবং প্রথম সম্ভাষণেই বলে, কি মনমোহন চৌধুরী, হঠাৎ রামানুজ মানব সাজলে কেন? গোরখপুর জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলে তাই ভাবছিলাম। মানে পুলিশ ভাবছিল। তা একেবারে রবিদাস? তখন বুঝলাম, রবিদাস সাজা সুবিধার। কত নিচু জাতি কত উপরে

উঠেছে। অ্যাঁ? গোবিন্দ। দুধ।

দুধ খায় দেওকী সিং। অপার আনন্দে খিকখিক করে হাসে। বলে, কুমিরাও জানত, অ্যাঁ?

প্রতাপ বলে, হরিরামজি, আমি কি বলেছিলাম? ও রামানুজ নয়, হতে পারে না।

দেওকী সিং বলে, চুপ করো প্রতাপ। তার পর? রামানুজ? তুমি একা মানব, আর সবাই কি দানব? খি-খি-খি। কা তামাশা দেখালে।

রামানুজ একটা কথাও বলে না।

দেওকী সিং বিষুণ, হরিরাম, প্রতাপ, এদের বলে, ছাত্র ভালো ছিল, রাজনীতি করত, থিয়েটারও করত। হঠাৎ বনল থিয়েটারের লোক। তখন নাম হয়েছিল রণজি দেশাই আর বহু জায়গায় থিয়েটার দল আনব বলে টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়ত। গোরখপুরে ধরা পড়ে, জেলেও যায়। বেরিয়ে গিয়ে ঢুকল এক মিশনে। সাহেবী মিশন। তাদের গ্রাম নেপাল বর্ডারে। সেখানেও ছিল এক দেশাই। সেখানেই থেকে গেছে জানি।

রামানুজ বলল, আমি যেতে পারি?

আরে শোনই না। সেখান থেকে বেরিয়ে ও যে রামানুজ মানব হয়েছে আর বজ্জাতি করে বেড়াচ্ছে, তা কে জানত? যাবে ত বটেই। সঙ্গে আমার লোক যাবে।

পুলিশ যাবে?

নিশ্চয়। ঘর থেকে একদম তৈরি হয়ে বেরুবে। কোথাও যাবে না। তারপর তুমি যাবে ভারুতে, থানায় থাকবে। প্রতারণা করাও একটা অপরাধ বৈকি।

শুনুন, আমি চলে যাচ্ছি।

না বাপু। আজ যেতে দেব, কাল দিল্লীর মদত নিয়ে আবার কি চেহারা ধরে ফিরে আসবে তা কে জানে।

আপনি কি আমাকে আটকাতে পারেন?

ভারুতের থানায় নিতে পারি। আমি কে বল? চুনোপুঁটি বৈ ত নই।
তবে থানায় রাখতে পারি হপ্তাখানেক। ততদিনে ওপর মহলে জানানো
হয়ে যাবে। অর্ডারও পেয়ে যাব, তাঁরা যা বলেন তাই হবে।
থানা থেকে ফোন করতে পারব?
ভারুত থানায় ফোন? দেখ, তুমি দিল্লীর পেয়ারা তুলারা—তোমার জন্যে
যদি ফোন বসিয়ে দেয়।
হরিরামজি, আপনি ডেভিডকে জানাবেন?
যখন যাব, জানাব।
ম্রিয়মান ও বিমর্ষ রামানুজ চলে যায় স-পুলিশ। হরিরাম বলে, আপনি
কি ওকে থানায় আটকে রাখবেন?
নিশ্চয়। তা, এর ব্যবস্থা ত হল। এখন আপনিও চলে যান। আপনি
থেকেই বা কি করবেন?
ওর কি শাস্তি হবে?
দূর মশাই। তাতে আমার কি? আমাকে ঠকায় নি, গ্রামের লোকদের
দুটো পয়সা দিয়েছে। দিল্লী দেখিয়েছে, তাদেরও ঠকায় নি। এখন
এই খেতমজুর জোগান দিয়ে কোনো ঝামেলা বাধাত, ঝামেলা ত এরাই
বাধিয়ে রেখেছে।
প্রতাপ বলল, আর কি করব?
যে যার ঘরে চলে যাও। আমি আগে রামানুজ মানবের বেরবার ব্যবস্থা
দেখি। কাল সকালে তিনটে কাজ। কুর্মিদের খবর দেব, তোমরা
আসবে, কথা হয়ে যাবে। দুসরা কাজ, শান্তি রক্ষা করে কাজ করতে
হবে দু দল লিখে দেবে, চাই কথা দেবে। তিসরা কাজ, হরিরামজি চলে
যাবে।
হরিরাম বলে যুগলের কথা। দেওকী সিং বলে, প্রতাপ চলে যাও।
হরিরামজি, তবে তিনদিন দেখবেন, তার পর চলে যাবেন। প্রতাপ ও
খালগুলো আমি বুজিয়ে দিয়ে যাব।
তার পর হরিরামকে বলে, কেন দেশের এ হাল বলুন ত? পুলিশের

উপর মানুষের আস্থা নেই বলে। আমি মানি দুজন নেতাকে। বুঝলেন ?

কে কে ?

গ্যারিবলডি আর নেতাজী।

খুব ভালো।

এর পরেই দেওকী সিং আন্তরিক আনন্দে হেসে বলে, যত কাজ করছি, সব প্রায় বে-এক্তিয়ার। আবার বদলি করল বলে। করুক। আমার রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারবে না।

কিসের ?

এত বদলি কেউ হয় নি। ঠিক আছে, হব বদলি। কিন্তু যতদিন ভারুতে আছি, আরেকটা বেলচি, আরেকটা পুপ্‌রি হতে দিচ্ছি না। এখন কি করব বলুন ত ?

বিশ্রাম করবেন।

কক্ষনো নয়। গ্রামে রোঁদে বেরুব টর্চ নিয়ে। কাল দেখবেন আরো তামাশা। মনমোহনের তামাশা কেমন দেখলেন ? আরে, ঠকিয়েছে ওই মিশনকে, দিল্লীর সরকারকে! আমার তাতে কি ? আমার এক্তিয়ারী কাজ নয়।

বেরিয়ে আসে হরিরাম। দেওকী সিং হাঁকে, গোবিন্‌! টরচ বাতি! দো সিপাহী।

জি হুজৌর।

প্রতাপ দাঁড়িয়েছিল দূরে। হরিরামকে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে ও। বলে, দেখতে পেলে ক্ষেপে যাবে। চলুন, ঘরে যাই। ঘুম পাচ্ছে।

চলুন।

রামানুজ কুর্মিদের কাছে যাবে না ত ?

পুলিশ থাকছে। আর আমাদের কিছু করার নেই। বেজায় ঘুম পাচ্ছে।

পাবেই ত।

তবু মাগনদের খেত চৌকি দিতে হবে।

অন্যরা নেই?

তারাই ত দিচ্ছে। আমি এক ঘুম ঘুমিয়ে চলে যাব। আমরা চার-পাঁচজন।

যুগলকে দেখে যাই!

দেখুন।

যুগল বলে, ভালো আছি।

হরিরাম ডিবরির আলোয় আবার ঘা পরিষ্কার করে। ওষুধ লাগায়। প্রতাপের ঘরে গিয়ে সামান্য খেয়ে ও শুয়ে পড়ে খড়ের মাচানে। ঘুম আসে নিমেষে।

কিছুক্ষণ বাদে প্রতাপ ওকে ডেকে তোলে।

কি হল?

দেখুন, রামানুজ চলে যাচ্ছে।

বেরিয়ে আসে হরিরাম। হ্যাঁ, রামানুজ যাচ্ছে। সঙ্গে পুলিশ দুজন। দেওকী সিং কি বলতে বলতে কিছুদূর যায় ও দাঁড়িয়ে থাকে। রামানুজের পেছনে কয়েকটি আবছায়া মানুষ। সেই খেতমজুরগুলি।

প্রতাপ বলে, এত কম?

অন্যরা ত পালিয়েছে আগেই।

ভালো। ঘর চলুন।

ঘরে এসে প্রতাপ বলে, এখানে কেন এসেছিল রামানুজ সেজে, তাই বুঝলাম না।

ক বছর আসছে?

বছর তিনেক।

হরিরাম ঘুম-ঘুম গলায় বলে, হয়ত বছর তিনেক আগেই আপনাদের তরফ থেকে ইউনিয়নের কাজ-কর্মের উপর অনাস্থা দেখা দিয়েছিল। হয়ত তা আপনারা লুকোবার চেষ্টা করেন নি।

না না, ইউনিয়নেও অনেকে আছে, যারা মনে করে সর্বদা আর্জি-আপীলে কাজ হয় না।
তাই ত বলছি, আপনারা বিশেষ করে হাতিরার নিয়ে লড়বার কথা ভেবেছেন। যে কম্যুনিস্ট পার্টির ইউনিয়ন, সে পার্টি আর কোথাও না হলেও, বিহারে হয়ত হাতিয়ারী লড়াই করতে পারে। হাতিয়ারী লড়াই হলে তাকে ধরে নেয় নকশালী লড়াই বলে। হতে পারে, তাই বিশেষ করে আপনাদের ইউনিয়ন ভাঙবে বলেই ও এখানে এসেছিল। আর নটুয়া দলের ধান্দাও ছিল। ওই দল দেখিয়ে ও লাখ লাখ টাকা পেয়েছে।
প্রতাপ চুপ করে থাকে। তার পর বলে, কেউ নকশাল নেই এখানে। তবু হাতিয়ারী লড়াই, হাঁ হাতিয়ারী লড়াই করতে হবে। কি, ইঁদুরের মতো পিষে মারবে? বেলচিতে কি হয়েছিল? পুপ্রি কত দূরে? কে বাঁচাবে আমাদের? দেওকী সিং আজ আছে, কাল থাকবে না। তখন?
যা বলছে তা করুক? খাল না কি বুজাবে?
কত করবে? পুলিশ কি অত করে?
করতেও পারে। খ্যাপা লোক।
ও ত এমনি করে নওয়াগঞ্জ গ্রামেও খুব কাজ দেখিয়েছিল। দিল ওকে বদলি করে।
ভরসা রাখতে হবে।
আপনি ঘুমান, আমি যাই।
আপনার মা, বউ, বাচ্চা সব ঘরছাড়া করেছি, না?
তারা যুগলের ঘরে ঘুমাচ্ছে।
আপনি একা যাবেন না।
না, যাই না।
কুর্মিদের দেখছি না ত গ্রামে ঘুরতে-ফিরতে?
বাঘের বিষয়ে একটা কহাবৎ চলে জঙ্গলে। একবারই গিয়েছিলাম

হাজারীবাগ সরকারী জঙ্গলে। শুনেছিলাম, বাঘকে আপনি দেখছেন না, বাঘ কিন্তু আপনাকে ঠিকই দেখছে। কুর্মিদের আপনি দেখেন নি। কুর্মিরা আপনার সব খবর রাখছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি চলি।

চলে যায় প্রতাপ। হরিরাম ভাবে, আর ঘুম আসবে না। তবু ঘুম আসে আর স্বপ্নের মধ্যে সচদেব আবার তার কাছে এসে গায়ে হাত রাখে। আবার বলে, মিশন ছেড়ে দিন।

সকালে ঘুম ভাঙে বেলাতে। কানালের জলে প্রাতঃকৃত্য। কানালের জলে মুখ ধোওয়া। প্রতাপের বউ দেয় নুন-চা। নিঃসঙ্কোচে বলে, ভৈয়া, কড়া ত হয় নি বেশি?

না, না ঠিক আছে।

চা খায় হরিরাম। স্বাদ ভালো করার জন্যে আদাও দেওয়া হয়েছে। প্রতাপের বউ একবাটি মকাইয়ের খই দেয়। বলে, কি দিই? আপনার কষ্ট হচ্ছে অনেক।

এত ভালো জিনিস আমি কখনো খাই নি ভাবী, এমন যত্ন করে কেউ আমাকে খেতে দেয় নি।

কেউ নেই?

কেউ না।

শাদি করে নিন ভৈয়া।

হরিরাম বলে, আমি যুগলের কাছে যাই।

যুগলকে আবার অ্যাম্পিসিলিন ইঞ্জেকশন দেয় হরিরাম। বলে, বেঁচে গেলে মনে হচ্ছে।

উঠে হাঁটব কবে?

আরো কদিন যাক।

এখন ত কাজ।

আগে ভালো হও।

এখানেই ওকে ডাকতে আসে প্রতাপ। বলে, চলুন। ঘরে বসি দেওকী সিং কুর্মি লোকদের ডেকেছে।

বিষুণের চাকর ওদের ডাকতে আসে। গিয়ে দেখা যায়, দেওকী সিং দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে গাছতলায়। সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি লোক।

প্রতাপ ফিসফিস করে বলে, রামধারী, উদল, রামাবতার। শিবপূজন আসবে না।

কেন?

বিষুণের বাড়ি উঠেছে কেন দেওকী? এখানে এলে শিবপূজনের মানহানি হবে না?

রামাবতার বোধহয় সেই কথাই বলছিল। দেওকী সিং বলল, না না, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

খানা-উনা ভেজে দিই?

না: আমি নিজের রেশন আনি, নোকর খানা বানায়। দেওকী সিং ত এতদিন চাকরি জীবনে কারো ঘর থেকে কোনো জিনিস নেয় নি, এখনো নেবে না।

ভালোবেসে পাঠাতাম কিছু?

ভালোবেসে? না না। আরে আমার আপনজন যারা, সেই রাজপুতদের সঙ্গেই ভালবাসা হল না, সময়ই মিলল না, এখন আপনাদের সঙ্গে! ও-সব কথা থাকুক।

বেশ কাজের কথা বলুন।

শিবপূজন কোথায়?

তার শরীর খারাপ।

সকালে মাঠে ঘুরছিল।

তা জানি না।

এখন জানবেন। সকলকে সামনে রেখে কাজের কথা বলব। পিপলছাঁও একটা হতভাগা গ্রাম। এখানে ত আমি ইয়ার্কি করতে আসি নি

সরকারী পয়সায়। দৈতারি! হুজুরি!

হুজৌর!

শিবপূজন কুর্মিকে ডেকে আনো। গোবিন্!

হুজৌর!

যত কুর্মি মিলে, আনো।

আমকাঠের অত্যন্ত ভারি সব চেয়ার আসে। রামধারীরা কেউই বসে না। কিছুক্ষণ বাদে হরিরাম একটা চেয়ারে বসে। প্রতাপ দূরে বসে মাটিতে। দেওকী সিং বলে, আপনার রুগী কেমন আছে?

ভাল আছে। মনে হয় সেরে যাবে।

এখন শিবপূজন কুর্মি এসে পৌঁছয়। অত্যন্ত রেগে গেছে সে। বলে, কি ব্যাপার? ডেকে [illegible]িয়েছেন কেন?

[illegible] বলে। আমি ডেকে পাঠালে আপনি আসবেন? আমি কে আপনাকে কৈফিয়ৎ দেব?

[illegible] মুখ বের করে জমায়েতটি দেখে ও সুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে যায়।

দেওকী বলে, আপনারা বসলেই ভালো করতেন।

শিবপূজনরা তবু বসে না এবং যে যার জায়গায় চেয়ে থাকে গভীর সন্দেহে। এখন দেখা যায় পথ ধরে তিনজন পুলিশ আসছে। তারা সাইকেল হাঁটিয়ে আনছে। কাছে এসে তারা দেওকীকে সেলাম করে ও কয়েকটি কাগজ দেয় হাতে। কাগজগুলিতে চোখ বুলিয়ে দেওকী সিং গভীর সন্তোষে বাতাসের উদ্দেশে বলে, আমার উপরে মখ্খন চৌবে, তার উপরে রাজরাম সিং এ রকম যোগাযোগ তিন-চার বছরে একবারই হয়। কিন্তু যখনই হয়, তখনই খুব ভালো ভালো সব কাজ হয়।

শিবপূজন ও অন্য তিনজন কুর্মি পরস্পরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করে এবং শিবপূজন বিস্মিত কণ্ঠে বলে, কি? মথুরা সিংজি কোথায় গেল? বলেছিল থাকবে?

দেওকী সিং হাঁকড়ে ওঠে, কি? পুলিশ ডিপাট কিনে রেখেছে নাকি

কুর্মিরা? চার পয়সার জাগীরদার সব। আমার হাতে কি আছে জানো?

আরে আরে সিংজি, তা বলি নি।

খুব মজা মিলেছে, না? পুপরিতে হারামি হল, মন্ত্রী একবারও এল না! ভাবছে সব মন্ত্রী বনেগেছ, তাই না? উদল কুর্মিকে ত আমি এখনি গ্রেপ্তার করতে পারি। থানায় গিয়ে যখন টাকা রেখে এলে, আমি ভিতরের কামরায়, আর মথুরা সিংজি সাসারামে বদলি। সবাই কুর্মির টাকা ঘুষ খায় ভেবেছ? রাজপুত আমি, আর আরাতে আমার জমি যারা চষে তাদের যা জোত দিয়েছি, তোমাদের চেয়ে বড় বড়। বাপের আমলের দেবত্র জোত। মোটরে চেপে ঘুরে দেখতে হয় বুঝেছ?

শিবপূজন বলে যা হয়েছে, তা হয়েছে, এখন কি বলবেন বলুন। আপনাকে সবাই চিনে আর জানে :

নিজের টাকায় গাড়ি রাখি আমি ভারুতে। আমার সিপাহীদের সাইকেল আমি কিনে দিয়েছি।

বলুন, কি বলবেন।

তোমরা বদমাশি করছ কেন?

এ কিরকম কথা আপনার।

হরিরামজি, লক্ষ্য করুন। আপনি শিক্ষিত, তাই আপনাকে 'আপনি' বলছি। কিন্তু এদের বলছি 'তুমি'। কেন? কেননা এরা একটা বড়দরের প্রতারককে প্রশ্রয় দিয়েছে। শোনো শিবপূজন। রামানুজ মানব ছিল এক দানব। বড় চিটিংবাজ। ভারত সরকারকে প্রতারণা করেছিল। তাকে তোমরা এতদিন ধরে জেনেশুনে প্রশ্রয় দিয়েছ।

আমরা জানতাম না।

খুব জানতে উদল। ওর পয়সায় বিলাইতি খেতে, ওর জিপে পাটনা বেড়াতে। সে বেশ করেছ। সে রামানুজ, ওরফে মনমোহন ত গ্রেপ্তার। তার খেতমজুরারও ভেগেছে।

এখন শিবপূজন চেয়ারে বসে ও অন্য তিনজনও বসে।

শিবপূজন বলে, কেস হোগা, কা ?

হতে পারে।

আমি কিছু জানি না।

কেস উঠলে আদালতকে বোল। ও ত চারশ উনিশ ধারায় ফেঁসেছে। ফাঁসলে পরে তোমাদের সাক্ষী দিতে দৌড়াতে হবে। আমি ত প্রথম রিপোর্টে তোমাদের নাম ওর সাহায্যকারী বলে লিখে দিলাম। আর আদালতে যাবে কি করে ? নিজের নাক কেটে নিজের যাত্রাভঙ্গ করেছ। খাল কেটে রেখেছ। ওটাও একটা দণ্ডনীয় অপরাধ। আমাদের তিন অফিসারের জুটি থাকতে থাকতে ওতেও ফাঁসাব তোমাদের। আঃ, মখ্খনজি আর রাজরামজি পিপলছাঁওয়ের কুর্মিদের উপর যা খুশি। হাতে পেলে আচার বানাবে। খুব নাকাল করাবে, ছুট করাবে, থানা বলতে ভারুত, সেখানে আমি।

শিবপূজন এবার বলে, অনেক হাঙ্গামা উঠিয়ে লাভ কি ? শান্তিপ্রিয় লোক আমরা। কোনো গোলমাল নেই গ্রামে। জানেন ত সব। সব-কিছু—

খাল কেটেছ কেন ?

রবিদাসরাও ত জল নিচ্ছে।

সেজন্যে ত কাটনি। আমি নিজে দেখে এসেছি, খাল কাটার ফলে সরকারি সড়ক বন্ধ। ব্যাপারটা কি ? কুর্মি লোক ত আমার ও দিকে জোত রাখে না, তাদের চিনি না। কুর্মিরা কি সরকারের বাপ ? মন্ত্রী আসবে তিন মাস বাদে বিরহিতে কৃষিমেলা উদ্বোধন করতে, সে কি হামা টেনে পথ চলবে ?

কি ভেবেছ ?

ও বুজিয়ে দিতে হুকুম দিন, বুজাচ্ছি।

কেটেছিলে আমার হুকুমে ? আজই খাল বুজাও।

সিংজি লোক কোথায় অত ?

ব্যবস্থা কর।

আর কি।

রবিদাসদের সঙ্গে খেতমজুরি বন্দোবস্ত কর।

সে-সব কথা পরে হবে···

এখনি হবে। প্রতাপ। চলে যাও, খাল বুজাতে বল তোমার লোকজনকে।

তারপর তুমি ঘুরে এস।

প্রতাপ চলে গেলে কুমিরা স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

রামধারী হরিরামকে দেখিয়ে বলে, ইনি ?

দেওকী সিং হরিরামকে ঘাবড়ে দিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে বলে, গুপ্তচর বিভাগের লোক। এ এসেছিল রামানুজকে ধরবে বলে।

অফিসার ?

কি বললে উদল ? অফিসার ? তোমার কাছে সে কথা বলতে যাব ? দাঁড়াও, পুলিশের কাজে বাধাদানও একটা অপরাধ, লিখে রাখি।

হরিরাম মনে মনে বোঝে, লোকটি একেবারেই পাগল। কিন্তু কি করে, দেখতেও কৌতূহল হয়।

শিবপূজন বলে, খেতমজুর লাগানো ত আমাদের ইচ্ছামতো হবে। তাতে আপনি কি করবেন ?

দেওকী বলে, বলে যাও। খুব শান্তিপ্রিয় লোকের মতো কথা। কাজও সে রকম। খাল কেটেছ। মাগন আর চৈতার ফসল কেটে নিতে হুমকি দিচ্ছ। প্রতাপকে খুন করবে বলে শাসিয়েছ। সরকারের অনুমোদিত একটা ইউনিয়ন, তার সদস্য হয়েছে বলে গ্রামের রবিদাসদের ঘর জ্বালাবে বলেছ।

এ ত ওদের কথা, বিষুণ কেওরির কথা বনাম আমাদের কথা। আদালতে এ কথার দাম আছে ?

নিরানব্বই বার থাকে না। তাতে পার পেয়ে যাও। এবার থাকবে। একবার ত পাশা উলটায়। আমাকে তুমি ভালো করেই জানো। জেদ চাপলে আমি অনেক দূর যাই।

এ-সব কথার জবাবে কি বলব ?

হালত খুব খারাপ করে ফেলেছ। এখন প্রতাপ সামনে নেই, ভালো কথা বলি। রামানুজ, থুড়ি, মনমোহন আর আসছে না। ওর খেতমজুরদের পাচ্ছ না। আমি বলি, এদের সঙ্গে কথা বলে নাও। সমঝোতা—সহযোগিতা কর। বাইরের লোক আনতে গেলে মুশকিল হবেই।
ওরা আনতে দেবে না। সেও বেআইনী। সেটা আপনি দেখবেন না?
দেওকী সিং 'তুমি' দিয়ে শুরু করেছে, তাই 'আপনি' বলে না। কিন্তু 'তুমি' রেখেই আন্তরিক হয়। বলে, ভৈয়া, তোমরা গ্রামের পুরনো খেতমজুর হটিয়ে বাইরের মজুর আনলে, তা যদি বেআইনী না হয়—ওরা বাইরের মজুর আনতে দেবে না তা কেমন করে বেআইনী হবে? আরো বুঝে দেখ—যদি আইন ভাঙে তখন কাজ দেখাব। আগে কি করব?
এখনো ত এসেছেন।
তোমরা হাঙ্গামা বাধিয়েছে। ওরাও ভয় পেয়েছে। আর এক কথা এখন ত আমি দেখবই, যাতে আরো হাঙ্গামা না উঠে। তাই ফয়সালায় এস।
শিবপূজন হায়েনার মতো দাঁত বের করে হাসে। রাগের হাসি! প্রতিহিংসার। বলে, হোক কথা। কিন্তু মজুরি নিয়ে আপনি কোনো কথা উঠাবেন না।
হোক কথা।
আর, কাকে কাকে নেব, তাও আমরা বুঝব।—নিশ্বাস ফেলে শিবপূজন। বলে, সিংজি, দিন আমাদেরও আসবে। কুর্মিরা সরকারি খাতায় অনুন্নত সম্প্রদায়। তাতে আপনি আমাদের ঘৃণা করেন।
কৈসে? আমার আদর্শ গ্যারিবলডি ঔর নেতাজী। আমি কেন কুর্মিদের ঘৃণা করব?
ওই যাদের নাম বললেন, নেতাজী আর কে, ওরাও কুর্মি লোককে তাহলে ঘৃণা করতেন।
ছুঃ। তোমার কথায় থু। কাদের নাম বলছ নিজেই জান না। নেতাজী কে, তা জান?

উদল বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাসের ভিতরে ছবি দেখেছি। ভারতমাতা নেতাজীকে তরোয়াল দিচ্ছেন।

জাতপাঁত ? না না। রবিদাসের রিপোর্ট লিখেছি। সেজন্যে এসেছি। উঠেছি কেওরির বাড়ি, মাহাতোকে 'আপনি' বলছি। তোমরা লেখাপড় শিখ না, সরকার-পুলিশ মান না, এ-সব আমি পছন্দ করি না। এইজন্যে কুর্মি লোকের জোতজমা থাকতে নেই। ট্রাক্টরে চাষ করলেই কি শিয়াল বাঘ বনে ? ট্রাক্টর বা কেন ? আমি মেশিন পছন্দ করি না। আমার যত জমি, সব মানুষ আবাদ করে, অন্ন পায়। গো-বিন্‌।

হুজৌর।

দুধ।

দেওকী সিং উঠে যায়। বলে, আসছি।

এখন কুর্মিরা কথা বলে হরিরামকে উপেক্ষা করে। রামধারী বলে শিবপূজনজি! সব মেনে নিলেন ? দশদিন চোরের একদিন সাধুর। প্রতাপ রামের সঙ্গে কথা বলতে হবে ?

তোমরা বুঝ না। দেওকী সিং কি থাকতে এসেছে ? ও চলে যাবে তখন থাকবে প্রতাপরা, থাকব আমরা।

প্রতাপকে মেরে দেব।

চুপ করো উদল।

আপনিই ত বললেন···

চুপ করো গাধা।

দেওকী সিং চলে আসে। প্রতাপ, মাগন ও চৈতা। হরিরাম দেওকীকে বলে, আমি যাই।

কেন ?—দেওকী ফিসফিস করে বলে, অফিসার বানালাম না আপনাকে ? থাকুন।

যুগলকে দেখবঁ একবার।

হরিরাম ভাবে, দেওকী ভেবেছে, ওরা তাতে ঘাবড়েছে। বিন্দুমাত্র নয়। বিহারের জোতদার জাতে কুর্মি হলেও নির্মমতায় অন্য উচ্চ বর্ণের

জোতদারের সমান। প্রশাসন তার পিছনে হামেহাল মোতায়েন।
অনেক পরে প্রতাপ আসে ঘরে। কপাল মুছে বলে, কি খচড়াই, কি খচড়াই ওই শিবপূজন কুর্মি।
হল ফয়সালা?
এক রকম। খাল বুজাবার ব্যাপারেই চটেছে। তার পর—গত বছর বাইরের মজুরদের দিল চার টাকা করে। সরকারি মজুরি আমাদের কখনো দেয় না। দু টাকা দেয়। আমি চার টাকার উপরেই জোর দিলাম। তাতে ক্ষেপে উঠল।
তার পর?
শেষ অবধি তিন টাকায় রফা হল। কিন্তু তার পর যা হল, তা খুব খারাপ কি ভালো বিচার করে নিন।
কি হল?
দেওকী সিং ওদের চারজনের নামে কাগজ বের করে দেখিয়ে বলল, এখানে খবর আছে যে আপনারা চারজনই বেলাইসেন বন্দুক রাখেন। চলুন, বন্দুক নেব। এখন বিহারে হাতিয়ারী বলোয়াও হচ্ছে ছুটছাট, আর আমাদের উপর হুকুমও আছে বন্দুক ছিনাবার। এই বেগর লাইসেন বন্দুক থাকলেও তা ছিনতাই হয়।
গেল বন্দুক ছিনাতে?
গেল। আপনি ভাববেন খুব ভালো হল। আমি বলি, আমার মৌতের পরোয়ানা ত কুর্মিলোক লিখেই রেখেছে। যা দেরিতে হত, তা তাড়াতাড়ি হবে।
কী করে?
ওদের একেকজনের বাড়িতে তিন-চারটে বেলাইসেন বন্দুক। লাইসেন বন্দুকও আছে শিবপূজনের একটা। এখন দেওকীকে দেবে হয়ত একটা করে। অন্যগুলো রয়ে যাবে।
খেয়ালী আর ক্ষ্যাপা লোক।
শিবপূজন বলল, প্রতাপ ত আপনাকে সব বলছে আর আপনি শুনছেন।

বন্দুকের কথাও প্রতাপ বলেছে। তাতে দেওকী বলল, প্রতাপ কেন বলবে ? অন্য লোক বলেছে। সে জানে। প্রতাপ কি তোমার বন্দুকের হিসাব রাখে ?

কার কথা বলল ?

বিষুণ কেওরি। নাম না বললেও শিবপূজন বুঝে নিয়েছে। ভয় পেয়েছে বিষুণজি।

এ ত হবেই প্রতাপজি। শিবপূজনের মতো লোকদের ভয় কি ? তারা খুন করে পার পায়।

আসানী কিসে ?

সচদেবের কথা মনে পড়ে। বিস্ফোরার অভিজ্ঞতা। হরিরাম বলে, খুব জোরদার ইউনিয়ন।

আমাদের ইউনিয়ন আছে।

বোধ হয় হাতিয়ারী ইউনিয়ন।

জানি জানি। সে গড়ে তোলে লেখাপড়া-জানা মানুষ। হরিরামজি, খেতমজুরের কথা কে ভাবে ? আমি ত তিন কারণে মরে আছি। জাতে অচ্ছুত, তাতে খেতমজুর, তার উপর ইউনিয়ন করতে গেছি। সে কি সাধ করে গেছি ? দুবলা রোগা ইউনিয়ন, তবু ত আছে। আর্জি-আপীল পাঠায়। মজুরি বাড়ার কথা ওরাই জানাল।

আপনি কি ইউনিয়ন ছেড়ে দিয়েছেন ?

না। ছাড়ি নি। ছাড়ব কেন ? ছাড়ি নি। কিন্তু যখন বললাম, ওরা কথা মানবে না, বন্দুকে মারবে, ফসল কেটে নেবে, তখন সহায়জি, আমাদের সচিব, বলল যে তারা কথা বলবে। কথা বলতে এল, শিবপূজন কথা বলে নি।

এ কবে হয় ?

ধরুন তিন বছর হল। তখন থেকে···

প্রতাপ নিশ্বাস ফেলে। বলে, আপনাকে আর কি লুকোব ? সহায়জি কিছু করতে পারল না। এক টাকা মজুরিতে কাজ করল সবাই। আমাকে

কাজ দেবে না। ছাগল পেলেছিলাম, উঠিয়ে নিয়ে যেতে থাকল তখনো বোধ হয় ইন্দিরা গান্ধীর আমল। সব আমলে একই রকম চলে, তাতে হিসাব থাকে না। তখন আমি হাতিয়ার ধরি। ওদের নোকরদের আমরা মেরে তাড়ালুম। খুব থানাপুলিশ হয়, কিন্তু সে জুলুম বন্ধও হল।

তার পর?

ইউনিয়নে আমি আছি। তবে হ্যাঁ, ইউনিয়ন এখন জেনে গেছে আমরা হাতিয়ারী লড়াইয়ে হক ছিনাব। তাতেই মুখে মিঠা বোলি বলে, কাজে মদত দেয় না।

আপনাকে মারবে বলে ধরে নিয়েছেন কেন?

মারবে না ত কি ছেড়ে দেবে? মাগন আর চৈতা জমি পেল, আজ খাল বুজানো চলছে, এ কি ওরা মেনে নেবে? কিন্তু আর কথা নয়, খাল বুজাবার কাজে হাত লাগাতে হবে।

আমিও যাই, চলুন।

দেওকী সিং কাল ধানকাটা শুরু করে দিয়ে যাবে।

ভাবছিলাম, ইউনিয়নকে জানাব নাকি।

কোথায় আপিস?

ভারুতে।

আর কাউকে পাঠান।

দেওকী সিং পরদিন ধান-কাটা শুরু করে দিয়ে ভারুত ফিরে যায়। পুলিশ রেখে যায় তিনজন। বলে যায়, পয়সা বাটাই করার সময়ে অবধি পুলিশ থাকবে।

দেওকী সিং ঘোড়া চেপে রওনা হয়। আর খবরটি পেয়ে খেত মজদুর ইউনিয়ন অফিসের সহায় তার লোকজন নিয়ে এসে পড়ে। কথাবার্তা চালানো, দেওকী সিংকে ডাকা, কোনো সময়েই সে ছিল না। তবু এটিকে তাদের ইউনিয়নের পক্ষে মস্ত জয় বলেই সে বলে আন্তরিক আনন্দে।

প্রতাপকে কুর্মিরা কাজে নেয় নি। তবু সে মাঝে মাঝে যায় দেখতে।

সহায় প্রতাপকে বলে, দেখলে ত, প্রশাসনও বোঝে যে আমাদের লড়াই সাচাই।

কৈসে?

দেওকী সিং এল না?

ও ক্ষ্যাপা লোক।

আমরা কি করতে পারি বল।

প্রতাপ বলে, রোজই আসুন। সামনে থাকুন। যা হবার তা ত হয়েই গেছে। আর কি করবেন। মাগন আর চৈতার ফসল?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আছে বটে। কিন্তু মেয়েরা কাটছে। মেয়েরা কেটে তুলে দিচ্ছে ওদের ঘরে।

একটা কথা।

কি?

ওই আমেরিকান মিশনের লোক এখানে কেন? উনি ত নিজেই বললেন সেই মিশন থেকে এসেছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মিশনেরই লোক। কিন্তু উনি এলেন বলে মিশনের সে রামানুজ মানব ঘাড় থেকে নামল। আর যুগল রাম মরে যাচ্ছিল। ওঁর সুঁই ইলাজে বাঁচল।

সব শুনে সহায় বলে, এও আমাদের ইউনিয়নেরই জয়। নইলে রামানুজ যেত না।

সহায়জি, এর পর ত কুর্মি লোক আমাকে জরুর জানে মারবার ধান্দ করবে।

অত সোজা নয় প্রতাপ, আমরা আছি। পুপরিতে ত আপনার পার্টি ছিল, ইউনিয়ন ছিল, সরযূ তবু মরেছিল, তাই না?

না না, তুমি সাচ্চা কমরেড। এ আমরা হতে দিতে পারি না।

এমন কোনো মদত দিন, যাতে নিজেরা বাঁচার জন্যে ছুটাছুটি করতে না হয়। এবার ত খুব ফেঁসেছিলাম। হরিরামজি না এলে যুগল মরত। রামানুজ খেতমজুর লাগিয়ে আমাদের ফাঁসাত। এ কি আপনাদের

সাচাই মদত ? দশবার ভারুত গিয়ে দেখা পাই নি ? এখন ত ধান কাটা চলছে।
এখন আর ভাবনা নেই।
আর এমন কখনো হয় নি, ইউনিয়নকে আমরা চাঁদা দিই নি, সভা করতে যাই নি।
আরে, এসেছি ত।
বেশি শ্লোগান দেবেন না। তাতেও খারাপ হবে। শিবপূজন কুর্মি বলেই রেখেছে, ও ইউনিয়ন যেন মাথা গলাতে না আসে। পুপরি করে ছেড়ে দেব পিপলছাঁওকে।
সে কথা পুলিশ জানে ?
প্রতাপ ধৈর্য হারায়। বলে, বুঝেন না কিছুই। দেওকী সিং কি এখন আপনাকে দেখলে খুশি হবে ? আমি কি ওর কাছে আগে গিয়েছিলাম ? আমার পক্ষে গ্রাম ছেড়ে বেরনো কি মুশকিল। আমাকেই মারে, না মাগন চৈতাকে মারে। জানের কথা ভাবি নি। দশ বার গেছি ইউনিয়ন আপিসে। আপনি নেই।
সত্যিই ছিলাম না।
কোথায় গিয়েছিলেন ?
পার্টির কন্‌ফারেন্‌সে।
ভালো। কিন্তু বলবীরজি ছিল। তাকে জানিয়েও এসেছিলাম। সেও কিছু করল না। আমাদের ইউনিয়নের চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেখাল বিষুণজি। সেই বলল যে দেওকী সিং এসেছে, আর দেওকী সিং অন্য থানা অফসারের মতো নয়।
সুনাম আছে।
হ্যাঁ সহায়জি, কিন্তু দুঃখ এই যে, সে কথা জানতে হল বিষুণজির কাছে। ও নিজেও জমি-মালিক। এখন আমার কথা হল, দেওকী সিং মদত দিচ্ছে। ইউনিয়নের ঝাণ্ডা দেখে সে যদি সরে যায় ? তখন আমরা কি করব ?

কি করতে বল ?

আমার মনে হয়, আপনি নিজেই দেওকী সিংকে জানিয়ে রাখতে পারে যে এখানে আসছেন। কত দুঃখের কথা বলব ? কথা কি একটা ! খাল কেটে আমাদের টোলি ভাঙতে বসল, জানালাম, তা নিয়ে একট কথা বললেন না। মাগন আর চৈতার জান নেবে বলল, একবার থানায় গেলেন না।

বললাম যে পার্টি কনফারেন্স ছিল।

ভালো। খুব ভালো। যদি আমি বা মাগন বা চৈতা খুন হয়ে যাই তখন সেটা খারাপ কাজ বলে এক প্রস্তাব নিয়ে নেবেন সভা ডেকে।

তুমি খুব বদলে যাচ্ছ।

সহায়জি, রবিদাস জাতে, কাজে খেতমজুর হয়ে পিপলছাঁও গ্রামে বা করতেন, তবে বুঝতেন যে কত দুঃখ বুকে থাকে। আপনার পার্টি আছে ইউনিয়ন আছে, কনফারেন আছে, গয়া-পাটনা-আরা আছে। আমাদে যে কিছু নেই। আপনি বলেন, আমাদের ইউনিয়ন। হাঁ, জরুর।

বল, বল। বিড়ি খাবে ?

দিন।

আপনি কি জানবেন, মায়ের পায়ের আঙুলের পিতলের চুকি বে ইউনিয়নের চাঁদা দিয়েছি। দিন এক টাকা মজুরি, একা কামাই করি ছয়টা পেট, তবু চাঁদা দিয়েছি। ছেলের পেটে দরদ আর জ্বর। বউকে বলেছি, ছেলে মরলে ছেলে হবে। কিন্তু এমন মিটিং আর হবে না আপনার কথায় হুশ রবিদাস নিয়ে মিটিং করতে গেছি বিরহি, আর ফি এসে দেখেছি ছেলে মরে গেছে। খেতমজুর যখন প্রতাপ রাম রবিদা তখন বুঝি এততেও সাচাই হয় না। তাই মনের জ্বালায় ছুটে গেছি আমার কথার জবাব আপকো পাশ না থে। ইসি লিয়ে বোলা, যা ভোজপুর। নকশাল বনো।

মাপ করো প্রতাপ।

আমি আপনার কাছে মিছিলে মুখ দেখাবার সময়ে খুব দরকারী। চলে

প্রতাপ, খুন ঢাল্ দো তুমহারা। আর ছ মাইল দূরে পুপরিতে এই কাণ্ড ঘটে গেল, আমি সমানে ছুটছি, তবু একবার এলেন না। এখন এসে বলছেন ও লোকটা খারাপ, পুলিশ খুব ভালো।

সাবাশ সহায়জি!

ও লোকটা…

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথা সেও ছিপায় নি। কিন্তু এই বা কি কথা, যে পিপলছাঁও গ্রামের রবিদাসরা যে ইউনিয়নে আছে, সে ইউনিয়নে বলবীরজি যুগলের কথা শুনে, কত জঙ্গী ছেলে যুগল, যুগলের কথা শুনে বলবীরজি বলে দিল কি আফশোস!

কিছু করল না?

না।

আমি থাকলে…

আপনি ছিলেন না। এই [illegible] হারবামজি দেখল কাগজটা, তাতে ঠিক [illegible] ঠিক ইলাজ হল। জান কবুল রেখেছে ইউনিয়নের জন্য পিপলছাঁওয়ের রবিদাসরা। পুপরিতে ও ঘটনা ঘটার পর ভয় পেলেও ইউনিয়ন ছাড়ে নি। দরকারের সময়ে মদত দিল বিষুণজি, মদত দিল দেওকী সিং। এখন ইউনিয়নের ঝাণ্ডা দেখলে লাশ পড়বে। তবু আপনি সে কথা মানবেন না। বলবেন, প্রতাপ রাম নকশাল বনে গেছে। ঠিক আছে। থাকুন তবে। তবে এই যে থাকবেন, যেতে পাবেন না। এখন আরেক ফসল রোয়া অবধি থাকতে হবে, আর দরকারে মদত দিতে হবে।

আমি সত্যিই এ ভাবে ভেবে দেখি নি। পুপরির কথা বার বার বলছ যখন…

গোলমাল তো জেঠ মাস থেকে।

তা হলে ফিরেই যাই।

যা মনে করেন। বেশি কথা বলি বলে আমি ত আপনার কাছে নকশাল বনেছি। আবার বলব?

বলে সহায় তার লোকজনদের নিয়ে যায় চলে। ওদের চলে যাওয়ার কিছু বাদেই হরিরাম যায় বিষুণের বাড়ি। বিষুণ ঘটনার চক্রে অত্যন্ত বিভ্রান্ত ও বিষণ্ন।

শুনেছেন, দেওকী সিং কি বলে গেল?

শুনলাম ত।

যা হবার তা ত হল।

আপনার কোনো লোক কি ভারুত যাবে?

কেন বলুন ত?

চালডাল কিনব।

একজন পুলিশ যাবে. আরেকজন আসবে। তাকে বললে কি অন্যায় হবে।

জিগ্যেস করব?

আমি জিগ্যেস করছি। আচ্ছা বিষুণজি।

বলুন?

আপনি ত খেতী ফসল বেচেন?

নিশ্চয়।

আমাকে বেচতেন যদি, কত ভালো হত?

বিষুণ বলে, তা হয় না!

তবে পুলিশকেই বলি। ভারুতে থলি ত কিনতে পাবে? আমার সঙ্গে নেই কিছু।

কতটা চাই?

মণখানেক চাল। আপনি দিলে। কিনলে কে বয়ে আনবে? পাঁচ-দশ কিলো আনবে।

একমণ চাল কি করবেন?

বিষুণজি, আপনি লোকও ভালো, এদের জন্যে করলেনও অনেক। আপনি ত জানেন, প্রতাপের কাজ মেলে নি। ও কি খাবে? কিনে দিলে ওর ঘরে থাকত।

আমার অত চাল ভাঙানো নেই। ওদের কথা বলছেন, কিনে নিন কিছু। কিন্তু ভাববেন না।

কেন এ কথা বলছেন?

প্রতাপের কাজ ত মিলেই না। ওরা মেয়ে-মরদ আমার ফসল কাটাই কাজ পাবে। আর ওদের মধ্যে সমঝোতা আছে। প্রতাপদের সবাই দিয়ে খায়।

তাই দিন।

কিসে দিই। এই বোড়া নিন। ফেরত দিতে হবে না। চাল কিন্তু ভালো হবে না। মোটা হবে।

তাই হোক।

এনে দিই।

চাল এনে দেয় বিষুণ। হরিরাম বলে, আজ কোনো হাঙ্গামা ত হয় নি ধান কাটা নিয়ে?

না। শান্তিতে হয়েছে।

জলখাই দিয়েছিল?

মক্কাইয়ের ছাতু আধা সের। সেবার বাইরের মজুর আনল ত। তখন তিন পোয়া ছাতু দিল, আর রাতে রুটি।

চলি বিষুণজি।

রাম রাম। বলি নি আপনাকে? যে এ গ্রাম নিয়ে আমার খুব ভয়। পুপরি বানিয়ে দেবে।

দেওকী সিং থাকলে সাহস পাবে?

হরিরামজি, লাশ যদি ফেলেই দেয়, জান ত চলে যাবে। শিবপূজন বলে বেড়াচ্ছে, আমি রবিদাসদের দলে ভিড়েছি।

চাল কয়টি বয়ে প্রতাপের ঘরে ফেরে হরিরাম। খুব শান্তি বোধ হয় মনে। শীতের বাতাসে হিম। প্রতাপ অবশ্য খুব খুশি হয় না। বলে, কেন কষ্ট করছেন? ওই শালা মাগন আর চৈতার ধান এবার আমরা সবাই কেটে নেব। কম কষ্ট করেছি জমির জন্যে?

আমি ত খাব।

তা বুঝলাম। কিন্তু খরচ ত হচ্ছে।

রাতে প্রতাপ বলে, আপনার যদি কোনো মুশকিল না হয়, তা হলে মজুরি মিলা তক থাকলে ভালো হত।

থাকব।

দেওকী সিং আপনার কথা শুনে তবু।

কি হল?

সহায়জিকে খবর দিয়েছিলাম। সে চলে এল দলবল নিয়ে। ওহি খেত-মজদুর ইউনিয়ন পুপরিতে, রবিদাসরা তারই সদস্য, পার্টিরও, ওহি কুর্মি জমি-মালিক, ওহি শোনের কানাল জলে চাষ—তবে কেন পিপলছাঁও পুপরি বনবে না?

না হতেও ত পারে।

আপনি বুঝবেন না।

হরিরাম অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। বুঝতে চায়, বুঝতে চায় হরিরাম। ব্রাত্য থেকে থেকে ওর ভেতরে শুকিয়ে যাচ্ছে সব। নিদারুণ তৃষ্ণা। কারো বিশ্বাসের পাত্র হতে চায় ও। তা হতে হলে দরকার স্থায়ী পরিচয়ের ছাড়পত্র।

হরিরাম। গোঁড় আদিবাসী। বিন্ধারা লৌহ-আকর খনির মজদুর। আদি বাস পুরান্দা গ্রাম। অনেক দিন অনেক অত্যাচার অবিচার সহ্য করে যখন সচদেবজি আর সোহনলালজি ইউনিয়ন বানাল, তখন থেকে সে সংগঠনে সামিল।

হরিরাম। জাতে রবিদাস। পিপলছাঁও গ্রামে খেতমজুর। কুর্মি লোকদের অত্যাচার ও শোষণ চলে, চলে, চলে—তার পর প্রতাপ রাম আর অন্যরা বাঁচার জন্যে যেদিন থেকে সংগঠিত, সেদিন থেকে সে সংগঠনে সামিল।

হরিরামের যে কোনো স্থায়ী পরিচয় নেই। দশজনের একজন হতে গেলে অতীত মুছে দিয়ে কোনো একটা স্থির পরিচয়ে থেকে যেতে হয়।

দারুণ তৃষ্ণা। বড় জায়গায় দশজনের একজন হবার তৃষ্ণা। ছোট ঘরে একটি পরিবারের আপনজন হবার তৃষ্ণা। প্রতাপের বউ বলে, ভৈয়া, দেহাতী রান্নায় ঝাল বেশি লাগছে? একটু আচার দিই?—মা কেমন হয়? কেমন হয় বোন-বউদি-মাসি-পিসি? কিছুই জানা হল না।

ধানকাটা শেষ হয়। মজুরি দেবার সময়ে আবার আসে দেওকী সিং। মজুরি দেবার কাজ অত্যন্ত নির্বিঘ্নে শেষ হয়। এখন আর খেতমজুরদের কোনো কাজ নেই। সার সার গরুর গাড়ি বোঝাই ধান চলে যাবে ভারুত। সেখানে ধানকলে চাল তৈরি হবে। সেখানে আড়তে থাকবে বিক্রির চাল। খোরাকি-খরচার চাল ফেরত আসবে গ্রামে।

এর পর খেতে পড়বে রবি। তিন ফসলের জমি। সেচের জলে চাষ। প্রতাপ দেওকী সিংকে বলে, হুজুর! রবিদাসরা যাতে এখন থেকে কাজ পায়, তা বলে দিন।

বলেছি। কথা আছে। যেও না।

দেওকী প্রতাপকে বলে, গ্রামে সহায় এসেছিল কেন ইউনিয়নের ঝাণ্ডা উঠিয়ে?

আমিও তা বলেছি ওঁকে হুজুর।

খবর দিল কে?

আমিই দিয়েছিলাম। আসতে বলি নি। আর এলে পরে এও বলি, যে আপনি সব করেছেন। এখন ইউনিয়ন ঢুকে পড়লে জল মিছে ঘোলা হবে।

বলেছিলে?

তাতেই চলে গেল।

না বললেই পারতে, মানে খবর দিলে।

হুজুর, না জানালেও দোষ হয়ে যায় আমাদের।

এখনকার মতো ত সব মিটল।

হ্যাঁ হুজুর।

ভবিষ্যতে ইউনিয়নকে ডেকো না।

না হুজুর।

হরিরামজিকে চলে যেতে বল।

কালই চলে যাবে।

তুমি কোনো ঝামেলা পাকিও না গায়ে পড়ে।

না হুজুর। আমাকে কাজ দেয় নি, তাও ত মেনে নিলাম। আপনি ত দেখলেন। আপনার মান রাখতে হবে না আমাকে? এত কষ্ট করলেন? আমি জোরাজোরি করলে অশান্তি হত, আপনার মান থাকত না।

কথাটি দেওকী সিংয়ের মনে ধরে। বলেন, গ্রাম-দেশ। পথ-ঘাট নেই। বুঝে চলতে হয়।

চলব।

দেওকী সিং ও তার পুলিশরা চলে যায়। সেই রাতেই। আর ভোর রাতে কুর্মিরা নামে অ্যাকশানে।

শিবপূজন ও রামধারী আসে বন্দুক হাতে। সদর্পে। বলে, কোথায় প্রতাপ রাম? এখন তোকে কোন্ দেওকী সিং বাঁচাবে? শালা, ইউনিয়ন করেনওয়ালা হারামি?

প্রতাপ ছিটকে উঠেছিল ও খড়ের চালে বাতায় গোঁজা টাঙি নেয়। হরিরামকে বলে, আপনি সরে যান। শালারা গুলি চালাবে।

যুগলের ঘর থেকে প্রতাপের মা চেঁচিয়ে ওঠে, পরতাপ! এবং শিবপূজন ধরে নেয় প্রতাপ ওখানে?

পালিয়ে আছে শালা—শিবপূজন লাথি মেরে দরজা ভাঙে ও বিছানায় শুয়ে-থাকা যুগলকে মারে পরপর গুলি। ভোরাই কুয়াশায় বারুদের ধোঁয়া মিশে যায়। তার পর ওরা দুজন ছোটে মাগনের ঘরের দিকে। এ সময়ে প্রতাপ ছুঁড়ে মারে টাঙি শিবপূজনের পায়ে। শিবপূজন পড়ে যায়। প্রতাপ ছুটে গিয়ে তুলে নেয় ও বন্দুকটি টেনে নিয়ে দৌড়য়, একই সঙ্গে চেঁচায়, মাগন! ভাগ যা। আরে চৈতা, নহর, ধনিয়া, বেরো বর্শা নিয়ে।

রামধারী ফিরে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ে। প্রতাপ বাঁ কাঁধে গুলি খায় ও

ডান হাতে টাঙি ছোঁড়ে। রামধারীর চিৎকার। এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রামধারী ছোটে ও প্রতাপের সাহায্যে ছুটে আসতে আসতে হরিরাম বোঝে তার ডান হাতের মাংস নিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল। প্রতাপ এখন ডান হাতে টাঙি তুলে নেয় ও বলে, আজ যে বেরবে না, সে কুকুরের মতো মরতেই থাকবে।—কেউ কেউ বেরয়। যুগলের স্ত্রীর আর্ত, আর্ত কান্না। রামধারীকে তাড়া করে চলে প্রতাপ। মাগন ও চৈতা। নহর। রামধারী পড়ে, ওঠে, আবার পড়ে, আবার ওঠে। পিঠে ইট পড়ে। রামধারী বন্দুক ফেলে দেয়, আবার নিতে আসে, আবার ছোটে। প্রতাপকে ধরে নেয় চৈতা। বলে, মরে যাবি। আরো বন্দুক আনবে।

শিবপূজন উঠতে পারে নি। বিষুণের গরুর গাড়িতে যুগলের লাশ তোলা হয়, প্রতাপ ও হরিরামকে। বন্দুক-দুটি। চলো ভারুত। শিবপূজন ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলে যায়।

বন্দুক দুটির একটি ছিল বেলাইসেন্স। এখন জানা যায়, দেওকী সেদিন এ দুটি বাদে সবই নিয়েছিল বাজেয়াপ্ত করে। একই হাসপাতালে যায় প্রতাপ, শিবপূজন ও রামধারী। রামধারীর কোমরের নীচে টাঙি লেগেছিল। হরিরামের হাতে সেলাই পড়ে। হরিরামের বিবৃতি নেয় দেওকী সিং। হাসপাতালে একদিন থাকে হরিরাম।

তারপর দেওকী তাকে বলে, আপনি চলে যান।

চলে যাব?

হ্যাঁ। এজেহার ত দিয়েছেন।

আমাকে আর দরকার হবে না?

দেখুন হরিরামজি, খোলাখুলি বলি। আপনার এজেহার খুব মূল্যবান। কুর্মিরা বলবে, প্রতাপ আগে মেরেছিল। প্রতাপের সঙ্গে ওদের বিরোধের ইতিহাস আছে। প্রতাপকে ওরা কাজে নেয়নি। প্রতাপের রাগের কারণ হিসাবে সেটা দেখাবে। ইউনিয়নের লোক আসার ব্যাপারকে দেখাবে, প্রতাপের গণ্ডগোল বাধাবার মতলব

হিসাবে।

বুঝলাম।

আমি যা করবার তা করব।। যুগলকে মারাটা কত ভালো কাজ হয়েছে, বুঝছেন না?

ভালো কাজ হয়েছে?

নিশ্চয়। যুগল অসুস্থ, পায়ে ঘা, শুয়েছিল। তাকে মেরেছে যখন, সেটা ত সুপরিকল্পিত খুন।

প্রতাপ বেঁচে যাবে ত?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আটোয়ানের এ হাসপাতাল খুব ভালো। এ অঞ্চলে এটাই ভালো হাসপাতাল।

আর কি বলছিলেন?

আপনার এজেহার আমি, মথ্খনজি, রাজরামজি কাজে লাগাব। কিন্তু আপনি একটা বিদেশী মিশনের লোক। আপনার উপস্থিতির আমি কি ব্যাখ্যা দেব? ডাল মেঁ কালা হয়ে যাবে। আপনি থাকলে মিছে জল ঘোলা হবে।

তবে তাই হোক।

আপনাকে আমি কেন থাকতে দিয়েছিলাম গ্রামে? বুঝে দেখুন। মনোমোহনকে সরালাম যদি, আপনাকেও সরানো উচিত ছিল। তাই না?

তাই।

চলে যান। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।

সে ত রাখতেই হবে। আপনার হাতেই সব।

বাস। চলে যান।

ওদের শাস্তি হবে?

দেখা যাক।

প্রতাপের বাড়ি একবার ত যাব।

কেন?

আমার ব্যাগটা ওখানেই।
সেপাই পাঠিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি।
বিষুণজি হয়ত সাহায্য করবেন।
না। কেন করবে? চোখে দেখেনি কিছু। আর রবিদাসদের হয়ে সাক্ষী দিতে গেলে ও-গ্রামে ওকে বাস করতে দেবে না কুর্মিরা।
ওর কথা ছেড়ে দিন।
কিছু একটা করবেন। কোনো শাস্তি দেবেন। এই রকমই করে ওরা, কিছুই হয় না। তাতেই—বলেছি ত দেখব।
প্রতাপের সঙ্গে দেখা করব না?
দেখা করুন। ঝটপট সারবেন। তারপর ভারুতে থানায় বিশ্রাম করবেন। সামান আনিয়ে নিলে আমি জিপে আপনাকে স্টেশনে রওনা করে দেব।
রামানুজ কি ভারুতে?
পাটনা। রিপোর্ট দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে ও বেরিয়ে যাবে ঠিকই।
তাই যায়।
যান। দেখা করে আসুন।
প্রতাপ ঘুমের ওষুধের ইঞ্জেকশনে গাঢ় ঘুমে। হরিরাম ওর ঘুম ভাঙায় না। নিশ্বাস ফেলে চলে আসে। সচদেবের কাছে নিজের অনেকখানি রেখে এসেছিল। প্রতাপের কাছে অনেকখানি রেখে যায়।
চলুন সিংজি।
আবার ভারুত। থানায় বসে থাকা। চা-খাবার খেতে পারে না। সেপাই চলে আসে ব্যাগ নিয়ে। জিপে ওঠার আগে হরিরাম দেওকী সিংকে বলে, একটা কথা।
কি?
এখানে কাউকে চিনি না। এই টাকাকয়টা যদি প্রতাপকে দিয়ে দেন।
দেব। চলে যান নিশ্চিন্তে।

হ্যাঁ।

জিপ ছাড়ে। দু-পাশে ধুলো ওড়ে। খেতমজদুর ইউনিয়নের অফিস। দুটো কুকুর ছিটকে পালায়। একটি মেয়ে মাথায় বস্তা নিয়ে পথ পেরতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ড্রাইভার মেয়েটিকে গালাগালি দেয়।

হরিরাম বোম্বে যায় নি। কলকাতা এসেছিল। মিশন আপিসে। সেখান থেকে ডেভিডকে লিখে জানাবে, ডেভিডকে কলকাতাতেই পেয়ে গেল।

হরিরাম বলল, আগে আমি ঘুমোব। কয়েক রাত ঘুমোই নি। তারপর কথা বলব।

ডাক্তার তোমার হাতটা দেখুক।

হাত ঠিক আছে।

যুদ্ধ করে এলে মনে হচ্ছে।

করিনি, দেখেছি।

হরিরাম শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে ওঠে যখন, তখন মনে হয়, গভীর রাত। ঘরে কে মোমবাতি জ্বেলে রেখে গেছে।

উঠে বসে হরিরাম। ডেভিড আলো জ্বালে। বলে, আটটা বাজে।

এত ঘুমোলাম?

হ্যাঁ।

স্নান করি।

করো। তারপর আমার ঘরে এসো। খেতে খেতে কথা শোনা যাবে খিদে পেয়েছে নিশ্চয়।

খুব একটা নয়।

হরিরাম স্নান করে এসে বসে। বার বার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে ওর, কি যেন ভাবছে আর ভাবছে। আসলে ওর মন উঠে গেছে এই পরিবেশ থেকে। জোর করে মনকে ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে এখানে। টেবিলে খাবার দেখে ওর আরো অবাস্তব মনে হয় সব। এখানে নিজের অস্তিত্ব দুঃস্বপ্ন যেন। অনেক আনন্দ ছিল কানালের জলে-বালিতে ঝকঝকে

মাজা পেতলের থালায় ভাত ও ডাল খেতে। গোবরে লেপা মেঝেতে বসে অনেক আরাম খড়ের আসনে। কিন্তু হরিরামের জীবনে সেই ত ছিল অবাস্তব। সেটা ত ওর জীবন নয়। এখানে এটাই ওর জীবন। বর্তমানে।

মাংস খাবে না ?

ভালো লাগছে না।

বল।

রামানুজের কথা জেনেছ কি ?

শুনলাম।

কার কাছে ?

ওর চিঠিতে।

কোথা থেকে লিখেছে ?

পাটনা থেকে।

আর, ও রামানুজ নয়, রবিদাসও নয়। একজন সাধারণ, অতি সাধারণ প্রতারক।

জেনেছি। জানতাম না।

আমার এখন মনে হয় জানতে। দেশাই জানত। বন্ধুর মতো ব্যবহার একা দেশাই করে।

যেমন ?

আমাকে যেতে মানা করেছিল। তুমি সবই জানতে। তবু আমাকে বারণ করো নি। আমাকে অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে ফেলে দাও।

রামানুজ আগাগোড়াই প্রতারণা করেছে। জেনে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। কেন ? ভারতীয় একটি ছেলে···

ওর কোনো দোষ নেই। ভারতীয়, হ্যাঁ ভারতীয় ছেলে। তোমাদের সাহায্য নিয়ে অদ্ভুত একটা ধাপ্পাবাজির খেলা খেলে অত পয়সা-প্রতিপত্তি পেয়েছে—মাথা ঘুরে গেছে। তা ছাড়া, যেজন্যে ও বসেছিল ওখানে, সে কাজও খানিক করেছে বৈকি ?

কি জন্যে ?

হরিরাম একটু হাসে। বলে, পরে বলব।

এখন বলবে না ?

না।

আমি তবুও খুশি হয়েছি। তুমি না গেলে ওকে ওখান থেকে বের করা যেত না।

ভালো। মহুগড়ের খবর কি?

মিশন গ্রামটা তুলে দিতে হল।

কেন ?

ওই ব্রিন্ধারা মাইন্‌স মজদুর ইউনিয়নের লোকরা বড় ঝামেলা বাধিয়েছে। পুরান্দাকে ঘাঁটি করে ওরা ঠিকাদারের কাছ থেকে আদিবাসীদের জমি ছিনিয়ে নেবার লড়াই সংগঠন করবে। ওই মিশন গ্রামের ওপরেও ওদের রাগ। আমাদের গ্রাম থেকে আদিবাসি মেয়ে-পুরুষ যখন পালিয়ে গেল, তখন বুঝলাম, সমস্ত ব্যাপারটায় রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে ঢুকে পড়া ত আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

ভালো।

বল, আর কি হল। জখম হলে কিসে।

ভারতীয় রাজনীতির এক পুরনো লড়াইয়ের মধ্যে পড়েছিলাম। পরে বলব।

এখন বলবে না ?

না।

এখন কি করব ?

আমি মিশন ছেড়ে দিতে চাই।

আমাদের মিশন ?

সব মিশন।

আফশোষ। তুমি থাকলে ভালো হত।

না। আমার ভালো হত না। হয় নি। আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

আমি পারছি না।

কি করবে তুমি?

যা হয় করব।

বেশ—ডেভিড সুন্দর হাসে। বন্ধুর মতো। বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে পারলে না।

না, ভুল করলে। বিশ্বাসই করতে শিখেছিলাম। সেটা ঠিক নয়। তুমিও ত কোনদিন বিশ্বাস করো নি আমায়? এ আলোচনাটাও পরে শেষ করব।

ভালো। খুব ভালো।

তা হলে যেতে পারি আমি?

হরিরাম, তোমাকে আটকাবার কোনো অধিকার নেই আমার। একশবার যাবে। শুধু—

কি?

একটা ছোট কাজ যদি করে দিয়ে যাও।

আবার কোথায় যেতে হবে? আমাকে কি বলে পাঠাবে? সেখানে গিয়ে আমি কি দেখব? ডেভিড, এটা খেলা নয়। ভারত সত্যিই গরিবের দেশ। হরিরাম মাহাতো গাঁওয়ার, দেহাতী, বুদ্ধু। তাকে একটা গল্প বলে পাঠিয়ে দাও। আর যেখানেই যায়, সেখানে থাকে দারিদ্র্য, শোষণ, দুর্দশা। হরিরাম ইডিয়ট, জড়িয়ে পড়ে। পড়তে চায়। মাথ খায়। কিন্তু সবাই দেশাই নয়, ডেভিড। সবাই মনমোহনও নয়। সবাই তোমার কাছেই ফিরতে চায় না।

জানি। তাই আমার কাছে দেশাই বা মনমোহন এত প্রয়োজনীয় নয়, ত প্রয়োজনীয় ছিলে তুমি। মাটির কাছের মানুষ।

মাটির কাছের মানুষরা ত ভারতে সবাই, সব ধান্দাবাজের কাছে কাঁচা মাল—যা থেকে তারা ফায়দা উঠায়। আমি সে মানুষ নই। হতে চেষ্টা করব।

করো। আমি চাইব তুমি সফল হও।

ধন্যবাদ।

কাজটার কথা বলতে পারি?

বলো।

মিসেস দোরজে নামে মিশনের কল্যাণকামী এক মহিলা আছেন। এখ
তিনি বাইরেই থাকেন। আমেরিকায়। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে, তাঁ
ইচ্ছে মিশনের হাত দিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করেন। পশ্চিমবঙ্গে
কলকাতার কাছাকাছি কোথাও। ওঁর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আছে এই টা
বিষয়ে।

কি রকম?—হরিরাম হাই চাপে।

ছোটদের জন্যে একটি স্থায়ী শিশু উদ্যান হবে। সেখানে থাকবে দু
শিশু বসতে পারে, এমন একটি বড় ঘর। সে ঘরে থাকবে স্টেজ। দরকা
পর্দা টাঙিয়ে ঘরে সিনেমা দেখানো যাবে। একটি ঘরে হবে শি
গ্রন্থাগার। একটি ঘরে থাকবে ছোটদের খেলনাপাতি। এই ঘর-দু
বড় ঘরের সঙ্গে থাকবে।

ভালো।

বাগানে থাকবে ঢেঁকি, স্লিপ, দোলনা। আর মিসেস দোরজে প
বাগানে একটা ছোট্ট খেলনা রেলগাড়ি বসাবেন। বিদ্যুতের ব্যবস্থা
করতে হবে। এই সব কিছু দেখাশোনা করার জন্যে যে লোক থাক
তাদের খরচের টাকাও সরকারকে দেবেন তিনি।

এতে আমি কি করব?

একটা কাগজের মাধ্যমে আমি একটা গ্রামের কথা জেনেছি। তোমা
থাকতে হবে না। গ্রাম সমিতির ছেলেরা খুব উৎসাহী। গ্রামেরই ছে
তারা। তুমি যাওয়া-আসা করতে পারবে।

কোথায় এই গ্রাম?

কলকাতা থেকে তিন ঘণ্টার পথ। স্টেশনের নাম ইরফানপুর। স্টেশ
থেকে যেতে হবে বেহুলা গ্রাম। কাঁচা রাস্তা। গ্রামের প্রধান লো
হলেন এক নস্কর। তিনি জমি দেবেন।

াামি যাব আর আসব ?

হ্যা।

তার পর আমার ছুটি।

হ্যা। ইরফানপুরে গ্রামসমিতির ছেলে গোবিন্দ তোমাকে নিতে আসবে।

কাগজের লোকটির বন্দোবস্ত।

হরিরাম মাহাতো বেহুলা গ্রামে যাবে বলে ইরফানপুর রওনা হয়েছিল এক বুধবার সকালে।

সেদিন সে ফেরে নি। তার পরদিন নয়, শুক্রবার নয়, শনিবারও নয়। রবিবার সে ফেরে সকাল ন-টা নাগাদ। ফিরেই ডেভিডের খোঁজ করে। উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, ভুরু কোঁচকানো, চেহারা শুকনো, ভীষণ উস্কোখুস্কো। পর্দা সরিয়ে ডেভিডের ঘরে ঢুকেই হরিরাম বলে, তোমার জবাব নেই।

কি ব্যাপার, এতদিন দেরি…

তোমার বিশ্বাসী, সেই কাগজের লোকটা বলুক।

কি হল ?

কি হয় নি ? এমন সুনাম তোমার মিশনের, যে যেতেই সে ছেলেরা তোমার সাজানো মিসেস দোরজের সব জারিজুরি ধরে ফেলে। কেন, কেন তুমি দুর্গত মানুষের অত্যন্ত বাস্তব দুর্দশা নিয়ে ইয়ার্কি করবে ? এটা পশ্চিমবঙ্গ। মানুষজন রাজনীতি-সচেতন।

বল, কি হয়েছে ?

বলব। আর আজই আমি চলে যাব বেহুলা।

বল কি হয়েছে।

বলব। আর আজ তুমি আমার কথা শুনবে, শুনবে, শুনবে। শোন…

কোনো লাঞ্চ খাওয়া নয়, ফোন ধরা নয়, কাজের ছুতো নয়। শোন।

শুনছি।

হরিরাম কথা শুরু করে।

ইরফানপুর স্টেশনে বেহুলা গ্রাম-সমিতির ছেলেরা এসেছিল। গোবিন্দ ভাস্কর ও আরো তিনজন। ডেভিডের পাঠানো লোকটি ওদের বিভ্রান্ত

করে থাকবে। কেননা ওরা ধরেই নেয়, বেহুলাতে যে হাঙ্গামা চলেছে— সে বিষয়ে সরেজমিন দেখে রিপোর্টাজ লিখতে এসেছে কলকাতার ইংরিজি দৈনিকের লোক।

ভাষাবিভ্রাট দেখা দেয়। তার পর হরিরাম হিন্দী ও ইংরিজিতে ওদের সবটুকু বোঝাতে সক্ষম হয়। ওরা বেজায় ক্ষেপে ওঠে। মারমুখো হয়। রাজনীতিক মস্তান নাকি ?

না। অত্যন্ত খাঁটি এবং ভালো ছেলে।

তার পর ওরা নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করে এবং হরিরামকে গোবিন্দ বলে, এ-হেন ব্যবহারের জন্যে তারা লজ্জিত। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটিই ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এ সময়ে এসে পড়ে অধীর সাপুই। বেহুলা গ্রামের একমাত্র ইংরিজি-জানা লোক। বেহুলা গ্রামে যে পথ তৈরি হচ্ছে খাদ্যের বদলে শ্রমদানের ভিত্তিতে, সে কাজের সুপারভাইজার এবং ভাষা সমস্যা বিদূরণে সে সাহায্য করে। দোভাষীর কাজ করে। একতরফা কথাও বলে।

অধীর হচ্ছে সকল অবস্থায় অবিচল লোক। সে এসেছিল ইংরিজি দৈনিকের সাংবাদিককে নিয়ে যেতে। তার বদলে পায় হরিরাম মাহাতোকে। এবং বলে, যা হয়েছে, তা হয়েছে। চলুন চা খাই। ইরফানপুর স্টেশনের পেছনে নিতাইয়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে অধীর হরিরামকে সব বুঝিয়ে বলে।

হরিরাম মাহাতোকে কে পাঠিয়েছে, সেই কাগজের লোকটি এক অসভ্য ঠাট্টা করেছে। ভবিষ্যতে তাকে পেলে ছেলেরা তার টেংরি খুলে নেবে, তাতে যেন কোনো সন্দেহ না রাখে হরিরাম। পাঁচ লাখ টাকাটা শুনতে বড় কেমন যেন লাগছে। হরিরাম সব শুনুক। পাঁচ লাখ নয়, হাজার দশেক টাকার জন্যে বেহুলা গ্রাম মরতে বসেছে।

গ্রামটি বড়ই ভেতরপানে। এতদিন গ্রামের কোনো উন্নতিই হয় নি। এবার সবই হয়ে যাবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু কপাল মন্দ। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হৃদয় নস্কর। হেদো নস্কর নামেই পরিচিত। লোকটি

গ্রামের অধিকাংশ জমির নামী বেনামী মালিক। কোনোদিনই ওর সুনাম নেই। কী ভাবে পঞ্চায়েত প্রধান হল, সেও বলা কঠিন। তবে গোবিন্দরা ভেবেছিল, ওকে সর্বদা চাপ দিয়ে সুপথে চালানো যাবে।

বাউরি, বাগদি ও মাল পাড়ার বেশ কয়েক ঘর হেদো নস্করের বর্গাদার। হেদো নস্কর এই বর্গাদার রেকর্ড করা নিয়ে যথেষ্ট ঝামেলা করে। তার পর চলে খরা। জল ভালো হয়নি বর্ষায়, ধান ভালো হয়নি। এখন আরেক চাষের সময় এল। এখন নস্কর বলছে, সে বর্গাদারদের আধা ফসল দেবে না। পুরনো ধান-কর্জ কাটবে। আর, এমন ধান হয় নি যে বাউরি-বাগদির খোরাকির সমস্যা মেটে। নতুন করে খোরাকি কর্জ দিতেও সে নারাজ। ফলে ঝামেলা চলছে খুব। হেদো নস্কর স্বযুক্তিতে অনড়। সে কেন দেরি করছে চাষ শুরু করতে? তার জবাব, যারা জমির ভাগ পেল, তারাই করুক-না কেন। সরকার ত তাদের মদত দেবে।

গোবিন্দরা বলতে গিয়েছিল, এবার চাষ সুবিধে হল না। ধান তোমার আছে। খোরাকি দাও। পরে কেটে নিও। তাতে সে নারাজ। আসলে সেও সেই চক্রে আছে, যারা চাল পাচার করে কলকাতায় সমানে। সে বলেছে, বর্গাদার রেকর্ড হল। কোনো ঝামেলা করি নি। হ্যাঁ, ফসল থেকে আগের কর্জ কেটেছি। কর্জ ছিল, দান ত ছিল না? তোমরাই বা জমি রেকর্ড করাতে ক্ষেপে উঠলে কেন? এতকাল কি না খাইয়ে রেখেছিলাম? এবার কর্জ দিতে পারছি না আমি। আমাকেও ত ওই ধান-চাল নেড়ে-চেড়েই খেতে হবে।

উপসংহারে অধীর বলে, পথ তৈরীর কাজও এখন শেষ। এরা খাবে কি? এ সমস্যা ত থেকেই যাবে। আকাশের জলের ওপর নির্ভর যখন। গোবিন্দরা গ্রামসমিতি থেকে গিয়ে খুব বাকবিতণ্ডা করে। ফলে হেদো নস্কর ওদের সঙ্গে খুব ঝগড়া করে। তারপর হেদো নস্কর বাড়ি বন্ধ করে থানায় সব জানিয়ে চলে গেছে কলকাতা। খুব ত্রিশঙ্কু অবস্থা। গ্রামসমিতির ছেলেরাই তার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। গোলা লুঠ হলে তাদের বদনাম। হেদোকে আনার চেষ্টা চলছে। হৃদয় নস্করের

হৃদয়ে পরিবর্তন না এলে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব নয়। গ্রামে ব্যাপক
উপবাস চলছে বলতে গেলে। মনোভঙ্গ ঘটছে।
গোবিন্দ বলে, আসলে জমিতে স্বত্ব হলেও, চাষিকে দেওয়া যাচ্ছে না
এখনো সম্বৎসর খোরাক জোটার প্রতিশ্রুতি। শিশুদের উত্থান
গোবিন্দ ত সাধ্য থাকলে বেহুলার শিশুদের দুধ খেতে দিত রোজ
আবার খোরাকি কর্জ নিলে ত হেদোর কাছেই বাঁধা রইল ওরা। কিসে
দিত খোরাকি? কলা চাষে উৎসাহ দিত? বেহুলায় কলা গাছ খুব
ভালো হয়।
হরিরাম তখন ওদের সঙ্গে যেতে চায় গ্রামে। কথা দেয়, ওর সাধ্যমতো
টাকা এনে দেবে গ্রামসমিতির হাতে। হরিরামের কাছে হেদো নস্কর ও
গোবিন্দরা এক নতুন অভিজ্ঞতা। হেদো নস্করও জোতদার। বেনামী
জমি তার অনেক। গোবিন্দ স্বীকার করে। তা থাকা উচিত ছিল না।
কিন্তু হেদো নস্কর কোনো ব্যতিক্রম নয়। মৃত আত্মীয়-পরিজন, চোদ্দটি
গ্রহবিগ্রহ এবং মাইনে করা চাকরদের নামে বেনামী জমি রাখা ভারতে
সর্বত্র প্রচলিত।
হেদো নস্করই পঞ্চায়েত প্রধান। এরকমটা হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু
পঞ্চায়েত প্রধান হলে হাতে থাকে গ্রামীণ অর্থনীতি। সে কারণে বহু
ডাইনে-হাঁটা লোক রাতারাতি বাঁয়ে ঘুরে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ হেন রাজ-
নীতিতে সচেতন জায়গাতেও।
গোবিন্দরাই ভরসা। কিন্তু প্রথমত ওরাও তেমন শিক্ষিত নয়।
চাষি ঘরেরই ছেলে। সেইজন্যে হয়ত হেদোর সঙ্গে সব সময় এঁটে
উঠতে পারে না।
অধীর এ সময়ে এখানে থাকায় সব দিকে ভালো হয়েছে। অধীর ওকে
বলে, গ্রামের মানুষ সর্বত্রই এক অবস্থায় বাস করে।
গ্রামে পৌঁছে গোবিন্দ অত্যুৎসাহে হরিরাম মাহাতো আসার উপলক্ষ্য
বিষয়ে বলে আসে বোধ হয়। কেননা তার পরই গোবিন্দ ওকে নিয়ে
যায় নিজেদের বাড়ি। একটু জিরিয়ে নিতে দেয়। সাইকেল জোগাড়

করে। বলে, চলুন গ্রাম দেখাব। সময় লাগবে।

হরিরাম বলে, আমি গিয়েছিলাম বেহুলা, নদী পেরিয়ে তামলী গ্রামের দিকে। তামলী একটা বড় গ্রাম। তামলী বহতা নদী। বেহুলা মরে যাচ্ছে। গ্রামের যা অবস্থা, বেহুলাতে জল থাকলে চাষের সুবিধে হত।

আমি দেখেছি কোথায় মজা নদীর বুক কাটলে খানিক সুরাহা হয়, কোথায় ছোট্ট একটা সেতু দরকার নদীর বুকে।

আমি দেখেছি, আইন মেনে কি করে নস্কর আইনকে কলা দেখাচ্ছে। নস্করের জমি ছোট ছোট ভাগে। মানুষ অনেকগুলি। ফলে কেউ হয়েছে দেড় বিঘা জমিতে বর্গাদার, দু বিঘা জমিতে কেউ। বীজ ও লাঙল নস্করের। চাষি পাবে আধা ফসল। কে কতটুকু পেল? এই ছোট ছোট ভাগ নস্কর আগেই করে রেখেছিল। টানা জমি যেখানে দশ বিঘা, সেখানে ছয় জন নাম লিখিয়েছে। বুঝে দেখো।

আমাকে গোবিন্দ দেখিয়েছে, কীভাবে যে যার বাড়িতে কলাগাছ লাগাতে পারে। দেখিয়েছে, একটু উৎসাহ পেলে কীভাবে তামলী নদী ভিত্তি করে জেলে পরিবারগুলি বাঁচতে পারে।

ওদের ঘর কি জীর্ণ। শিশুদের চোখ মুখ কি নিরানন্দ, কি রুগ্ন। মেয়েদের চেহারা রক্তশূন্য। পুরুষরা স্বাস্থ্যহীন। ঘরে ঘরে কথা বলে দেখেছি, খোরাকি না পেলে ওদের কি হবে কেউ জানে না। একটা ফসল, প্রধান ফসল তোলার পরেই এই অবস্থা।

ডেভিড বলল, তোমার কি বক্তব্য? কি সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তুমি?

হরিরাম বলল, কয়েকটি পরিবার আসন্ন সর্বনাশের সামনে। ওদের দরকার সব। স—ব। বলতে পার ভারতের সকল সম্পদ।

এটা কাব্য হল।

না। সব বলতে আমি কি বলছি? তা হলে এখন বলি পবন বাউরির কথা। তার কথা আমি বলি নি এতক্ষণ।

সে কে?

সে ভারতের কৃষক। সমগ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায়। কি অর্থে? সে হচ্ছে সেই-সব অগণিত মানুষ, যারা কৃষিনির্ভর, কিন্তু যাদের জমি নেই, থাকে না। আমি জানি এরাই অগণন। এদের কথা কোনো নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শপথ নেবার সময়ে বলে না।

ওগুলো সাজানো কথার মতো শোনাচ্ছে।

কেননা সাজানো কথা, সাজানো বাস্তবতাই, সাজানো দারিদ্র্য তোমার চোখে সত্যি। সত্যি কথা, নগ্ন বাস্তবতা, নির্মম দারিদ্র্য তোমার বা তোমার মিশনের মনে কোন দাগ কাটতে পারে না। হিন্দি ছবির মেকি বাস্তবতা ও দারিদ্র্যের জগৎ অলীক। সেই অলীকতায় তোমার আস্থা। বল, কি বলছিলে।

পবন বাউরি খেতমজুর। কবে ছিল ছোট চাষি। নস্করকে জমি দিয়ে কবে হয়েছে খেতমজুর, এখন মনেই করতে পারে না। আমার পেছনে ছায়ার মতো ঘুরত ও। কোনো প্রত্যাশায় নয়। কিছু করার নেই বলে। ওর মতো লোকরা একটা আশ্চর্য বাস্তবতা। 'শ্রমের বদলে খাদ্য' নীতিতে যে গম পেয়েছিল, তাই এর সম্বল। ফুরিয়ে গেলে কি করবে? আর কিছু না জুটলে যাবে সুন্দরবনে। সেখানেও নস্করের আবাদ আছে। নস্করদের জমি সর্বত্র থাকে।

খুব দুর্ভাগ্য।

হ্যাঁ। খুব। তোমার বোঝার বাইরে। পবন হচ্ছে সেই গোত্রের লোক, যে ভূমিনির্ভর, যে পায় না সরকারি মজুরি, যে কোন রাজনীতিক দলে ভিড়তে পারে নি, আর এরাই সংখ্যায় বেশি। গোবিন্দর বেশি উৎকণ্ঠা ছিল এদের জন্যে। কেননা শেষ অবধি এরা কলকাতার দিকে চলে যায় ভিখারি হয়ে।

সম্ভব, খুবই সম্ভব। কিন্তু এই সরকার ত প্রাণপণে চেষ্টা করছে এদের জন্যে।

সরকার চেষ্টা করে না, তা তো আমি বলি নি। কিন্তু প্রয়োজন অনেক বেশি। সাধ্য অনেক সামান্য। সরকার অলৌকিক কিছু করতে পারে

না। যেমন, নস্করের হৃদয়ে আনতে পারে না প্রয়োজনীয় পরিবর্তন।
বল।
পবনের বাড়ি আমি গিয়েছিলাম। অসীম, অপার দারিদ্র্য। ওর বউ বাইরে এল না, কাপড় তার ছেঁড়া। পবনের ছেলে-দুটো উঠোনে বসে মাটি দিয়ে পুতুল গড়ছিল। চমৎকার পুতুল। ওর মেয়ে একটি বছর-খানেকের মেয়েকে কোলে নিয়ে কি খাওয়াচ্ছিল জানো?
কি?
গমটা ওরা সেদ্ধ করে। তার মাড় খাওয়াচ্ছিল। বাচ্চাটা তাই খাচ্ছিল চুকচুক করে। পবন বলল, অনেকদিন ওরা ভাত খায় না। ভাতের স্বাদ ভুলে যেতে বসেছে।
ঠিক নয়।
ওদের কোনো শিশু-উদ্যান দরকার নেই। কোনো সিনেমা না দেখলে, ছোট রেলগাড়ি না চাপলেও পবনের ছেলেমেয়ের চলে যাবে।
কিন্তু প্রয়োজন আছে।
কি, বল?
– শিশুবর্ষ বলে যাদের চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না, তারা অন্যত্র খরচ করুক তাদের নোংরা টাকা। বেহুলার মতো এত কাছের অথচ এত দূরের গ্রামে প্রথমে দরকার বাপ-মাকে বাঁচানো। সব জমি কেন বেনামে থাকে সর্বত্র? কেন সরকারে খাস হয় না? কেন পবনরা জমি পায় না? বর্গাদারি রেকর্ড হবার পরও বর্গাদাররা কেন উপোস করে, আর জমিমালিক যে ছিল, তার খোশখেয়ালে কর্জ পায়? কাজ করে গম পাওয়া ফুরিয়ে গেছে বলে ঘরে ঘরে হতাশা কেন? জঘন্য থাকার-ঘর, নিরাপত্তা নেই, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষা স্বপ্নকথা। এই অবস্থায় রেখে দেবে বাপকে, মাকে। আর শিশুরা বাগানে গিয়ে রেলগাড়ি চড়বে? না। বাপ-মা বাঁচলে সন্তানদের ঠিক বাঁচাবে। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি ডেভিড।
বুঝলাম।

এখন হুটো কথা বলব, যা আগে বলি নি।

বল।

এক। মহুগড়ে আমাকে কেন পাঠিয়েছিলে?

তার মানে?

আমিও ছিলাম গাধা। হাতে টাকা দিয়ে দিলে পাঠিয়ে, চলে গেলাম। কিন্তু তোমাকে ত মিশনের নাম করে ভারতে চালাতে হয় একটা অন্তর্ঘাতী দপ্তর।

হরিরাম!

কি আশ্চর্য, শুনবে না? তোমাকে চালাতে হয় একটা দপ্তর, মানুষ চিনতে হয়, হরিরামকে গাধা বলে ঠিকই চিনেছিলে। পাঠালে মহুগড়ে। জানতে, আমি ঠিকই পুরান্দা যাব, মিশন-কলোনি আমার জঘন্য লাগবে, সচদেব কি করছে তা জানতে পারব। সচদেব আর সোহনলালের এলাকা। ওখানে ত মিশন-গ্রাম করতেই হবে। হরিরাম গেলে ঠিক চলে যাবে ওখানে। খবর পেলে তোমাদেরই সুবিধে।

কি সুবিধে?

তোমরা ত জানই। হুঃখের কথা এই, তোমরা করো রাজনীতিক দালালি। তোমাদের কারণে ঘ্যাড়াবোঁচা ছোট মিশনগুলোর অবস্থাও সঙিন হয়, সচদেবের সঙ্গে আমার কি কথাবার্তা হয়, তা জানতে পারলে না। পাঠালে পিপলছাঁও।

বেশ গল্প বলছ।

গল্পই ত। এ গল্পে পুরান্দার আদিবাসীদের নৈতিক বল ভেঙে দিতে মিশনের সুখী আদিবাসীদের জঙ্গলে বসাতে হয়। তার পর পিপলছাঁও। কেন রামানুজ, বা মনমোহন পিপলছাঁওয়ে? কেননা প্রতাপরামরা ভোজপুরের সংগ্রামী হরিজনদের দৃষ্টান্তে সশস্ত্র খেতমজুর আন্দোলন গড়ার দিকে ঝুঁকছে। সেটা ভাঙা দরকার। তাই মনমোহন হয় রামানুজ মানব। গ্রামীণ নটুয়াদের ঐতিহ্যপুষ্ট নাচ-গানের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে। দল ভাঙায়। তাই বলেছিলাম, যে কাজ করা দরকার তা

সে করেছে।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

না ডেভিড। বোকা, ইডিয়ট, দেহাতি হরিরাম মাহাতো এই প্রথম মাথা সাফ রেখে কথা বলছে। কিন্তু আমাকে পাঠাও এক কারণে, আমি জড়িয়ে পড়ি অন্য ব্যাপারে। আমাকে পাঠানোর ফল এবারেও ভালো হয় না। বেহুলাতে ত কিছুই হবে না। এখন আমি সেখানেই যাব। কি করব জানি না। তবে বলতে যাব, আগের দিন এসেছিলাম তোমাদের দালাল হিশেবে, আজ এসেছি হরিরাম মাহাতো হিশেবে। তোমাদের কার্যকলাপ বিষয়ে অন্তত সমিতির ছেলেগুলিকে বলে যাব। তার পর যাব নিজের জায়গা খুঁজতে।

কোথায় ?

যেখান থেকে তুমি আমাকে তুলে আনো।

সেই মিশনে ?

মিশনে ? পাগল নাকি ? আর কোনো মিশনে নয়। সেই-সব জায়গা, সেই-সব গ্রাম, হয়ত তেমন কোনো গ্রামেই আমি বসেছিলাম। সেখানেই থেকে যাব। নিজের একটা পরিচয় তৈরি করব।

গ্রামের লোকদের লড়তে শেখাবে ?

লড়াই বলতে তুমি কি বোঝ ?

হিংসায় ফিরে যাওয়া। যাতে তোমার বিশ্বাস হয়েছে।

সচদেবের লড়াই, প্রতাপরামের লড়াই ত আমার কাছে ধর্মযুদ্ধ। আমি তার মধ্যে দেখতে পাই ভালোবাসা। ওরা ওদের অনুগামীদের ভালোবাসে। ভীষণ ভালোবাসে, আর সে ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওদের হাতিয়ারও ধরতে হয় কখনো। কিন্তু তাকে আমি হিংসা বলতে রাজি নই। হিংসার অন্য চেহারা আমি দেখেছি।

ও-সব কথায় বেহুলার ছেলেরা ভুলবে না।

ওদের ত ভোলাতে যাচ্ছি না আমি। ওরা কর্মীছেলে, ভালো ছেলে, ওরা জানে কি করতে হবে। আমি শুধু আমার যাবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা

করতে যাচ্ছি।

যেও না মাহাতো।

এখন এ কথা বলা নিরর্থক।

যেও না।

তোমার মিশনের লোক হয়ে গেছি বলে, বিন্ধারা বা পিপল্‌ছাঁওয়ে আমাকে বিশ্বাস করেনি কেউ। নিঃশেষে, বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় নি আমাকে। কিন্তু আমি ত তোমার মতো নই। আমার একটা নিজের জায়গা চাই। চাই নিজের পরিচয়। এ রকম শিকড়ছাড়া অস্তিত্ব আমার জন্য নয়।

তোমার টাকাও নেই। টাকা বিষয়ে তোমাদের ধারণাটা অবাস্তব। আসলে অত টাকা কারো লাগে না।

কিন্তু তোমার কিছুই নেই।

বেশ ত। তোমার হয়ে তিনটে জায়গায় গিয়েছিলাম। কাজ-পিছু পঞ্চাশ টাকা হিশেবে দেড়শ টাকা আমাকে দাও। এ টাকা নিতে আমার বাধবে না।

মাত্র দেড়শ?

দেড়শ টাকা বহুজনের কাছে রাজার ঐশ্বর্য। বলেও লাভ নেই। বললেও তুমি বুঝবে না। তুমি আর আমি একেবারে দুটো আলাদা ভাষায় কথা বলি।

আজই যাবে?

আজ ত দোকানপাট বন্ধ। কাল সকালে? না, দুপুরে। কয়েকটা কেনাকাটা করতে হবে।

মাহাতো, তোমাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি। এ রকম সিদ্ধান্ত সবাই নিতে পারত না।

আমি একটা গাধা।

তোমার যাত্রা সফল হোক।

ধন্যবাদ।

পরদিন সকালে হরিরাম সামান্য কেনাকাটা করে। নিজের একটা ব্যাগ। দুপুরে ও ট্রেনে চাপে। শান্তি, শান্তি। গভীর, গভীর স্বস্তি। কেন্দুয়া গ্রামের আদিবাসীরা কি তাকে চিনতে পারবে? চিনতে পারে। হরিরাম চলে আসার সময়ে ওদের মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে কেন্দুয়ার আশপাশে জঙ্গলে রাতদিন পাতা ঝরে। জঙ্গলে মেয়েরা বুনো কুল কুড়োয়, আমলকী। মালিক বড় কম পয়সা দিত ওদের চাষের সময়ে। ফসল কেড়ে নিত। রাঁকা। হতভাগ্য মানুষ। হরিরাম সেখানেই যাবে। আর ইরফানপুর থেকে বেহুলা গিয়ে আজই ফিরবে। আজই। হরিরাম মাহাতো এবার ঘরে ফিরবে। অনেকের আপনজন হতে হয়। সচদেব, প্রতাপ, গোবিন্দরা। একজনের আপনজন হতে হয়। প্রতাপের বউ বলত, ভৈয়া! ইরফানপুর স্টেশন এসে গেল।

এর মধ্যে ডেভিড নিষ্ক্রিয় থাকে নি। হরিরাম যখন গতকাল স্নান করছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, ডেভিড গাড়ি নিয়ে কাগজের লোকটির কাছে যায়। সে চলে যায় বেহুলা। সব খুলে বলে গোবিন্দদের। বলে চলে আসে।

কথাটি বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে। মিশনের কথা মিথ্যে, বন্ধু সেজে আসা মিথ্যে। লোকটা এজেণ্ট। বিদেশী শক্তির এজেণ্ট। লোকটা সি, আই, এ, এজেণ্ট হিশাবে মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বহু জায়গায় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করেছে। ওই সরল চেহারা ও আন্তরিক কথাবার্তা ওর ছদ্মবেশ। ঘৃণ্য এজেণ্ট ও।

পশ্চিমবঙ্গকে চেনে না, চেনে না বেহুলাকে। এখানে আবার আসছে। সি, আই, এ,-র ত এই কাজ। যেখানে গণ্ডগোল, সেখানে ঢাকে কাঠি বাজানো। ও যখন আসবে, তখন কোনোমতে ওকে আমল দেওয়া নয়। এলেই মেরে বের করে দিতে হবে।

গোবিন্দরা এসে গ্রামসমিতি গঠন করার ফলে হেদো নস্করের প্রাচীন শিষ্যদ্বয় রাজু ও তাজা এতদিন পাত পায় নি। এখন তারা এই সুযোগে এসে পড়ে ও বলে, বল্ গোবিন্দ, লাশ ফেলে দিই।

না। তোদের মতো আমি চাকু চালাই না।

বল্ না।

না। আসুক, দেখা যাবে।

রাজু ও তাজা সরে পড়ে। তারা ইরফানপুর স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকে। খুব খারাপ হয়ে গেছে গ্রাম। গ্রামে ফেরা ঠিক হয় নি তাদের। কিছু টাকা পেলে এখনকার মতো সরে পড়া যেত। সে সময়ে ভিড়ে-না পড়া ভুল হয়েছে খুব। ওরা স্টেশনে পৌঁছয় ও ট্রেন লক্ষ্য করে চলে।

হরিরাম বিকেলে নামে স্টেশনে। রাজু ও তাজা পরস্পরের দিকে চেয়ে এগোয় ওর দিকে। ঘড়ি। নতুন ব্যাগ। সি, আই, এ। ব্যাগে কি টাকা আছে? সি, আই, এ, হলে ব্যাগ ভর্তি টাকা থাকার কথা।

হরিরাম ধরেই নেয়, ওরা ওকে নিতে এসেছে। হরিরাম ত বলেই গিয়েছিল সোম কি মঙ্গলবার আসবে একবার। কথা দিয়েছিল।

একটু হেসে ও এগোয়।

স্টেশনের কেউ কেউ ওদের তিনজনকে হাঁটতে দেখেছিল। রাজা ও তাজু, নদীর কিনার ধরে হাঁটা কত মনোরম, তাই বলতে বলতে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ওকে।

সেই শেষ। হরিরাম মাহাতোকে আর কেউ জীবিত দেখে নি। তার পর যা হয়, কাহিনীর শুরুতেই তা বলা হয়েছে।

সাগোয়ানা

হিমে ভেজা শুকনো ঘাসে
ত্রিপুরী দারোগা আগুনের মালসা ভাঙে
ত্রিপুরী তুমি এ কাজ কোর না, কোর না
শশী মাহাতো ঘুমায় ওই ঘাস গাদায়
ও বনে আগুন জ্বেলে দেবে।

তখনো গানটি রচিত হয় নি, ত্রিপুরী সে গান শোনে নি। আর গানে সব কথা হয় উলটোপালটা। দারোগা কোথা পাবে আগুনের মালসা? শশী মাহাতো বা কেন ঘুমাবে ঘাসের গাদায় পড়ে? তার ঘর ছিল, ঘরে মাচাং ছিল, ঘরের চালে মোরগ বসত, আর ঘুম ভাঙাত শশীর। দলমলে ছেলে গো। রং কালো, নাক চাপা, ঠোঁট হাসার আগে চোখ দুটি হাসে। শশী ভরা শীতেও প্রতিবেশীর বিপদে খালি গায়ে বেরোতে পারত। ওর বুকের মধ্যে ছিল আগুনের মালসা। ওর শীত করত না। ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন করত শশী। সে কাজেই চাইবাসা গিয়েছিল ১৯৭৮ সালের ৬ই নভেম্বর। তিতাহাতু গ্রামে ছিল না।

চাইবাসা-গোইলকেরা জঙ্গল রাস্তার মাঝামাঝি তিতাহাতু গ্রাম। পাহাড়-জঙ্গলের দেশ, ছোট গ্রাম। পঁচিশ ঘর বাসিন্দা, সবাই মুণ্ডা। তা পঁচিশ বিঘা জমিও নেই আবাদী। জঙ্গলের কন্দমূল-ফল-পাতা ভরসা। কুড়ানো কাঠ আর শালপাতা বেচা কাজ। গ্রামের পহান বুধা মুণ্ডার কথা সবাই মানে আর বুধা মানে শশীকে।

তিতাহাতু জঙ্গল বেড়ে শাল কেটে সেগুন লাগাবে জঙ্গল-উন্নয়ন-কর্পোরেশন, এ কথা শুনেই শশী ছুটে যায় গোইলকেরা। বি ডি ও-র কাছে। বি ডি ও শশীকে চেনেন।

কি, শশী?

এই জঙ্গলেও শাল কেটে সেগুন লাগাবে শুনলাম?

কথা হচ্ছে। কি বুঝছ?

তা কোর না বাবু। আর কিছু নেই আদিবাসীর, শাল-মহুয়া গাছ তাকে বাঁচায়।

ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনে তো সাগোয়ানা রোপাই বন্ধ করো। খুব নারা তুলেছ তোমরা।

বাবু, শাল বা সেগুন আর গাছ নেই আমাদের চোখে। এত জায়গা পড়ে আছে, জলে আছে মাটি, সেখানে সেগুন লাগালে ইলাকা সবুজ হয়, সরকারের কাজও হাসিল হয়। শাল-মহুয়া কেটে সেগুন লাগালে মনে লাগে কি না বলুন।

তাই তো শশী। জঙ্গল-উন্নয়ন অফিসার যে তিতাহাতু যাবে বলেছিল। তা গেলেও কি গোলমাল হবে?

সেগুন লাগালে গোলমাল হবে।

না বাবা, আমিও আদিবাসী। ঝাড়খণ্ড হলে আমার মনেও ভাল লাগবে। ঝাড়খণ্ডীদের সঙ্গে আমি গোলমাল চাই না। ঠিক আছে। লাগানো হবে না সেগুন। বুধনা মুণ্ডাকে বলে দে, ছয় তারিখে আমি মিটিং করব তিতাহাতুতে। সবাইকে যেন বলে দেয় আসতে। আমি বাপু পাঁচ তারিখেই চলে যাব। রাতটা থাকব তিতাহাতু। মিটিংটা সে রামুডী জমিতে হবে এখন?

রাতে থাকবে বাবু?

আমাকে তো জবাবদিহি করতে হয়। বলে দিচ্ছি, কোন আদিবাসী যেন ধনুক-বল্লম-টাঙি হাতে না আসে। সেই দেখতেই যাব। মিটিঙে তাই বলে চলে আসব।

সে খুব ভাল হবে বাবু।

তোর কি কোন কাজ আছে সেদিন?

আমি চাইবাসা যাব একবার।

তা যাস। তোর বিয়ের কি হল?

মা তো খুব খেচায় রাতদিন। কিন্তু পায়লীকে বিয়ে যে করব, পুরনো ধারকরজ শোধ না হলে ভরসা পাই না। সে আইনটা তো হয়ে গেল

বহুত দিন। কাজটা হচ্ছে না। এবার তো 'কৃষি-করজ বে-আইন— দিব না দিব না ঋণ।' আন্দোলনটা হবার কথা। দেখি কতদূর কি হয়।

তা বাদে বিয়ে হবে।

বিয়ের খরচও আছে।

শশী হেসে বলল, সবাই বলছে বিয়ে তুই কর। আমরা সবাই মিলে চাল-মুরগি-মদ দেব। দেখি কি করি।

এ কথা বলেই চলে আসে শশী। ছয় তারিখে কেন, পাঁচ তারিখ থেকেই ও চাইবাসা। ওর পার্টির ভরত বলেছিল, এত শান্তিতে সব মিটে যাবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ। বিডিওবাবুও আদিবাসী। ও কথা দিয়েছে। বলেছে, আমাদের পার্টিকে চটাতে চায় না।

বি ডি ও গায়ে তকমা আঁটলে আদিবাসী থাকে না। সে কথা শশী বোঝে নি। পাঁচ তারিখেই বি ডি ও হাজির হন তিতাহাতু। কিন্তু সঙ্গে আনে ছয় জন পুলিস। পহান ছেড়ে দেয় ওকে নিজের ঘর। ছয় তারিখ সকাল থেকে জমতে থাকে আদিবাসীর দল। ওরা আসে সার বেঁধে, হাতে শালের সপত্র ডাল নিয়ে। বেলা এগারটা নাগাদ বি ডি ও আসে মিটিঙে। এখন তার সঙ্গে গোইলকেরার দারোগা।

নিরস্ত্র আদিবাসীরা সপত্র শালগাছের ডাল তুলে ধরে নাড়া দিতে থাকে।

শাল আদিবাসী, সাগোয়ান দিকু

সাগোয়ান রোপাই বন্ধ করো।

দারোগা চোখ সরু করে চেয়ে থাকে ও বি ডি ও কে বলে, আদিবাসী আপনি, তাই এতে বিপদ দেখছেন না! আমি তো ভাল বুঝি না। খুব মারমুখো মানুষ এরা মনে হচ্ছে।

হাতিয়ার আনে নি তো।

হাতিয়ার না আনলে শালের ডাল তো এনেছে। আর ঝাড়খণ্ডী নারা বা শিখল কোথায়?

শশী মাহাতো, আর সে বা কেন, সবাই জানে।

নিন। পহানকে জিগ্যেস করুন আরো লোক আসবে কি না। বলে দিন।

সেগুন-রোপাই এখন হচ্ছে না—মিটিং খতম। চলে যাক ওরা। ওঃ। কত জন রে! জানলে আরো পুলিস আনতাম।

বি ডি ও, এ কথায় ঘাবড়ায়। পহানকে ডেকে সে বলে সব। পহান হাত নেড়ে ডাকুয়াকে ডাকে। ডাকুয়ার কাজ হল ঢোল পিটিয়ে হেঁকে ঘোষণা করা। ডাকুয়া ভুরা লামদা এতক্ষণ এই জমায়েতে বেয়াইকে পেয়ে কথা বলছিল। এখন পহানের নির্দেশে সে লাফ মেরে উঠে ঢোল বাজায় ও হেঁকে বলে। বিডিওবাবু মিটিনে কিছু বলবে না।

সে জানিয়ে দিল সেগুন রোপাই হবে না।

শেষ বাক্যটিতে জনতা উল্লাসে চেঁচায়। ভুরা আরো হেঁকে বলে। তিনি ভি চলে যাচ্ছে। তোমরা যে যার ঘর চলে যাও।

বি ডি ও এবং দারোগা পুলিশ নিয়ে চলে যায়। বেলা এখন একটা হবে। পহান যায় নিজের কাজে। জমায়েতী লোকজন সরতে থাকে। অনেকে থেকেও যায়। এখনো লোক আসছে, লোক আসছে, তাদের জানানো দরকার সেগুন রোপাই হবার কথা ছিল। হঠাৎ মতি বদলাল কেন? সকলেই বলাবলি করে। এ শশী মাহাতোর জয়। সে বিডিও-বাবুর কাছে গিয়ে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করে বিডিওবাবুকে।—এ কথা সকলেরই পছন্দ হয়। হাঁ, শশী এসেই তো মনে আশা জাওয়াল। মরে ছিলাম আমরা। বড় ভাল ছেলে। এখন যা দেখছি, সকল কাজে ওকে সামনে রেখে চলতে হবে।

বেলা তিনটে বাজে। হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে তিনটি জীপ চলে আসে। বি ডি ও। জঙ্গল-উন্নয়ন অফিসার। অনেক পুলিস। বি ডি ও চেঁচাতে থাকে। চলে যেতে বললাম। এখনো যাও নি কেন সবাই? যাও, চলে যাও।

দারোগা এ সময়ে রিভলভার তোলে ও বুংরি গ্রামের বাণেশ্বর জামেদা

হু'হাত তুলে ছুটে আসতে থাকে। বলে, মেরো না হে। চলে যাচ্ছি আমরা।—কিন্তু তার হাতে ধরা থাকে শাল গাছের ডালটি। সাগোয়ানা হঠাও আন্দোলনের প্রতিবাদ-প্রতীক। দারোগা গুলি ছোঁড়ে। বাণেশ্বর ঘুরে পড়ে। জাসিকোরা গ্রামের নাটু মারলার উরুতে গুলি লাগে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকে। পুলিস নিহত বাণেশ্বর ও আহত নাটুকে জীপে তোলে। তাড়া করে বন্দী করে নিয়ে যায় নয়জনকে।

শশী চাইবাসায় বসেই জানে সব। ভরত বলে, এই তোমার কথা রাখা বি ডি ও।

শশী বলে। এখন?

এখন কাজ। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য হোক বা না হোক, আমাদের প্রত্যহের দাবিগুলিকে ছাড়ব না।

বাণেশ্বর বুড়ো মানুষ ভরত।

এখন কাজ আছে শশী। বাণেশ্বরের মরণ কি বৃথা যাবে?

ওর লাশ নেব। নাটুকে হাসপাতালে দেওয়াব। প্রতিবাদ জানাব।

এক সঙ্গে সব কাজ। গুণাকরকে ধরব আগে। সে করুক? নইলে বিধান সভার সদস্য হয়েছে কেন?

চল তবে। আর যেখানে গুলি চলল সে ইলাকায় মিটিন ডেকে দাও দেখি।

মিটিং হয় নি। হতে পায় নি। কিন্তু পার্টি কর্মীরা, শশী, বাণেশ্বরের দেহ নিয়ে আসে সৎকারের জন্যে। তিতাহাতু গুলিচালনার প্রতিবাদে চিঠি যায় সরকারী দপ্তরে। পার্টির তরফ থেকে ছাড়িয়ে আনা হয় গ্রেপ্তারী নয়জনকে। বাণেশ্বরের পরিবার পায় যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য। মতিলাল কোয়ারকে নিয়ে আসে শশী তিতাহাতু। মতিবাবু সমস্ত ঘটনাটি তার সাপ্তাহিক সমাচারে ছাপে। শশীর নামই করে সবাই। তারপর শশী যায় আবার বি ডি ও'র কাছে। বি ডি ও খুবই দুঃখ প্রকাশ করে মুখে। পুলিস গুলি চালাবে তা সে মোটেই বোঝে নি।

পুলিস নিয়ে ফেরত গেলে কেন?

এই দেখ শশী, এ তোমার ওধারকার কথা নয়।

তকমা এঁটে তুমিও দিকু হয়েছ।

কে বলে?

আমি বলে গেলাম।

তোমরা কি হাতিয়ার ওঠাবে?

বাবু! ঘাসে আগুনের মালসা উপুড় করে ঢালত বাণেশ্বরের মনিব। খুব তামাক খেত। কার্তিকের হিমে ঘাস তখন ভিজা।

একদিন পড়ল শুকনো ঘাসে। তা মহাদেব লালা পুড়ে মরেছিল। সবাই জানে। তোমাকে বলে গেলাম। আমাদের দাবীটাও রেখে গেলাম। ওখানে সেগুন রোপাই চলবে না।

এটা কি হুমকি দিচ্ছ?

আমাদের পার্টির লিখিত দাবী।

দেখলাম। কিন্তু এ কি আমার এক্তিয়ার?

সেখানেও দিয়েছি।

এই দেখ। গুলি চালাল ত্রিপুরী দারোগা......

তাকে আবার নিয়ে গেল কে?

শশী চলে আসে। আসার আগে বলে, ত্রিপুরী এটা সেই হাটের ব্যাপারের সোধ নিল।

বি ডি ও বসে থাকে। কথাটা মিছে নয়। বেশি দিনের কথাও নয়। এই নভেম্বরের তিন তারিখে ছিল গোইলকেরা টাউনে হপ্তার হাট। হাটটি মস্ত বড়। গত বছর নিলামে এ হাটের স্বত্ব কিনেছে চক্রধরপুরের ভালাচাঁদ ঠিকাদার দশ হাজার টাকায়। হাট থেকে তোলা নেয় ও। হাটে আসে আদিবাসীরা। তোলা ওঠে প্রতি সপ্তাহে। তাতে দশহাজার টাকা বহুবার পুষিয়ে যায়।

গোইলকেরা চাইবাসার কাছেই। হাটতোলা নিয়ে জুলুমবাজী নিয়েই মিটিং করছিল শশী। স্বয়ং এস ডি ও হাজির ছিলেন, ভালাচাঁদও।

ভালাচাঁদ মারে এক আদিবাসী বুড়িকে। তা নিয়ে গোলমাল। দিব না হাটতোলা। হাকিম বললেন, আলোচনা হোক। তোলা দেবার একটা নিয়ম মেনে নে।
আমরা মানলে ভালাচাঁদ মানবে?
কথা তো হোক।
ও জুলুম করে কেন?
তোরা তোলা দিস না।
না দিলে হাটে আসতে দিত? পয়সায় তোলা নেবে, মুরগি, শাকসব্জী, ফল নেবে—
এ কথায় এস ডি ও খেপে গিয়ে নিজেই লাঠি মেরে বসেন। ত্রিপুরী ও তার লোকজন লাঠি মারতে থাকে হাটুরেদের। মেয়েরা জখম হয়, জনা চোদ্দ মানুষ ধরা পড়ে। শশীরা বাধা না দিলে সেদিনও গুলি চলতো। ত্রিপুরী সে কথা ভোলে নি।
কিন্তু ত্রিপুরী উড়িয়ে দেয় বি ডি ও কে। বলে, সিংভূমের পুলিস শশী মাহাতোকে ডরায় না।
ওরা খেপে আছে।
যাক না আর্জি নিয়ে। কে শুনছে।
গুণাকর শোনে। বিধানসভার সদস্য। সেই হাটে সে মিটিং করতে বাধ্য হয় জনমতের চাপে। তাকে বলতে হয়, সরকারকে বহুত বলা হয়েছে। এখনো হাটে ছাউনিঘর নেই, পায়খানা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। সব ব্যবস্থা না হলে মাথাপিছু দশ পয়সার বেশি হাটতোলা কেউ দেবে না। ত্রিপুরী ঘটনাটিকে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নেয়। পরিণাম, তিতাহাতু।

দুই

শাল আদিবাসী, সাগোয়ান দিকু
সাগোয়ানা রোপাই বন্ধ্ করো॥

বি ডি ও তুমি কাকে মদত দেবে ?

কে বলছ ? শশী ? কেন, আদিবাসীদের ? তাদের ভালোয় আমার ভালো। তাদের সুখে আমার সুখ। তাদের উন্নতিতে আমার উন্নতি।

য়ে কা পুছনে কা বাত হ্যায় ?

বি ডি ও, তুমি কাকে মদত দেবে ?

কে ? দারোগাবাবু ? য়ে কা পুছনে কা বাত হ্যায় ?

এই রকমই সেই বিডিও বাবু
সে আদিবাসী গো আদিবাসী
কিন্তু চাকরী তাকে কিনে নিয়েছিল।
তার আপনজন কারা ?
জঙ্গল অফিসার। তিরপুরি দারোগা।
তাতেই শশী মাহাতো আগুন খুঁজে
আগুন খুঁজে শশী মাহাতো।
দেরেংদাতে জ্বলল সেই আগুন।

তিতাহাতুর ঘটনা শশীর মনে যে ক্ষোভ, যে বেদনা সঞ্চার করে, তা নিভতে চায় না কোনমতে। শশী পলুসকে খুঁজছিল মনে মনে। পলুস ওর বোন মহুলীকে বিয়ে করেছে। পলুস ক্রীশ্চান ছেলে। হলদিতে ওর ঘর নয়।

মহুলী আর অন্য মেয়েরা জঙ্গলে মহুয়া ফুল কুড়োত। সে অনেক দিনের কথা। মহুয়া ফুল ও ফল কুড়োবার অধিকার জঙ্গলবিভাগই ওদের দিয়েছে। জঙ্গলের গার্ড, বিট অফিসাররা পয়সা নিত তবু। আজও নেয়। তা ওদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বিট অফিসার বড্ড বেশি পয়সা চাইছিল। না দিলে মহুয়ার ঝুড়ি কেড়ে নিচ্ছিল। পলুস তখন হলদিতে যায় আসে। শশীর সঙ্গে ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন করত।

পলুসই বলে, দিবি নাই পয়সা।

না দিলে জঙ্গলে যেতে দিবে না।

যেতে ভি দিবে, একো পয়সা ভি নিবে না।

হাঁ, কি বল তুমি ?

শুনলি তো ?

ঝুড়ি আটকায়ে রাখে।

রাখাতেছি। শুন্ মোর কথা।

পরদিন মহুলি ও আরো কয়েকটি মেয়ে চলে যায় গোইলকেরা। ওদের কপাল ভাল ছিল। জঙ্গল অফিসার এসেছিলেন জঙ্গল দেখতে। এই ময়ূরধ্বজ সিংহের মত লোক কেমন করে প্রশাসনিক অফিসার হয়েছিলেন, সেটা ভাববার কথা। আরো ভাববার কথা, ছোটনাগপুরে সরকারের জঙ্গলবিভাগ যখন কাঠের ঠিকাদারদের ঘুষের কাছে বিক্রি হয়ে থাকে তখন ময়ূরধ্বজ কি করে সৎ, নির্লোভ ও মেরুদণ্ডী থেকে চাকরি করে গেলেন।

পলুস তাঁর ভরসাতেই মহুলিকে সাহস দিয়েছিল। মহুলিদের সে পাখিপড়া করে সব শিখিয়ে দেয়। ময়ূরধ্বজ সিংয়ের পায়ে পড়ে যায় মহুলি। বলে, মোরাদের বাঁচা।

কি হয়েছে ?

তোর বিটবাবুর জ্বালায় মোরা জঙ্গলে যেতে পারি না। মৌয়া নিব, পয়সা দিব। কাঠ কুড়াব, পয়সা দিব। এখন রোজ তারে এক টাকা দিতে পারি ? ঝুড়ি কেড়ে নেয় ?

বটে ! আর কি করে ?

জোয়ান বিটিদের সাথ ছেনাল করে।

তাই না কি ?

তার সাথ মস্করা না করলে রাগ। গায়ে হাত দিবে, কাপড় টানবে, ই জুলুম আর সহে না।

দেখছি।

ময়ূরধ্বজ সিং সে বিট অফিসারকে, গার্ডদের বেদম ধমক দেন।

বিট অফিসার বোঝে নি, এই বেঁটে ও চিড়বিড়ে লোকটি ময়ূরধ্বজ।

সে বলে, আপনি কে ? চেঁচাচ্ছেন ?

আমি তোর বাপ। ময়ূরধ্বজ সিংকে চেন না ?

হুজৌর, সার, আপনি ?

বদমাশ, হারামজাদা, আদিবাসীদের হকে বাটপাড়ি করছ ? জঙ্গল তোমার বাপের জমিদারি ?

এ হেন ভাষায় গাল পাড়েন তিনি, জরিমানা করেন, ঝুড়ি ফেরত দেওয়ান, পয়সা ফেরত দেওয়ান। সেখানেই তাঁর রাগ থামে না। মহুলিদের বলেন, তোরা কোন বদমাশি করলে জঙ্গলে ঢুকতে দেব না।

কোনদিন কোন আদিবাসী তা করে ?

আর এরা কোন নাখারা উঠালে সিধা আমাকে জানাবি।

দেখ হে বিট অফিসার, ঠিকাদার সে মন্ত্রীসভা সব জায়গায় আমার লোক আছে। মনে রেখো।

বিটবাবু যথেষ্ট তুরস্ত হয়। তারপর থেকে সে দূর থেকে দেখত মহুলিদের সাবলীল শরীর, ক্ষিপ্র ও স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। কিন্তু কাছে ঘেঁসে নি।

ময়ূরধ্বজ সিংয়ের সিংভূম ত্যাগের সময়ে আদিবাসীরা তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়েছিল। তিনিই প্রথম ও শেষ। আর কোন জঙ্গলের বড় সায়েব এ অভিনন্দন পায় নি।

এই সূত্রেই পলুস ও মহুলির ঘনিষ্ঠতা। পলুস ও শশীর ঘনিষ্ঠতা অবশ্য বাড়ছিল। তখনো ওরা মূলত খেতমজুর আন্দোলনের কর্মী। ধানকাটনি আন্দোলনে পলুস ও শশী দু'জনেই যায়, ওদের দলের অমতেই। তারপরে দু'জনেই যথেষ্ট ধমক খায়। তোমার ইউনিয়ন যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে দাবি-দাওয়া জানিয়ে, প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে খেতমজুরের মজুরি সমস্যার সমাধান করতে চায়, তোমরা কেন গেলে আদিবাসী খেতমজুরদের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলা ?

ওরাও খেতমজুর তো। তাই গেলাম।

হঠাৎ তো যাও নি ?

হঠাৎ কেন যাব? দেখুন না, ভিন্ জেলাতে হলেও ওটাও খেতমজুর আন্দোলন। আর ওরা লড়াইও করছে।

কেন গেলে?

দেখতে গেলাম।

তোমার এখানে খেতমজুর আন্দোলন নেই?

ওখানে ওরা আরো এগিয়েছে।

হ্যাঁ, মারামারি করেছে মালিকের সঙ্গে।

তাতে কাজও হয়েছে।

কি রকম?

সবাই মালিকের কাছে দু'টাকা দশ পয়সা আদায় করেছে। আধা কিলো চাল।

সেটা কি অনেক হল?

আমাদের কাছে অনেক। আমরা দাবী জানাই, সভা করি, আর্জি পাঠাই, ধরাধরি করি, আর খেতী কাজের সময়ে যে আট আনা পাই, তাকে বারো আনায় উঠাতে পারলাম না। তাও দেয় ফসলে। ধানে।

এ তোমরা ঠিক করছ না।

আমরা এখানে কেন লাঠি উঠাই না?

বুঝেছি। কালকা মাঝির কথাই বলছ।

সেও আদিবাসী, তাই নয়?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। তার কথায় নেচ না। সে যে দলে আছে, সেটা স্বতন্ত্র। আদিবাসী অঞ্চল রাজ্য হবার নয়।

কেন হবার নয়?

তোমাদের, আদিবাসীদের বুঝানো মুসকিল।

বুঝান। আপনি তো লেখাপড়া জানেন।

পলুস! শশী! আদিবাসী তোমরা, সে কথাটাই সব চেয়ে বড় করে উঠছে কেন?

উঠবে না? আদিবাসী বলেই তো আমাদের এত রকমে মার খেতে

হয়। আদিবাসী সিংভূমে হটাবাহার হয়ে আছে না? তাতে কালক মাঝি যে কথা বলে, তাও ভাবছি।

ওটা কিন্তু বাঁচবার পথ নয়।

ভাল।

এখন জেলা খেতমজুর আন্দোলনে লাগ দেখি?

এখন হবে না।

কেন?

সেমা, কেরে, ওধা তিনটা আদিবাসী গ্রাম ছিল জঙ্গল সীমানায়। তিনটা গ্রাম নিয়ে নিল। জঙ্গল বাড়াবে, অপিস ভি বসাবে। তিন বছর হয় গ্রামের লোকেরা ক্ষতিপূরণ পায় নি। সে ব্যবস্থা করতে আছে।

সে কি তোমরা করবে?

না। পার্টি করবে। মতিবাবু বলেছে।

খেতমজুর আন্দোলনে তোমরা থাকছ না?

থাকব না বলি নাই। কিন্তু সে আন্দোলনে তো হবে সভা আর আর্জি আর মিছিল। লাঠি আর গ্যাস ছুঁড়বে, জেলে নিবে, চার-ছয় মাস বাদে ছাড়বে। এ ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটা সাপে-কাটা রুগী। সময় থাকতে বিষ নামাতে হবে। এই মার্চ মাস অবধি ফয়সালা না হলে দশ বছরের মত ধামা চাপা পড়বে।

ভিন্ জেলায় ধানকাটনি আন্দোলনের কারণে পলুস, শশী দু'জনে পার্টির কাছে অপ্রিয় হয়। কিন্তু সেমা, কেরে ও ওধা গ্রামের সর্ব-সাকুল্যে উনষাট ঘর মানুষ ক্ষতিপূরণ পায় জঙ্গল মহলের কাছ থেকে। পলুস ক্রীশ্চান, কিছু লেখাপড়া জানে। মিড্‌ল প্রাইমারি পাস। শশীও কিছু লেখাপড়া শিখেছিল।

মতি কোয়ারের নির্দেশে ওরাই চিঠি লিখতে থাকে জঙ্গল বিভাগের কাছে। মতিবাবু প্রবীণ কর্মী। সে আর পাঁচজনকে আগ্রহী করে। অবশেষে ক্ষতিপূরণ মেলে, কিন্তু শোধও নেয় জঙ্গলবাবু।

জঙ্গলবাবু-ঠিকাদার-থানা-বি, ডি, ও, এসব জায়গায় হলায়-গলায় বন্ধু।

এরাই জেলা-প্রশাসনকেও প্রভাবিত করে। শশী ও পলুসের ওপর রাগ থাকে ওদের। ফলে, খেতমজুরদের এক শান্তিপূর্ণ সভায় হানা দিয়ে পুলিস পলুস ও শশীকে ধরে। আদিবাসী খেতমজুরদের হিংসাত্মক আন্দোলনে নামার প্ররোচনা দেবার অপরাধে দু'জনেই জেলে যায় ছয় মাসের জন্যে।

জেলে দেখা করতে এসে শশীর মা, ঝারি মাহাতো বলে, এ কি তাজ্জব রে।

কেন?

মহুলি বেঁকে বসেছে।

কেন? কিসে বেঁকে বসল?

কিছুতেই বিয়ে করবে না শাবনকে।

ঝগড়া হল কিছু?

দূর! কথাই বলে না, মনই নেই। শাবন এসেছিল মুড়ি-লঙ্কা নিয়ে, ভাগিয়ে দিল। বলল, তোর মত ছেলেকে দিয়ে আমাদের কোন্ উপকার? কোন্ হকের জন্যে লড়িস? কোন সময়ে আমাদের হকের কথা ভাবিস?

শাবন কি বলল?

বলল, বিডিড আপিসে মালীর কাজ করছি কত শান্তিতে আছি, গোলমাল করে কে? তাতে মহুলি তাকে বলল, বিডিডবাবুর গোলাম।

বুঝলাম।

এখন তো বিয়ের কথা নয়, তুই এসে ওকে বুঝাস। খুব জেদী হয়েছে ও মেয়ে।

শশী ও পলুস না থাকাতে ওদের গ্রাম কেন, দশ বারোটা গ্রামে আদিবাসী সমাজে কোন বিয়ে বা উৎসব হয়নি। মেয়েরা তেল মাখে নি। শিকার খেলাও জমেনি মোটে।

ওরা ছাড়া পেতে হলদি গ্রামে কি ভিড়, কি ভিড়। দু'জনের গলায় মালা পরিয়ে ছেলেরা ওদের কাঁধে চাপিয়ে ঘোরাল। মাদল বাজল,

নাচ হল। শূওর কেটে খাওয়াদাওয়া।

সে সময়েই মহুলি ভোজপাত্র, শালপাতার বাসন থেকে পলুসের মুখে তুলে দেয় মাংস ও ভাত। তারপর সে পাত্র থেকে নিজেও খায়।

সবাই তখন শশীকে চেপে ধরে। শাবন এনেছে মদ, চাল।

মহুলি পলুসকে বা পাঁচজনের সামনে খাওয়াল কেন? এ কথাটার মীমাংসা করতে হয়। সত্যি বলতে কি মহুলি যে ভাবে শাবনকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে, তা ভারি অশান্তির বিষয় হয়ে আছে গ্রামে। শাবন ও মহুলির বিয়ে বহুদিন ঠিক হয়ে আছে।

শশী বলল, সরষার ভিতর যে ভূত?

কেন? এ কথা কেন?

মূলেই গোলমাল।

কি হল?

আমার মনে হয়, মহুলি পলুসকে বিয়ে করতে চায়। সে জন্যে শাবনকে আমল দেয় না।

বিয়ে?

হ্যাঁ বাপু।

ও ক্রীশ্চান…ভিন গ্রামের…

মহুলিটা বুঝবে।

তুমি কি বল?

এ আমার বলার কথা নয়।

ও বিড্ডিবাবুর মালী…

পলুস আমার কাছের মানুষ। রাঁচির ছেলে ও। তোমাদের তরে জেল খেটে এল। সুখে-দুঃখে সামিলও হয়। আবার শাবন আমার চিনা জন। মহুলি যা বলে।

মহুলি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, বিড্ডিবাবু কথায় কথায় পুলিস লয়ে আমার জাতমানুষকে মারতে আসবে আর তার বাগানে বসে আমি তাই দেখব? না। শাবন সরকারী মালী! আমাকে বুঝায়, শশী খুব মন্দ ছেলে।

গাঁয়ের মানুষদের মন্দ করে। না।

এ কথায় সবাই খুব বিচলিত হয়। পলুস বাইরের মানুষ। কিন্তু শশী মন্দ ছেলে? তাদের শশী? এ কথাটা তো ঠিক বলে নি শাবন। এ রকম মনোভাবও ভাল নয়। শাবনের বাবা এ কথায় মাথা নাড়ে।

আমি শাবনের কথা বুঝি না।

বুঝতে হবে, বাপ হয়েছ।

বাপ হলে ভি ছেলার মন বুঝা যায় না। অফসর ছেলা। হা, তুমরা লেংটাপারা কাপড় পর কেনে? হা, মা জঙ্গলে মৌয়া কুড়ায় কেনে? ছেলা তু। তিনটা শূয়ার কিনি দে মায়েরে। আর কিছু চাব না। কিন্তুক বুঝে কই?

শাবনের মা বলে, খুব হছে, চুপ কর।

শাবন বলে, মোরে নিয়ে এত কথা? যাও, আমি বলতেছি, মহুলিরে বিয়া করব নাই, আর গ্রামে ভি আসব নাই।

শশী গিয়ে তার হাত ধরে। শশী তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করে। মহুলির প্রত্যাখানের অপমানে ও বাপের কথার আঘাতে শাবনের মন তোলপাড়। আরো খানিক মৌয়া খেতে সে কেঁদেই ফেলে। বলে, শশী! তুর নামে উ কথা বলতাম, বিড়িবাবুর তাসনে। সে বহুত তাসায় মোরে।

শাবন! চিনা মানুষ মোরা নেংটা বেলা হতে।

তবে? আজ আমি মন্দ?

না শাবন।

তু মোরে মন্দ ভাবিস?

না। ভাল কথা শুন্।

বল্। তু আসলি জেহেল হতে, তাতে আমার আনন্দ হয় নাই? আনি নাই মদ আর চাল? মা-বাপেরে তেল আনি দিই নাই মাথায় দিতে?

নিশ্চয়, এখন শুন্।

তু মোরে মন্দ ভাবিস হোথা কাম করি বলে ?

কখুনো নয়। এক আদিবাসী কাম করতেছে। টাকা নিতেছে। বেশ করতেছে। তু ভাল করি কাম করলে মোরা ভি বলতে পারি, আগে ইলাকার মানুষরে কামে লও। না শাবন, কুনো মন্দ ভাবি না। কি বলতেছিলি ?

মহুলিরে বিয়া করলে তুর ভাল হত নাই।

কেনে ? ই কথা তো আগে বলিস নাই ?

আগে তো বলার কারণ ঘটে নাই। তু এখন সরকারী কাম করিস। আমি জেহেলে গেলাম, দাগ পড়ি গেল নামে। মহুলি দাদা অন্ত প্রাণ। সে আসবে-যাবে। আর তার দাদা আমি, ই ছুতা দেখায়ে তুর কামটো খাই দিবে।

হুঁ। ঠিক বুলছিস।

তুর ঘরে তখুন আমি যাব-আসব।

হ্যাঁ। কুটুম তো।

তাতেও কামটো খাই দিবে।

ই ভি ঠিক কথা।

আমি বেঠিক বলব ?

না। তু ভাল মানুষ।

তোরে আমি ভাল বিয়া করাব ?

কুথা ?

রগেনের বিটি। সারি। দেখেছিস ?

রগেন গ্রামের মুখিয়া। জমি ভি আছে।

শাবন সরকারী মালী। চাকরি ভি আছে।

দেখ্ তু।

ই আমার পরে ছাড়ি দে। আর হাঁ শাবন, তুমি ভি কথা দাও, আমার কথা শুনি চলবে।

নিচ্চয়। কিন্তুক, অপমান হলাম যি ?

আমি মাথা দিব তুর বিয়াতে। কিসের অপমান? কুন শালোর ঘাড়ে মাথা রবে, শশী মাহাতো যি কাম করাবে, তা লয়ে কথা কয়?

এ ভাবেই একটি জটিল পরিস্থিতি বাগে আসে। গ্রামের প্রবীণ লোকেরা বলে, দেখ! জেহেলে গেলে, হক নিয়ে লড়লে বুদ্ধি কত জলদি পাকে। বিয়া ভাঙাভাঙি লয়ে আগে হলে কত বিবাদ লেগে থাকত।

শশী বলে, নিজেদের মধ্যে ছিঁড়া বিবাদের কাল এখুন নয়। ভাবতেছ কি? একের পর এক লড়াই চলবে! জঙ্গল মহালটো কি ছাড়ি দিবে মোদের?

তা তো জানতেছি।

আর ভি কথা আছে।

কি কথা?

বড় কথাটো পরে কব। এই কথাটো শুনি রাখ,—শাবন যে মছলিরে বিয়া করে না, ই লয়ে তারে জানি কেউ কুনো কথা শুনায় না। আমি কথা দিছি। যে কবে, শশী তার দুশমন।

রগেন আদিবাসীদের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি। তিন বিঘা জমির মালিক। কয়েকটি দুধেল মোষও আছে তার। শশী যখন নিজে যায়, তখন সে যথেষ্ট গাঁইগুঁই করে। কিন্তু শেষ অবধি সারি শাবনের বিয়ে ঠিক হয়।

আজ হয় মছলি ও পলুসের বিয়ে। মছলি হলুদ ছোপানো কাপড় পরে পরের দিন শাবন ও সারির বিয়েতে যথেষ্ট নাচে ও আনন্দ করে।

দু' বিয়ের ভোজ হয় এক দিনে। দু' পরিবারের সামর্থ্যে। শশীর বুদ্ধিতে দু'পক্ষেরই কিছু খরচ বাঁচে। বিয়ে হয়ে গেলে শশী শাবনকে বলে, এখন কথা শুন্।

বল্।

একটো কাম তু করতে পারিস।

বল্ কি করব?

বিড্ডিবাবু যখুন পুলিশের সাথ বেশি ফুস্সুরফাস্সুর করবে, কুনো কথা

জানলে জানাই যাবি।

মৌয়ামাতাল শাবন বলে, নিচ্চয়।

তুই তোর বউ লয়ে সেথা থাকবি। তা মায়েরে কেন কিনি দে না শূয়ার। নয় তুটো ছাগল? তারা তু'প্রাণী ছাগল পালবে পুষবে, জীবন চলি যাবে।

দিব। তু'মাসে দিব।

শাবন সে কথাটি রেখেছিল। তু'টি ছাগল কিনে দিয়ে সে মা ও বাপের সুরাহা করে। মহুলিকে বিয়ে করে নি বলে বিড়িবাবু বেজায় খুশি হয়, সারিকে একটি কাপড় দেয় ও শাবনকে চাকরিতে পাকা করে দেয়। শর্ত, শশীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখা চলবে না।

শাবন গ্রামে থাকতে থাকতেই বিয়ের ভোজে জমায়েত আদিবাসীদের কাছে শশী বলে এক নতুন কথা। উৎসবমত্তজনতা সে কথা শুনতে শুনতে শান্ত ও স্থির হয়ে গিয়েছিল; কথাটি খুবই আশ্চর্য।

শশী বলেছিল, তুমরা জান না, কিন্তু জানা দরকার যে, আদিবাসীদের হকগুলান রাখবার লাগি অনেক লোক ভাবতেছে। আজ আমার আর পলুসের পার্টি সি কথা মানতেছে না, কাল মানবে।

কি ভাবতেছে? বাবুরা ভাবে না মোরাদের কথা। হাঁ; ভাবে, কিন্তুক আসান করতে পারে না কিছু।

তারা ভাবতেছে, আদিবাসীদের লয়ে আদিবাসী অঞ্চল এক আলাদা রাজ্য হবে। সি না হলে আদিবাসী বাঁচবে না। আমি আর পলুস জেনে এলাম।

শাবনের বাবা বলল, শশী! এমুন কথা শুনতে ভাল লাগছে খুব, কিন্তুক তা কি হবে?

কাম করতে হবে।

দেখ, এহি চাইবাসা, তার কাছে—বিরসা মুণ্ডা ভি এমুন স্বপন দেখছিল। তাহার লড়াই হতে কি মিলছে?

জানি না।

মোরা জঙ্গলে গাইচরি করি, মৌয়া কুড়াই, শাল ফুল দানা লই, কাঠ কুড়াই, সব তাহার লড়াই হতে। কঙ্কালের হকটো ফিরাতে চাইছিল সে। খুটকাট্টী জঙ্গল যা দেখ, যা আদিবাসীর হকের জঙ্গল, সে ভি তাহার লড়ায়ের পর মানি নিছিল সরকার।

জানতম নাই শশী।

এখন জানলা।

এহি যে ভাবতেছে, ই কি কুনো দল ?

হাঁ। ঝাড়খণ্ডী। ঝাড় হচ্ছে জঙ্গল, খণ্ড হচ্ছে দেশ।

সি কথার আগে শুন্ শশী। আমি, ঝারি মাহাতো, তুর মা বটি। এই তু এক কথা লয়ে সবারে সামিল করিস, মজুরিটো বাড়াতে হবে খেতমজুরের। এই তিন গ্রামের ক্ষতিপূরণ লয়ে তোরা দু'জনা লড়ে এলি, হক আদায় করলি। মিছা জেহেলও খাটলি। তার আগে গেলি ধান কাটনি করতে।

বলছিস কি, মা ?

তুমার আলাহিদা রাজ্যটো যি দেখে দেখুক, আমি তো দেখে যাব নাই বাপ। তুমার বাপ জ্বালায়ে গিছে। সাতটা মরে তুমি একা। তা তুমি যা জ্বালাতেছ, তুমার কি হল, কি হল, ভাবতে ভাবতেই আমি মরব।

এমুন সময়ে মরার কথা ?

তা আলাহিদা রাজ্য তো দুরের স্বপন। শহর যেমুন, চক্ষে দেখি না। কিন্তুক জঙ্গল লয়ে বাস, খেতমজুরিটো যাদের কাম, ই গুলান কি ভাসি যাবে ?

দেখ্ পলুস! শাশুড়ি কেমন মিলছে। বুড়ির মাথা ঠিক আছে। মা, সকল লড়াই লড়তে হবে। আদিবাসী বিনা লড়বে কে বাপ ?

মোরা।

এখন সবাই খুব উত্তেজিত হয়, আলোচনা করে। একজন বলে, ঝারি! শশী তুর লাখ ছেলার এক ছেলা। তা শশী, আর জেহেলে যাস না।

মোরা ডর খাই।

আরেকজন বলে, পলুসে-ওতে গেল। নইলে এতকাল শশী এত কাজ করে, কই জেহেলে তো যায় নাই। মছলির বর-টোর লাগি জেহেল গেল।

শশী বলে, মছলির বর এখুন গ্রামের জামাই। তার কুনো দোষ নাই হে!

না, দোষ কুথা?

জেহেলে মোরা ছিলাম সরকারের জামাই। না কি, বল্ পলুস—?

নয় তো কি? আদর কত?

সবাই হাসে ও পলুসকে চেপে ধরে গান শোনাতে। মছলি এ প্রস্তাবে হেসে গড়ায়। পলুস সকলকে অবাক করে দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে ও গলা ছেড়ে গায়,

> পূব গাঁয়ের ছেলেরা ঘরে ফেরে
> পশ্চিম গাঁয়ের ছেলেরা ঘরে ফেরে
> মোরি মারলার ঘর উত্তরে॥
> তার ছেলে ফিরল না কেন?
> হারা মারলার গ্রাম উত্তরে
> ও সে ফিরল না কেন?
> হারা ফিরল না, ফিরবে না
> ফিরল না, ফিরবে না॥
> সে গিয়েছিল দক্ষিণের গ্রাম
> সুরজ ভুঁইয়ার চুরি ধরতে॥
> পূব, পশ্চিম, উত্তর
> তিনটে গ্রামের সবার ধানখেত
> সুরজ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল॥
> হারার কাছে ছিল টাঙি
> কিন্তু সুরজের কাছে ছিল বন্দুক॥

মোরি মারলার ছেলে হারাকেও
স্যূরজ ভুঁইয়া তাই চুরি করে নিল
তাই তো হারা আর ফিরল না।
ফিরবে না॥

গানটি যখন শেষ হয়, সবাই চুপ করে যায়, চুপ করে থাকে। তারপর ঝারি এসে শশীর কাছে বসে ও ছেলের হাত ধরে কেঁদে ফেলে।

শশী বলে, মা! এই তো আমি।

ঝারি কাঁদে।

নাও, তোমরা আনন্দের গান গাও তো। পলুস, তুই বুদ্ধু একটা। আজকের দিনে এ গান গায়?

ঝারি বলে, কেন? খুব ভাল গান। এ কোন্ মোরি। কোন্ হারা?

পলুস বলে, আমার জেলার। নাও মদ খাও।

বুঝেছি। তুইও আমার মেয়েটাকে কাঁদাবি।

এই বিয়ের পর থেকে শশী ও পলুসের সখ্যতা আরো গভীর হয়।

তিন

কিন্তু ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনের মধ্যে নেমে পড়ার আগে এবং পার্টির সংশ্রব ছাড়ার পরে শশী ও পলুসের জীবনে খানিকটা সময় কাটে এমনি।

মতি কোয়ার একদিন চলে আসে সাইকেল চেপে। সঙ্গে খানিকটা মাছ। ঝারিকে বলে, রাঁধতে তো জানিস না, ভেজে দে। আর ভাত রাঁধা চাল এনেছি।

শশী ও পলুসকে ডেকে নিয়ে ও বাইরে বসে পাথরে, গাছের ছায়ায়। বলে, কি করছিস তোরা?

নাথুনি রামের খেতী কাম আমাদের দেয় নি। অন্যদের দিয়েছে। আমরা জঙ্গল নিয়ে আছি।

চলে আয় টাউনে।

কেন ?

মতিবাবু বলে, তসলিম খচড়াই করল।

কৈসে ? আপনার ডান হাত। গ্রামের রিপোর্ট লিখে। কত ভালও বাসে আপনাকে।

ঝাড়খণ্ডী হয়ে গেছে, আর চলেও গেছে সেরাহিগড়। কেশব ইস্কুলে। খুব মুশকিল।

ঝাড়খণ্ডী হল ?

হবে না কেন ? টাউনে এখন মুনাহির মাহাতো বহোত শানদার ঝাড়খণ্ডী। ওর সঙ্গে মিলে মিশেই তো তসলিম চলে গেল।

আপনার তো মুশকিল।

তসলিম বেকার গেল।

কেন ?

ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন এখন ভিত্তি পর্ধায়ের আন্দোলন। আদিবাসী লোক ঝড়াঝড় সামিল হচ্ছে। আমি তোদের বলে দিচ্ছি, বুড়োর কথাটা লিখে রাখ তোরা। বলে দিচ্ছি, এই বিহারে এমন দিন আসছে, যখন যত দল আছে, সব দল গিয়ে ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনে সামিল হবে।

বলছেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বিড়ি দে।

ইত্‌নে বিড়ি মত্‌ পিয়া করো মতিবাবু।

দূর বেটা, জংলী।

আপনার না একটা ফুসফুস নেই ?

না পলুস ! পূর্ণিয়া হাঁসপাতালে রেখে দিল এক বছর। তবুও ছাড়তে চায় না। দেখলাম, শালা ডাক্তাররা আমাকে বড় ভালবেসে ফেলেছে। তো দিয়ে দিলাম একটা ফুসফুস। তখন ছাড়ল, আগে ছাড়ে নি। তা পলুস, জঙ্গলের কাজ কেমন চলছে ?

চলছে। কাজ আর কি! কি বলছিলেন?

তোদের কাছেই বলে যাই। পার্টিতে বলতে গিয়ে মুখ শুনে এলাম। কি বলি শশী! কিন্তু আমার পার্টিও একদিন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে মদত দেবে। সবাই দেবে। দিতেই হবে।

পলুস বলল, তাই বুঝছেন।

শেষ অবধি ব্যাপার কি জান? একেবারে বাবু ও শিক্ষিত কর্মী, জমি-জমার মালিক চাষী, এদের মধ্যে পার্টির ভিত গাঁথলে চলবে না। শেষ অবধি মার খেয়ে যাবে। সবচেয়ে গরীব মানুষ সংখ্যায় বেশি। তাদের মধ্যে পার্টির ভিত থাকলে ভুলভ্রান্তি করলেও টিকে যাবে। ঝাড়খণ্ড দলের তেমন হবার সম্ভাবনা আছে।

কিসে মনে করছেন?

কাহে নেই ভৈয়া? আদিবাসী লোক যেদিন বুঝবে, সেদিন সামিল হবে। হচ্ছেও ঝড়াঝড়। বিহারে সব পার্টিই খোঁজে আদিবাসী ভিত্তি। এখন আদিবাসীরা নিজেদের দাবীতে যে দলে যাবে, সকলে সেখানে দেখো, ঠিক সামিল হবে।

আপনি বিশ্বাস করেন?

নিশ্চয়। তসলিমকে নইলে যেতে দিই? শালাকে গামছা, শার্ট আর ব্যাগও কিনে দিলাম। ` এ কি খচড়াই করে গেল বল দেখি?

আপনিই তো যেতে দিলেন।

ভৈয়া, কৈসে ন দি? রাতে শালা ঘুমাতে দিবে না, কানের মধ্যে ঘুজুর ঘুজুর বুঝাবে। তখন বললাম, যাও শালা, ভাগো।

বিপদ হয়ে গেল আপনার।

এখন তো সে জন্যেই এলাম। বলে, আপনিও সামিল হয়ে যান। আমি বললাম, শালা, আদিবাসীর ওপর যত জুলুম উঠে, সকল খবর আমার কাগজে বেরোয়। তুমি খবর পাঠাও, আমি ছাপব। যার যা কাজ, না কি, বল? একটা কাগজ, সাপ্তাহিক সমাচার, তা সেটা ছাপাও তো দরকার।

নিশ্চয়। আর কোথায় আমাদের খবর বেরোয়?

এখন কাজের কথা। আমার ছেলে কেশব তো স্কুলে পড়ছে। ওর মা মরে যাবার পর আমিই রাঁধি। তসলিম চলে গেল। পলুস তো কিছু লেখাপড়া জান। আমি খেতে দেব, থাকতে দেব, ঘর তো পড়েই থাকে। ছাপাখানা সামলাবে, কাগজ পৌঁছবে, এইসব কাজ। টাকা তো আমার কত মিলে তা জান। সেই সঙ্গে দেখব আর কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি কি না।

শশী বলল, আমি?

বাবা শশী! মতি কোয়ার তো থকে গেল তোমাকে বলে বলে। পাশ তো কাটিয়ে যেতে।

না না, পলুসই থাক।

পলুস যাবে আর মুনাহির মাহাতোর কাছে ভিড়বে, তাও জানি। এই দু'বছর। কেশব-পাস করে যাক। ওর চাকরি হবে, বিয়েও দেব।

পলুস বলল, বউ নিয়ে যাব মতিবাবু। টাউন আমারও চেনা। কাজ জুটিয়ে নেব। আমাদের খোরাকি তুলে নেব ঠিক।

বউকে তো এখনি কাজ করে দিতে পারি। ক্রীশ্চান ডাক্তার, মানুষ খুব ভাল। ওঁর বাড়িতে সারাদিন থাকবে। ওঁর মা মোটা হয়ে গেছেন বাতের অসুখে। তাঁকে দেখল শুনল, রাতে চলে এল?

দূরে থাকেন?

মতি কোয়ারের বাড়িতেই ভাড়া এসেছেন। কেশবের মা গয়না বেচে, গরু বেচে ঘর তুলে ভাড়া বসায়।

শশী তো বুঝলি, ওই ওপরে।

এ খুব ভাল হবে।

মতি কোয়ার ছাড়া পঁচিশ টাকায় বাড়ি বা ভাড়া দেবে কে, বল্?

মছলি ওদের ডাকতে এল। ধুধুঁল ভাজা, বাথুয়া শাক আর মাছ ভাজা।

মতিবাবু বলল, ঝারি, তোর মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে চললাম।

আমাকেও নিয়ে চল না কেন।

ধুর! তুই কি বুড়ো বয়সে শহরে যাবি?

যাব, যাব, যাব। আচার খাও। আজকাল আস না কেন? কোন গোলমাল হলে তো আস।

গোলমাল একটা হবে।—মতিবাবু ভাত খেতে খেতে বলল, কি বলছে তার গুরুত্ব না বুঝেই বলল, শুনছি শালগাছ কেটে সেগুন লাগাবে সরকার।

সে কি কথা?

আরে ভয় কি, ভয় কি! ঝাড়খণ্ডী মেঁ সামিল হো যা সব। ঔর সাগোয়ানা রোপাই বন্ধ্ করে দে। সেগুনে সরকারের মুনাফা অনেক। মতি কোয়ার বোঝেও নি, সে কত গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনার কথা বলে যাচ্ছে।

কবে হবে। হাঁ মতিবাবু?

আমি জানি? সবে শুনলাম।

শশী ও পলুস পরস্পরের দিকে তাকাল। মতিবাবু চলে গেলে পর শশী বলল, পলুস, কি বুঝলি? সাগোয়ানার কথা আমরা শুনেছি, এখনো তো দেখি নি।

জেনে আসি।

মতিবাবু সব বলল না।

শাল কেটে সাগোয়ানা রোপাই করলে আমাদের যত এসে যাবে। মতিবাবু সাচাই আদমি, আমাদের ভালবাসে খুব। কিন্তু আমাদের মত ওর তো এসে যায় না।

টাউনে থাকলে জানবি সব।

হাঁ। জেনে নিব।

মুনাহির মাহাতো।

সব করব। আর মতিবাবুকেও মদত দিব। নিজেদের কথা জানাতে পারি তো শুধু ওর কাগজে।

পলুস ও মছলি যাবার পর মতিবাবুর কাগজের অবস্থাও আয়ত্তে আসে।

আরশোলাগুলি মতিবাবুর প্রেস ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। জঞ্জাল সাফ চলে প্রেসে ও বাড়িতে। মহুলি ওপরতলায় চাকরি নেয়। নিচে রেঁধেবেড়ে দেয়। মতিবাবুও বলতে বাধ্য হয়, পলুসদের আনাটা খুব ভালো কাজ হয়েছে।

মতিবাবুর সাপ্তাহিক সমাচার কাগজ ছাপা হয় পাঁচশো। বিজ্ঞাপনের বালাই নেই। বিক্রি, চাঁদা ভরসা। শশী এখন হাটবার দেখে টাউনে আসতে থাকে। এখানে ওখানে ঘুরে খবর নিয়ে আসে। পলুস কয়েক বাড়িতে জল দেবার কাজ নিয়েছে। ইঁদারার জল তোলে ও। শশীর দেখেও ভাল লাগে।

মহুলির একটি ছেলে হয়। দু'বছর কাটে। কেশব পাস করে। চাকরির চেষ্টা করে মতিবাবু। এর মধ্যেই পলুসের কাছে আসে মুনাহির মাহাতো। বলে, গোইলকেরার দিকে ঘুরতে যাব। শশী মাহাতোর সংগেও আলাপ করব। শুনেছি খুব ভাল ছেলে।

খুব ভাল ছেলে।

একটু বুঝিয়ে দাও জায়গাগুলো।

বেশ শান্ত চেহারার লোক। কথাও বলে শান্ত গলায়। ওকে সব বুঝিয়ে দেয় পলুস।

শশীকে বিশ্বাস করা চলে?

মতিবাবু কি বলেছে?

সে তো বিশ্বাস করতেই বলেছে।

তাহলে জিগেসে করা কেন?

মুনাহির বলে, চল বাইরে যাই।

হাঁটতে থাকে ওরা। তারপর মুনাহির বলে, এখন বেশ কিছু নকশাল দলও আমাদের সংগে আছে।

কাদের সঙ্গে?

ঝাড়খণ্ডীদের। একটি ছেলেকে কিছু দিন জঙ্গলে বা গ্রামে রাখতে পারবে শশী? চার দিন?

মতিবাবু জানে ?

মতিবাবুকে বলি নি।

কেন ?

অন্য পার্টির লোক।

তবুও বল। সে এমন সাহায্য অনেক করেছে। তার থেকে কারো অনিষ্ট হয়নি। শশীর গ্রামে গোইলকেরার থানা থেকে হরদম পুলিস আসে।

মতিবাবু সব শুনে যায়। বলে, শশীকে দিয়েই রাখাব।

উৎখাত গ্রামের লোকেরা জঙ্গলের ওপারে বসত করেছে। শশীর ওপর ওদের ভরসাও আছে। তবে আমাকে বলতে হবে কে সে ছেলে, কি করেছে।

মুনাহির সামান্য ইতস্তত করে বলে, জামসেদপুরের কালী সিং। লীডার ও। পুলিসের সঙ্গে মারামারি করে পালিয়েছে। দেখতে ত আদিবাসী, ভাষাও বলে।

জখম আছে ?

কাঁধে জখম।

শালা, আমার কপালে জোটে সব। আনো শালাকে। হম্ লে যায়ে। চল্ পলুস। শশীকে পাব কোথা ?

শশী সেদিনই চলে আসে ওষুধ নিতে হাসপাতালে। মায়ের জ্বর। শেষ অবধি শশী সেই কালী সিংকে নিয়ে রওনা হয় সন্ধ্যের পর। কেরে গ্রাম উচ্ছেদ হয়ে নয়া কেরে গ্রাম হয়েছে। সেখানে গিধনি জামোদাকে পই পই করে বুঝিয়ে দিয়ে কালীকে রেখে আসে গিধনির মাচাঙে। মুনাহিরের পয়সায় কেনা চাল ও আটা দিয়ে আসে।

পরদিন শশী বেজায় ঘাবড়ে যায়। কালী লেংটি পরে কাঁধে ময়লা পট্টি বেঁধে জঙ্গলে কাঠ কুড়োয় কেরের লোকজনের সঙ্গে।

গিধনি বলে, শশী! মোর বুনের ছেলাটো কেমুন দেখ। কাঠ লয়ে সাহায্য করতেছে।

বড় ভাল তুর বোনপো।

কাঠ কুড়োতে কুড়োতে শশী নিচু গলায় বলে, ইকি বাঘের সাথ খেলা?

জঙ্গলগার্ড আছে না?

তারে পয়সা দিচ্ছি।

বিটবাবু?

তারেও।

কি বলল?

খুব খুশি। বলছে যত খুশি নে গা।

ভাল।

কাঠ কুড়ান হলে রাতে এস কেনে?

কেনে?

কথা আছে।

কয়েক রাতই যাওয়া আসা করে শশী। তারপর গিধনির বোনপো একদিন চলে যায়। বলে যায়, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সামিল না হলে আদিবাসী বাঁচবে নাই।

ই আন্দোলনেও লোনাজল ঢুকি মিঠা জলটো নাশ করি তো দিবে না?

এখুন সবার মদতটো নিতে হবে আমাদের। নিবার কালে বাছি নিব, কিন্তু সবারে জোট বান্ধাব।

পারবে?

তুমিও তাতে আছ হে, বুনাই পলুসও আছে। আমার পার্টি গরীবের কথা ভাবে। ই কথা সিংভূমে যি বলবে তারে তো আদিবাসীজনরে হিসাব ধরতে হবে, লয়?

সাচাই বলছ।

আদিবাসীর মদত চাই তো আদিবাসীরে মদত দাও। এখুন দেখবে কত হবে।

তুমি ত পলায়ে বাঁচতেছ।

এমুন দিন রবে না ভাই। তুমি আর পলুস যা করছ, ঠিক করছ।

আদিবাসীর উপর যি চোট আসবে সিটা লয়েই লড়ি যাবে খুবই হুটজলদি দেখে নিও, দলের মদত ভি মিলতেছে। তুমরা একা লড়তেছ না।

এভাবেই শশীকে অনুপ্রাণিত করে রেখে যায় কালী সিং। তখনো শশী কালীকে ওই নামেই চেনে।

যাবার আগে শশী বলে, মতিবাবু বলি গেল কথাটো। কি হবে ডরে আছি! কি শুন? সরকার কি শাল কাটি সাগোয়ান রোপাই করবে?

নিশ্চয়।

সে কি?

সাগোয়ানে লাভ বিস্তর। শাল হতে তাড়াতাড়ি বাড়ে। সাগোয়ান কাঠের দাম ভি শতগুণ বেশি। সাগোয়ানা লড়াই, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে ছোটনাগপুর বলতে যা বুঝ, সেখানকার সকল আদিবাসীরে এককাট্টা করবে।

সাগোয়ানা লড়াই!

হাঁ। শাল ইয়া সাগোয়ান। ই বুঝতে হবে মোরাদের। ই হবে জবর লড়াই।

এ কথা বলে কালী সিং চলে যায়। শশী ফিরে আসে হলদি। হলদি গ্রামে একটি ছোট বুরু ও একটি বড় বুরুর মাঝে একটি খাদ। খাদের পাড়ে ও বুকে পাথর। বড় বুরুর গায়ে একটি বিশাল শাল গাছ!

এমন শাল গাছটি শশীর চোখে বিশেষ দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। শাল নেই শাল জঙ্গল নেই? বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করে। আর আসন্ন হোলির জন্যে সে বুঝতে পারে রক্ত থেকে গান উঠে আসছে। হোলিতে শশী সে গানটি গেয়েছিল।

> বুঢ়া শাল তোমাকে নমস্কার
> তোমার ফলে ফুলে জীবন রাখ হে
> জনম দাও না, তবু তুমি মা
> অন্ন দাও না, তবু তুমি বাপ
> তোমার ফলে ফুলে জীবন রাখ হে

মোদের মত তুমিও এক আদিবাসী
তোমার উপর সরকারের বড় রাগ
কিন্তু কে তোমার গাছে কুড়াল মারবে ?
সে হতে দিব না দিব না হে।

ঝারি বলল, ই কি গান বাঁধছিস ? অলুক্ষণা কথা ? হাড়টো কাঁপিয়ে দিল যে।

আজ গান শুন, কাল চোখে দেখবে।

কি দেখব ?

সাগোয়ান রোপাই করবে সরকার।

করুক কেনে ? কত ঠাঁই রুখাভুখা পড়ি আছে।

আদিবাসী জীবন না জ্বালায়ে সরকার সিংভূমে কুনো কাজ হাতে নিতে জানে না। রুখাভুখা জমিতে সাগোয়ান রোপাই করলে তো মোরাদের জীবন জ্বলে না। তাতেই শাল কাটবে। সাগোয়ান রোপাই করবে। মোরা কি করব ?

শশী মধুর হেসে বলল, সাগোয়ান কাটি ফেলাব। শাল আদিবাসী সাগোয়ান দিকু।

ইয়াতে আগুন জ্বলি যাবে।

এসব কথা যখন হয় তখনো ওরা ভাবেনি একদিন তিতাহাতুতে হবে অগ্নিসঞ্চার আর দেরেংদাতে জ্বলবে দাবানল।

তারপর পলুস মুনাহিরের সঙ্গে সামিল হয়েছে। শশীকে ডেকেছিল মুনাহির। আদিবাসী সংগ্রাম সমিতি এখন ঝাড়খণ্ডী হ'ল, দেখবে তাদের কাজ। লীডারকে তো দেখ। জোহান লুমদার নাম শুনেছ ?

এখন শুনছি।

শিক্ষিত ছেলে। ভাল নেতা।

সে থাকবে ?

সে থাকবে।

বুশ শার্ট ও প্যাণ্ট পরা জোহান লুমদাই সেদিনের কালী সিং।

শশীর সঙ্গে খুব হেসে কথা বলল ও। শশী সদস্য হল কিন্তু থাকল না জামসেদপুর।

কেন থাকছ না?

কেন থাকব?—শশী পার্টি করেছে। ইচ্ছে করলেই বাবু ভাষায় কথা কইতে পারে।

তোমার যুক্তি কি? এখানে তো থাকতে বলছি না। তোমার জেলার টাউনে থাকবে।

টাউনে কতজনা আদিবাসী থাকে?

বেশ বলেছ।

আমার জায়গা যেখানে, সেখানে থাকতে হবে। তাদের মনে আশা জীয়াতে হবে, আদিবাসীদের সেথা রেখে আমি মনে শান্তি পাব? পলুস থাকতে চায়। সে থাকতে পারে। আমি পারি না। রাগের কথা নয় এটা। তার ভিতভূমি কোথায়? সে যেথা চাইবে সেথা। সে লেখাপড়া ভি জানে।

তুমিও জান।

আমার চেয়ে বেশি জানে। সে তেমন কাজে লাগতে পারে। আমার ভিতভূমি যেখানে, সেখানে সাগোয়ানা রোপাই হবার কথা হচ্ছে। আমি এখানে থাকতে পারি?

পলুসও থাকবে না পাকাপাকি। সে এবং সকলেই গ্রাম ভিত্তিতে কাজ করবে।

করতে পারে।

শশী চলে আসে। তার মনে থাকে গভীর, গভীর বেদনা। আসার আগে সে বেদনার কারণটি ব্যক্ত করে। পলুসের বউ?—তার ছেলে?

পলুস বলে, ঠিক বাবু ছেলেদের মত বলে, তারে বুঝতে হবে। আমি ঘরে-বসা বর নই।

শশী বিষণ্ণ হেসে বলে, এমন কথা মতিবাবুও বলেছে, অন্যরাও। কিন্তু পার্টির কাজ করতে হলে বিয়া করা ঠিক নয়। তাতেই আমি সাহস

পাই না।

জোহান লুমদা ও মুনাহির হেসে ব্যাপারটি লঘু করে। জোহান বলে, শশী, মুনাহির আর ভরত দু'জন থাকবে টাউনে। তারা মদত দেবে, সদস্য সংগ্রহ করবে।

শশী শুকনো গলায় বলে, সদস্য আমিও করে দেব। সে মদত দিতে পারি।

জোহান ওর কাঁধে হাত রাখে। বলে খুব খুশি হয়েছি আমি। তোমার মত লোকই দরকার।

শশী বলে আগে দেখ কি কাজ করতে পারি? আমিও দেখি তোমরা কি কর? আমার মত লোকই দরকার এ কথা আমি আগেও শুনেছি।

এরপর চলে আসে শশী। কয়েকদিন বাদে আসে পলুস, মছলি ও ছেলেকে নিয়ে। তার ও মছলির কামাইয়ের টাকায় সে কিনে এনেছে চা প্যাকেট, চিনি, গুঁড়ো দুধ, বিড়ি, দেশলাই, কেটলি কাচের গেলাস, ছাঁকনি, চামচ।

শশী বলে, কি করবি শালা?

হাই শশী! কে কার শালা লাগে?

কি করবি?

পলুস বলে, কথা তো শুনায়ে এলি। শুন্। ইহাতে ঝারি মাহাতো দিবে চায়ের দুকান।

হাই রে! আমি উ জানি নাই।

মছলি দেখায়ে দিবে। বাস পথের ধারে, চল্ শশী, দুকান ঘর বানায়ে দেই। হা দেখ্ কেনে, ছেলাটা তিন বছরের। আর বড় হলে সে ভি মায়েরে মদত দিবে। মছলি ঘর দেখবে, জঙ্গলে যাবে। বাস আসে যায়, চা-টুকা খাবে সবাই। দিন তিন টাকা উঠবে। খরচ বাদ দিলে ভি মাসে তিন কুড়ি টাকা থাকতে পারে।

ঝারি হেসে গড়াগড়ি যায়। শশী বলে, তু শালো বহুৎ চালাক গিধড়। লে বিড়িবাবুর কাছকে চল্। তারে জানায়ে আসি। নয়তো

য়াইতেই আইন দেখায়ে ঝারি মাহাতোরে জেহেল খাটাবে।

তাই চল।

ঝারি অবশ্য কেটলিটির প্রেমে পড়ে তখনি। হাত বুলায়। বলে, রূপার মত ঝকঝকায় রে। এমুন জিনিসটো উনানে বসায়ে কালি মাখাব?

মহুলি চোখ খোঁচ করে ঘরটি দেখে। বলে, গোইলকেরা হতে মোরে মুরগি আনি দিবি।

শশী বলে, রোজগারী হচ্ছিলি, খাওয়াবি?

না, পালব। তুমি ঘরের কোণেতে বেড়া ঘিরি দাও। ঘর দেখ নাই কেনে? হেলে গিছে?

শশী আবার বুকে জোর পায়। বলে, এবার আমি তুই বাঁধি নিব। মা পারে না রে।

বিড্ডিবাবুকে দিতে হয় একটি মুরগি। তিনি কেন যেন দোকানের কথাটি খুব সাদরে মেনে নেন। বলেন, পলুস কাজের তালাসে যাবে, ভাল। মা দোকান করবে, ভাল। তু কেন কাজে লাগ না? কাজকামে থাকলে মাথা ঠিক থাকে।

দাও কেনে একটা কাম?

দিব। দেখি।

বাবু, শাবনটো আছে?

আছে বই কি। উয়ার বউ সারিটো আমাদের জল দেয়, মশলা করে, ঘর ঝাড়ে মুছে।

বাঃ, ভাল তো?

কাজকামে থাকলে ভাল থাকে। শাবনরে দেখ্, এখন কেমন কাম করতেছে।

শাবনরে দেখি না।

হাটে গিছে রে। তুরাদের বলি, ভাল হয়ে থাক, গোল উঠাস না। কোনো লাভ নাই।

না না।

ঝাড়খণ্ডীটো ভাল হছে। কোনো মারদাংগা উঠাবে না, আর্জি দিয়া জানাবে, ভাল হছে।—বি. ডি. ও. কথাটি আলটপকা ছুঁড়ে দেন ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন।

মোদের কিছুতে কাম নাই বাবু। পেটের ভাত, মাথার ছাউনি, বাস্ আর কিছু চাই না।

এই তো ভাল কথা।

ছ'জনে বেরিয়ে আসে। পলুস বলে, শালা হাড়হারামি রে। কথা ফেলায় কথা বার করতে চাছিল।

শশী গান করে।

বিডিবাবু হে
নিজেকে তুমি চালাক ভাব,
চালাক ভাব হে॥

এই সময়ে ওরা শোনে, পলুস! শশী।

সারি ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে ভীত-সন্ত্রস্ত গলায় সারি বলে, শাবন আন্দরের কুয়ায় জল তুলে। তুদের সাথ কথা বুলতে দিবে নাই খালভরা, তাতে মিছা বলল। শাবন বলল, সারি! পায়খানা চাপছে বলি তু চলি যা। ই টাকা চারটা আমার শশীরে দিস। আর শুন। তুরা মুরগি দিবার আগেই চারটা মুরগি কাটা হচ্ছে আজ। তিরপুরি দারোগা আর জঙ্গল উন্নয়নবাবু খাবে রাতে। পরশু শাবন ছুটি নিবে। জানাই আসবে কিছু জানলে।

খুব ভাল। যা চলি। কে দেখবে।

শাবন ডরায়। আমি তাত ডরাই না। উ না পারে তো আমি চলি যাব।

কি জন্মে আসছে?

হেই তুরা জানিস না? তিন বছরের ভিতর শাল কাটি সাগোয়ান রোপাই করবে। ইলাকার ছবি আঁকছে কত বড় কাগজে। চিন্ দিচ্ছে

কুথা শাল আছে। খুটকাট্টি জঙ্গল ভি খতম করবে। আর…

কি ?

আর কি যেন ?

মনে কর্।

দাঁড়াও, হাঁ। পড়ছে মনে। গোইলকেরা থানাটো বড় করবে। সেথা পুলিস বাড়াবে। আদিবাসী লোক সব ঝাড়খণ্ড হতেছে, তাতে পুলিস বেশী দরকার। যাই আমি।

সারি চলে যায়। পলুস ও শশী এ-ওর দিকে তাকায়। শশী বলে, এখুন বুঝলি পলুস ? এমুন সময়ে ভিতভূমি ছাড়ব নাই।

সদস্য করবি ?

নিচ্চয়।

আমি সদস্যের বই দিয়া যাব।

দিস।

বই নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরত শশী মাহাতো

আদিবাসী টোলিতে টোলিতে
চলে যেত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে
যে পথে ভালুক চলে সেই পথ দিয়ে
লিখত মেয়ে পুরুষের নাম
টিপ সহি করাত
অনেক বই অনেক সদস্য
ভরত বলেছিল সাবাস শশী মাহাতো
কিন্তু তিরপুরি দারোগা ?
সে গিয়েছিল রেগে
আর সিপাহী চাঁদ বরোজ
তাকেই মারল লাঠি
তিরপুরি দারোগাকে ॥

এ রকম ঘটনা সত্যিই ঘটে যায় ঝাতো গ্রামে। পলুস তখন গ্রামে নেই। আসে ও যায়। পলুসের সঙ্গে এসেছিল ভুজং।
ও নিজের নাম বলত ভুজং মাহাতো কিন্তু শশীর বিশ্বাস ওর অন্য কোন নাম আছে। ভুজং যে সিংভূমের লোক নয় তা শশী ভালই বুঝত। সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের পশ্চিমে কি হচ্ছে তা জানতে ভুজঙের বড় আগ্রহ ছিল।
প্রতি কাজের সময়ে ভরত ও মুনাহিরকে জানানো নিয়ম। কোন অন্যায় অবিচার ঘটলে তার তাৎক্ষণিক মুকাবিলা করবে। করলে পুলিস এসে পড়বে। তখন চলবে আর্জি। প্রতিবাদ জ্ঞাপন, পুলিসী অত্যাচারের মাত্রা বুঝে তদন্তের জন্যে দাবী। সেই সঙ্গে যে মূল দাবির কারণে ঘটনাটি ঘটল, সে বিষয়ে সুরাহার জন্য আরো দাবী জানানো। সমগ্র ঘটনার খবর পারতপক্ষে পুলিস বাইরে যেতে দেবে না। কিন্তু প্রথমে ছেপে নাও মতি কোয়ারের কাগজে। তারপর ভরত ও মুনাহির তাদের বিবৃতি পাঠাবে জোহান লুমদাকে।
জোহানের আছে কলকাতা, পাটনা, বোম্বাই ও দিল্লীতে সংযোগ সূত্র। কয়েকটি ঘটনা ঘটলে সে ঠিক ছাপাবার ব্যবস্থা করবে। ভারতের অগণিত মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েকজন বিহার নিয়ে ভাবিত। তাদের কেউ চলে আসবে। লিখবে সিংভূমের সত্য কাহিনী।
শশী সবই জানত। কিন্তু ঝাতো গ্রামের ঘটনা ঘটে ঝপ করে। ও কাউকে জানাতে পারেনি।
ঝাতো গ্রামে একটি হাট বসে। মতি কোয়ারই পাগলাথ্যাচা। পৈতৃক বাড়ী ছাড়া কিছুই নেই। সে বাড়ি থেকেও পঁচিশ টাকার বেশি ভাড়া ওঠাবার এলেম নেই তার। মতির এক জ্ঞাতি ভাই চন্দন কোয়ার রেলের ঠিকাদার, বিত্তবান লোক। মতি কোয়ারকে সে স্বীকারই করে না।
এই চন্দন আদিবাসী হাটে হাটে দোকান দেয়। মশলা-লবণ-তেল-আয়না-চিরুণি-দাদের মলম-গামছা-কানখুশকি জিভছোলা-বাতের তেল ও

ক্যালেণ্ডারের ছবির দোকান। দোকানগুলি যথেষ্ট লাভজনক। কেন না চন্দন সেথা শস্য বা মুরগি বা চিরঞ্জি দানা বা মধুর বদলে সওদা বেচে। অত্যন্ত গণ্ডগ্রামের হাটই তার লক্ষ্মী। চিরঞ্জি দানা বড় শহরে বিকোয় আশি টাকা কিলোতে। চন্দন এক কিলো চিরঞ্জির বদলে দেয় এক কিলো লবণ। নইলে চারটি লঙ্কা ও হলুদ। দশ কিলো ধানে বেচে গামছা, পাঁচ কিলোতে টিনের আয়না ও চিরুণি। সাত কিলো সর্ষেয় বেচে কাচের মালা ও চুড়ি। আদিবাসীরা শস্যের দাম জানে। পয়সায় কিনতে পারলে তারাও খুশি থাকে। কিন্তু চন্দনের লোকরা আদিবাসীরা পয়সা বের করলে ধমকে ভাগিয়ে দেয়।

এই ঝাতো নিয়েই বেধে যায় গোলমাল এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। ঝাতোর লোকরা শশীকে বলে, সদস্য ভি হলাম, টিপ ছাপ ভি দিলাম, কিন্তুক হাট করতে যেয়ে বা ফতুর হই আসি কেনে? একটো নয়া হাট বা কেনে করছে না সরকার?

শশী ও ভুজং অনেক পরামর্শ করে। তারপর যায় বি ডি ও-র কাছে। ব্লকের মধ্যে বি ডি ও হাকিম বললেই হয়। এটি ঘটনা। এত ক্ষমতা হাতে পাওয়া এই বি ডি ও-র পক্ষে হয়তো তেমন ভাল হয় নি। লোকটির নাম ও গায়ের রং ছাড়া আর কিছুতে আদিবাসী নেই আর।

বি ডি ও বলে—ই তুরা কি বলিস? আমার ব্লকের মাঝে এই জুলুম? আমি জানি না?

জানায়ে গেলাম।

ই যে বিশ্বাস হয় না রে।

শশী বলে, ভাল। তুমার আদিবাসী চাকর-মালী ভেজে দাও পয়সা দিয়া। আর কিছু নয়। এক টাকার জিনিস যা খুশি আয়না বা চিরুণি আনতে বল।

তাই বলব।

শশী ইচ্ছে করে হাটে যায়। বি ডি ও-র চাকরদের সঙ্গেই যায় ও সওদা চাইতে বলে।

দোকানী খিঁচিয়ে বলে, টাকা দেখাস শালো? যা, পাঁচ কিলো ধান আন্, সওদা পাবি।

শশী বলে, দিয়ে দাও কেনে?

তু কে? চোরের মিতা গাঁটকাটা?

এতেও শশী রাগে না। বি ডি ও-র চাকরদের বাইরে এনে বলে, আমার নাম উঠাবি না। আর খুব লম্বা করে কবি।

বুঝছি শশী।

নে, বিড়ি খা।

শশী!

কি?

মোরাদের কেনে ঝাড়খণ্ডী করে লেছিস না? ঝাড়খণ্ডী হলে মোরা ভি জমিজিরাত পাব?

নিশ্চয় করে নিব। মোরে জানিস তুরা। যাতে তোরাদের ভালাই, তাহাতে মোর সুখ।

তা ঠিক বলছিস।

ওরা বি ডি ও'কে বলে, দিল না বাবু। বলে পাঁচ কিলো ধান লয়ে আয়। চোর বলি দিল।

বলছিলি কার চাকর?

বলছিলাম। ওরা চোখ নামিয়ে বুকের দুপদাপানি গুণতে গুণতে মিছে কথা বলে।

বটে! এত বড় কথা?

গুম হয়ে যায় বি ডি ও। তারপর তার সান্ধ্য আড্ডার জায়গা থানায় গিয়ে বলে সব ত্রিপুরী দারোগাকে। ত্রিপুরী দারোগা খুব চটে ওঠে। বলে, এত বড় কথা? আজ বলে আপনাকে মানে না, কাল বলবে আমাকে মানে না। চন্দন কোয়ার টাউনে রাজা হতে চায় হোক গে। আমার এলাকায় ও সব নেহি চলে গা।

বি ডি ও ভাল করেই জানে, আদিবাসীদের ওপর জুলুম হওয়াতে তার

যেমন এসে যায় না, দারোগারও তেমনি এসে যায় না। সে জানে দারোগার রাগের কারণ। এলাকা থেকে হাজার-হাজার টাকার ধান-সর্ষে-চিরঞ্জি-দানা-মধু নিয়ে যায় চন্দন মাত্র দু-আড়াইশো টাকার সওদার বিনিময়ে। ত্রিপুরীকে কিছুই দেয় না। চাইলে পরে বলেছে, আমার নৌকো অনেক বড় গাছে বাঁধা আছে। আমি মানি না দেহাতের দারোগাকে। আমার সঙ্গে লাগলে আমিও দেখিয়ে দেব বাঘের খেলা। ত্রিপুরী বলে, এখন ভাল আর জবরদস্ত কমিশনার এসেছে। এই হল মৌকা। চলে যান ভৈয়া। আরামে থাকুন গিয়ে। আমি ওকে জব্দ করব।

ফিরতি হাটের দিন যাবেন ?

নিশ্চয় যাব। কারুকে বলবেন না।

বি ডি ও-র মান খোয়া গিয়েছিল নিজের চাকরদের কাছে। তাদের সে মানুষের মধ্যেই ধরে না। হৃত মান ফিরে পেতে সে জাঁক করে চাকরদের বলে, আমার চাকরদের অপমান ? দারোগা বলল, এ তো আমার অপমান। এবার হাটবারে দারোগা যাবে বদমাশটাকে জব্দ করতে।

চাকর দু'টি অচিরে সে খবর দেয় শশীকে। শশী খবর দেয় মুনাহির ও ভরতকে। ওরা, ঝাড়খণ্ডীরা জনা কুড়ি দল বেঁধে যায় ও ছড়িয়ে থাকে। তিরপুরী দারোগা নিয়ে যায় জনা দশেক লাঠিধারী পুলিশ। তাদের নিয়ে নিজে থাকে দূরে। চারজন আদিবাসীকে ডেকে বলে—এই, কি কিনতে যাচ্ছিস ?

লবণ, গামছা, তেল হুঁজুর।

কি নিয়ে যাচ্ছিস ?

চিরঞ্জী দানা, ধান।

এখানে নামা বস্তা ঝুড়ি। এই নে একটা করে টাকা, টাকা দিয়ে সওদা চাইবি।

দিবে না হুঁজুর।

যা বদমাশ। তোদের পিছে আমি যাচ্ছি।

আদিবাসীরা কাঁপতে কাঁপতে চলে। সামনে চন্দন কোয়ারের দোকানী, পেছনে তিরপুরী দারোগা। এমন বিপদে ওরা জীবনে পড়েনি। কার মুখ দেখে রাত ভোর হয়েছিল?

বেনে দোকান একটি। সেখানে ভিড় বেশি। তার মধ্যে চারজন আদিবাসী জিভ চেটে শুকনো গলায় বলে, সওদা লিব হে, সওদা দাও।

খালি হাতে কি কুটুম এলে?

টাকা আনছি।

টাকা?

হাঁ। টাকা দিব, সওদা নিব।

দোকানী অকথ্য গাল পাড়ে, চেঁচায়। আদিবাসীরা তিরপুরীর ভয়ে চেঁচায়, টাকার বদলে সওদা দাও, টাকার বদলে সওদা দাও।

দোকানী চড় মারে একজনকে ও সঙ্গে সঙ্গে শোনে বাঘের গর্জন।

সিপাই লোক! দোকানীকে বের কর। ভাঙ দোকান। শালা বাপের জমিদারী পেয়েছে।

দোকানীর সঙ্গে থাকে জনা চারেক লোক। তারা লাঠি তুলে সেপাইদের ঠেকাতে যায় ও এই গণ্ডগোলে খোদ তিরপুরীর কাঁধে লাঠি মেরে বসে। 'আই বাপ!' বলে তিরপুরী বসে পড়ে ও মৌকা বুঝে শশীরা ঢুকে পড়ে অকুস্থলে।

কি? দারোগা সাহেবের গায়ে লাঠি চালানো? এত বড় আস্পর্ধা?—বলে তারা দোকানী ও তার লোকদের বেদম পেটায়। তিরপুরীকে তুলে নিয়ে আসে গাছের ছায়ায়। তিরপুরী খচড়ামিটি বোঝে। কিন্তু এখন কিছু বলে না। দোকানী, দোকানীর লোকরা, তার গরুর গাড়িগুলো, সওদা, সবই যায় থানায়। শশী বলতে বলতে যায়, দারোগা সাহেব! আপনি এলেন বলে এত বড় অন্যায় আজ শাসন হল।

এরপর তিরপুরীর সঙ্গে চন্দন কোয়ার ফুসফাস না করে, তার নামে নালিশ

করতে যায়। ফলে হাটে হাটে পয়সায় জিনিস কেনা চালু হয়। বছর খানেক থাকে এ নিয়ম। যতদিন না তিরপুরী ও চন্দন কোয়ারে বনিবনা হয় কয়েক হাজার টাকার লেনদেনের মাধ্যমে।

ততদিনে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন জোর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আবার ফসল ও জঙ্গলের জিনিসের বদলে নুন-তেল বেচার কাজ সহজ হয় না। থানার মদতেও নয়। তিরপুরী বলতে বাধ্য হয়, এ ঝাড়খণ্ড আন্দোলনটা পুলিসকে জ্বালাতন করবার জন্যেই আমদানি হয়েছে।

এ সব কিছুই ঘটে যায় অনেক আগে। তিতাহাতুতে গুলী চলার অনেক আগে। তিতাহাতুতে যখন গুলী চলে, বানেশ্বর যখন মরে যায়, তার অনেক আগেই শশী হয়ে গেছে নেতা। আর সাগোয়ানা লড়াই হয়ে উঠেছে সিংভূমের আদিবাসীর জীবন মরণের লড়াই। শাল, ইয়া সাগোয়ান! এই প্রশ্নটি আগুন ছড়াচ্ছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে।

৩রা নভেম্বর ১৯৭৮ সালে গোইলকেরা হাটের ঘটনা ঘটে। আর ৬ই নভেম্বর, ঘটে তিতাহাতুর ঘটনা।

তিতাহাতুর খবরটি সাপ্তাহিক সমাচারে ছেপে, পত্রিকার কয়েক বাণ্ডিল মোড়কবন্দী হতে-না-হতে মতিবাবুর কাছে চলে আসে পুলিস।

মতি কোয়ারের ছেলে কেশব পেছনের দরজা খুলে শটকে পড়ে একশো কাগজ নিয়ে বাজারের থলিতে। সাইকেল নিয়ে ছোটে ভরতের অফিসে। বলে, এখানেও পুলিশ আসে বুঝি। ওখানে পুলিস।

পার্টির সঙ্গে তো মতি কোয়ারের যোগসূত্র না-থেকেও আছে। কেশব খবর দিতে যায় পার্টি অফিসে। মতিবাবুকে নিয়ে যায় পুলিস। বলে, কিছুই করব না। জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেব।

মতিবাবু থাকেন পুলিশ কাস্টডিতে। রাজনীতি-করা সকল পার্টিই জানে, পুলিস কাস্টডির থেকে জেল কাস্টাডি মতিবাবুদের পক্ষে নিরাপদ। সিংভূমের এই শহরে—মতিবাবু যেখানে সকলকে চেনে, সেখানেও পুলিস কাস্টডি তাঁর পক্ষে শুভ নয়। এ শহর তো ভারতের মধ্যেই। ভারতের সর্বত্র আপত্তিজনক ব্যক্তিদের পুলিস কাস্টডিতে থাকার সময়ে ঢালাও "নিখোঁজ", "পলাতক", "উধাও" করা হয়েছে।

মতিবাবুকে লক-আপে রাখা হয়। ওদিকে সাপ্তাহিক সমাচার কাগজের ছাপা—কম্পোজ করা—অফিস কপি সব হয় বাজেয়াপ্ত। ছাপাই মেশিনও। কেশব শুকনো চোখে সব দেখে। পুলিশ চলে যাবার পর সে বসে থাকে তছনছ ঘরে, যতক্ষণ না চলে আসে পার্টির লোকজন।

তারাই সাফসুতরো করে সব। ভরতরা আসে না। তাদের উপস্থিতি কেশবের পক্ষে ভাল হবে না। তবে পরদিন ভরত এক ফাঁকে তাকে বলে যায়, কিছু ভেব না কেশব। মতি কোয়ার আমাদের কাছের মানুষ। সে অনেকদিন আগে বলেছিল ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনে সকল পার্টি সামিল হবে। তাই হয়েওছে। মতিবাবুকে সবাই মিলে বের করে আনছি।

আমি ভাবছি বাবার বয়সের কথা, বাবার শরীরের কথা। এত খবর এতবার ছাপল বাবা। ছাপাখানা তো বন্ধ করেনি? এবার পত্রিকাও

বন্ধ করল। যদি বাবাকে মারে?

তাহলে টাউনে গুলি চলবে।

মতিবাবুকে ছেড়ে দেবার জন্যে অদ্ভুত সব দল ও মানুষ লড়ে যায়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সামিল সকল রাজনীতিক দল হাজির হয় পুলিশ স্টেশন। স্টেশনের কুলীরা চলে আসে তাদের লীডার নিয়ে। কি, মতিবাবু তাদের কথা লেখেনি বারবার? ছোট দোকানীরা আসে ইউনিয়ন থেকে। তাদের দোকানে মস্তানী হামলার কথা কে লিখত? —চলে আসে সাইকেল রিক্সা ইউনিয়নের পাণ্ডা মহুলী এবং অবস্থার গুরুত্ব বুঝে একদিন ডেকে দেয় রিক্সা হরতাল। একই দিনে ধর্মঘট করে মেথররা। কিছু বলার নেই।—এখন জানা যায় মতি কোয়ার ছোট দোকানী—সাইকেল রিক্সা ও মেথর—তিন ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি সরে না এলে আজও তাই থাকতেন। ছোট শহরের পক্ষে বড় বেশি বেশি হয়ে যায় ব্যাপারটি। চারদিনের মাথায় মতিবাবু বেরিয়ে আসে। সবাই খুব আনন্দ করে তাঁকে বাড়ি আনে। কিন্তু পুলিশের হুমকি মতিবাবুর মনে থাকে। আর কোন উত্তেজক খবর ছাপা চলবে না। প্রেসঘর তালা বন্ধ করে দেয় পুলিশ। সকলের আনন্দ মতি কোয়ারকে কোন আনন্দই দেয় না।

সবাই চলে গেলে মতিবাবু বলে, মুনাহিরকে ডাক কেশব। তার সঙ্গে কথা আছে।

কেমন করে আসবে?

আসবে না?

না। আর জানিয়ে শুনিয়ে আসবে না কিছুদিন। পুলিশ তোমার ওপর নজর রাখছে।

কি করি!

আমার এ কয়দিন যে কষ্ট গেছে…যা হয় হোক গে যাক। তুমি ঘুমাও এখন।

তাই ঘুমাই।

কিন্তু রাতেও ঘুমোয় না মতিবাবু। কেশব বোঝে বাবার অসুবিধা হচ্ছে কোন।

কি হল বাবা?

কেশব!

কি?

তোর চাকরি তো পাকা।

নিশ্চয়।

একটা কাজ কর, না—থাক।

কি হল, বল ত?

কি বলি! ভোরবেলা মুনাহির বা ভরতকে একটা খবর দিতে হবে বাপ। বলতে হবে, কোনো বড় চোট আসছে সাগোয়ানা আন্দোলনে। শশীর নামে মিছে কেস ফাঁদবে পুলিস। আর জঙ্গল উন্নয়ন অফিসারদের সঙ্গে কাঠের ঠিকাদার ভকতরাম মোহানিয়ার কোন গোপন চুক্তি হয়েছে। ভকতরাম বলেছে, খাতায় দেখাব হাজার শালগাছ কাটছি, কাটব পাঁচ হাজার। আর জঙ্গল নষ্ট করছে বলে আদিবাসীদের ভি জব্দ করতে পারবেন। শুধু শাল কাটলে বিশ্বাস যাবে না কেউ। কেটে দিব সব। তখন সাগোয়ান লাগান। সাগোয়ানে আমার নাফা, আপনাদেরও।

সত্যি, বাবা?

হ্যাঁ কেশব, সত্যি।

কেশব কিছুক্ষণ উশখুশ করে। তারপর বলে, বাবা! সে আমি করব। কিন্তু এখন তোমার পুত্রবধু বড় হয়েছে। সে আসবে। আমি তিনশো টাকা পাচ্ছি বাবা বিজলী আপিসে। তুমি আর পরিশ্রম কোর না। ওপরতলা খালি হবে। এবার পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া দেব।

তোমার যা খুশি।

তুমি আরাম কর বাবা।

কাগজ চলে গেল কেশব!

ভোর রাতে কেশব চলে যায় দরকারী খবর পৌঁছাতে।

আর কয়েকদিনের মধ্যে মতিবাবুকে বিস্মিত ও অভিভূত করে পুরনো পার্টির পুরনো কমরেডরা মতিবাবুকে দিয়ে যায় একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন। বলে, এটা আমাদের উপহার। নিন, ঘটাঘট ছাপুন। সাপ্তাহিক সমাচার গাল দিল আমাদের, কিন্তু আমরা ভি আদিবাসী সংগ্রামে বহোত সামিল আছি, এ কথা মনে রাখবেন।

ভৈয়া, সে তো আছই আর মতি কোয়ারও সে কথা লিখেছে।

কেমন হল উপহারটা ?

ভৈয়া, এর চেয়ে দামী উপহার কে কবে পেয়েছে ? এখন তোমরাও শোন।

মতি কোয়ার দরকারী কথাগুলি বলে। কমরেডরা বলে, মোহনিয়ার জারিজুরি ভাঙব এবার। ও শালা জঙ্গল ফাঁকা করে আর আমাদের জঙ্গল লেবার ইউনিয়নের মেয়েদেরও বেইজ্জত করত। এত মারদাঙ্গা করে তবে না জঙ্গল লেবার মজুরি পাচ্ছে ?

আমার পার্টির তো সংগ্রামী ভূমিকা সিংভূমি আর তাতে আমার গর্বও আছে।—একজন বলে।

দাদা ! যা করবে ভেবেচিন্তে কোর। কেশবকে ঘাঁটিও না। তোমার কাগজ আমরাই বিলি করে দেব।

বাইরে পাঠাব।

শশীকে ধরবে।

ওটা তো আমাদের এলাকাই নয়।

তোমাদের এলাকা না হলে বা কি ? শোন, একটা কিছু ঘটতে চলেছে, একটা কিছু ঘটবে।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে আমাদের সমর্থন আছে।

ওখানে যে আসন্ন বিপদ ?

না না, ঘাবড়াবেন না।

ভৈয়া, আদিবাসী লোক কিন্তু তাকে বুঝে যে বিপদকালে পাশে থাকে। শশীর কিছু হলে ?

কেন হবে ?

সাগোয়ানা লড়াইয়ের কারণে।

শশী খবর পেয়ে যায়, খবর পেয়ে যায় আরও অনেকে। গোইলকেরার হাটের ঘটনা কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ? না। সে বোঝে, বোঝাতে থাকে। ধানকাটনি—গ্রাম উচ্ছেদ—ঝাতো হাটের ঘটনা—গোইলকেরা হাটের ব্যাপার—তিতাহাতুর গুলী চলা—মতি কোয়ারের হাজতবাস—সবই পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সুতোয় গাঁথা। জীবনটো এমুনই হয় হে, আদিবাসী জীবন। টিনের আয়না চাপায়ে দেয় ঘাড়ে। দশ কিলো ধান কাড়ি লয়। "না" বললে পুলিশ আসে।

ঘটনার পর ঘটনা। যতেক ঘটনা ঘটে হে, ঘাস যত শুখায়, খড়পারা হয়, সি খড়ে তিরপুরি দারোগা আগুন ছিটাতেছে। তার পিছনে আছে জঙ্গল উন্নয়ন বিভাগ।

সাধেই মুনাহিরদের সঙ্গ করি নাই, তারো আগে পার্টি করি নাই মিছামিছি। সেথা ভি কিছু শিখছিলাম। জীবনটো এহি মত হয় হে, কুথাও বিফল যায় না সব। সকল ঠাঁইয়ে তুমি কিছু শিখিবার পার। আমি তুমাদের বলছি কতবার।

তুমরা জবাব দাও কেনে ?

বল হে শশী।

বিহার সরকার রাজ্য আয়ের কত ভাগ তুলে ছোটনাগপুর হতে। বল ?

ভেবে বল ?

তিন ভাগের দুই ভাগ।

কত খরচ করে রাজ্যের লাগি ?

পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

কিসে খরচ করে ?

হাকিম-আমলা-পুলিশে।

আদিবাসীর লাগি কত খরচ করে ?

কিছু নয় হে।

অঞ্চলে রুখাভুখা জমি নাই ?

আছে।

সেথা সাগোয়ান রোপাই করতে পারত ?

হ্যাঁ শশী, পারত।

কি করতেছে ?

শাল কাটি সাগোয়ান রোপাই।

ই মোরা চলতে দিব ?

না শশী, দিব না।

তা হলে নারাটো কি উঠাবে ?

সাল আদিবাসী সাগোয়ান দিকু

সাগোয়ান রোপাই বন্ধ করো—এহি নারা।

মোরা ইবার কি করব ?

সাগোয়ান সুতিকাগার—সাগোয়ান নার্সারি যাব আর সাগোয়ান কাটি ফেলাব।

শশী চলে যায় অন্য গ্রামে অন্য জমায়েতে। আর তার কথাগুলি বুকের রক্তের মাদলে ঘা দেয়। ধাক্কা জাগায়।

লিখিত লিপি নাই হে মোরাদের। মুখের গানে ধরে রাখি সকল কথা।

শাল আদিবাসী সাগোয়ান দিকু।

কে বলে ? শশী মাহাতো

শশী তোমায় ধরবে বলে তিরপুরি সাজে।

শশী বলে, কে তিরপুরী দারোগা ?

আমি শালবনের ছেলে হে, মাথা আমার উঁচু।

ওই দেখি তিরপুরি বন্দুক উঠায়।

কেন তিরপুরি, কেন ?

তোমার বন্দুক আমি ফেলে দিলাম,

নাও, ধর আমাকে।

২০শে নভেম্বর চলে এসেছিল শাবন। বলেছিল, শশী! উ মোরে

আসতে দেয় না হলদি। তা বাবার অসুখ বলি ছুটি লয়ে আসছি। কথা আছে।
কি কথা ?
এখুন মোর সামনে কহে না কিছু। কিন্তুক কাল হঠাৎ কহে যি শাবন। কাল তুরে ছুটি দিব, ঘুরি আয় জলদি, আর জানি আয় শশী এখুন গ্রামে ঢুকে কি না।
তু কি বললি ?
বললাম, বাবু। উয়ার ঘরটো ভি দূরে আর যদি দেখি বা আছে, উ মানুষের থির কি ? হুই হাটে যেছে। হুই জঙ্গল কামে যেছে, তাই বললাম। তাতে বাবু বলল, বুঝছি। যাক, যা দেখিস বলি যাবি। আর এখুন তার ঘর যাবি না। শশীর নামে বহুত কেস উঠছে। উয়ারে ধরবে পুলিস। কে কে ঝাড়খণ্ড দলে নাম লিখাচ্ছে তা ভি জানি আসবি। থানাতে জানালে দারোগা তুরে ভালবাসবে কত।
জানায়ে দে তু।
হাই শশী! ছেলার রক্ত খাই, অমুন কাম করতে পারব না!
আর ঝাড়খণ্ড দলের নাম দিলে শাবন আর সারীর নাম ভি দিতে হবে। তা ভি দে।
শশী ? মোর মনে সন্দ।
কি ?
বিডিও বাবুটো আদিবাসী কি না ? না আদিবাসী সাজি কুনো দিকু আসি বসছে ? আদিবাসী ধরতে মারতে পুলিশ লয়ে যায় ? এরে আনল কেনে সরকার ?
আদিবাসী উ সাচাই। উয়ারে আনছে, কেন কি আদিবাসী ইলাকায় আদিবাসী আনা নিয়ম আছে। মানুষ মন্দ। তা কি করা যাবে বল্ ?
সাবধান থাকিস তু।
সাবধানই রব।
শশী একটু হাসে, শাবনকে বলে, তু ভি সাবধান। জানলে মাথাটো

রবে না ঘাড়ে ।

শাবন চলে যায়। শশী ভুজংকে বলে, ক জনা মানুষ জুটাতে পারব?

ধর পাঁচটা গ্রাম।

হাটবারে ?

না। ২৪শে। শুক্রবার।

ধর দুইশত।

তাই জুটাব। কি করবি, শশী ?

সাগোয়ানা আন্দোলনে বড় চোট হানবে বলি সব ব্যবস্থা করছে। খুটকাট্টি জঙ্গল হতে শাল কাটি ফেলাবে। সাগোয়ানা রোপাই করবে। আদিবাসী উচ্ছেদ করবে।

জানি।

শাল গাছ ফলে-ফুলে-বীজে-পাতায় আদিবাসী জীবন রাখে। সরকার, শাল কাটি সাগোয়ান রোপাই কর না—এ কথা বলি বহুত, বহুত আর্জি দিচ্ছি। মুখে ফেনা উঠি গিছে।

হঁা শশী।

কুনো কথা মানে না। সরকারের সাগোয়ানে কত মুনাফা তাই দেখায়। এ ভি বলছি মোরা, সি মুনাফার একো পয়সা আদিবাসীর কাজে লাগবে না। বলছি, সাগোয়ানে সবুজ করি দাও লাল ওখা মাটি।

জানি। সব জানি।

আজ শুনি সকল জঙ্গল, সকল পাশ জঙ্গল মোহানিয়া আর বনবিভাগে বাটোয়ারা করি নিবে।

তবে?

তু বল্ ভুজং, এহি তো সময়।

হঁা শশী।

দেরেংদা—ঝাতো-কুরা-বনপিরি নাগরকেলা-সাগোয়ান-সূতিকাগার।

আঃ! নার্সারি করছে বনবিভাগ, মাথা উঠায়ে সাগোয়ান গাছগুলি জানি দেখে মোরাদের। একের পর এক মাটিতে নামায়ে দিব। একের

পর এক। ঝাড়খণ্ডে গিয়া যত নারা শিখছি, উঠাব আর টাঙি চালাব। পুলিশ আসবে শশী।

মোরাও লড়ি যাব সকল শাল কাটি সাগোয়ানা রোপাই হলে তো মরবই ভুজং।

কবে, শশী?—ভুজংয়ের চোখ কোমল হয়। গলা নরম, কবে যাবি?

এই ২৪শে। অঞ্চল গরম থাকতে থাকতে যাব। পহেলা দেরেংদা। তারপর······

এ ভাবেই "সাগোয়ানা হঠাও" আন্দোলনকে এগিয়ে নেয় শশী মাহাতো। ঝারি মাহাতোর ছেলে।

সেগুন তো শুধু সেগুন গাছ নয়। সিংভূমে সেগুন প্রশাসনের অসীম মদমত্ত ঔদ্ধ্যতের প্রতীক। শালে-সেগুনে সহাবস্থানের ব্যবস্থা করলে সাগোয়ানা আন্দোলনে আগুন জ্বলত না শুকনো ঘাসে, শশী জীবিত থেকেই হয়ে উঠত না কিংবদন্তী। শাল কেটে ফেলে সেগুন রোপণ করে প্রশাসনই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে পরোক্ষে সহায়তা করে—না বুঝেই।

২৪শে নভেম্বর তাই শশী ও ভুজং ও আদিবাসী নরনারী টাঙি নিয়ে গিয়েছিল দেরেংদা।

শাল আদিবাসী সাগোয়ান দিকু
সাগোয়ান রোপাই বন্ধ করো
হঠাও সাগোয়ানা সিংভূম সে
সাগোয়ানা রোপাই বন্ধ করো

বলতে বলতে ওরা প্রচণ্ড ক্রোধে সেগুন চারাগুলি কাটছিল। উপড়ে ফেলছিল, কাটছিল, উপড়ে ফেলছিল।

২৫শে নভেম্বর চলে এসেছিল বি ডি ও আর তিরপুরি দারোগা পুলিশ নিয়ে। দোরংদায় সেদিন হাট চলছিল, শনিবার।

এখন এখানে ১৪৪ ধারা। এত লোক কেন?—বলে তিরপুরি প্রথমে ধরে আনে হাটের ডাকুয়া জোলাস লুমদাকে, কেন, তুই বলিস নাই যে

১৪৪ ধারা জারি করেছি ?—তখন আদিবাসীরা ঘিরে এসেছিল, ঘেরাও করেছিল তিরপুরিকে। জোয়াস লুমদাকে ছেড়ে দাও—তারা বারবার বলেছিল ক্রুদ্ধ অধীরতায়।

আর তিরপুরির পুলিশরা তখন গুলি ছুঁড়ছিল। হাটুরে মানুষদের ওপর। সোমনাথ, দুখিয়া আর লুপা ছিটকে পড়েছিল গুলিতে দীর্ণ হয়ে। লুপার বয়েস মাত্রই বারো। তিরপুরি বলেছিল, ঝাড়খণ্ড শুরু করেছে শশী। সাগোয়ানা আন্দোলন করার সাধ তার মিটালাম। তোরাদের দিয়া বিনা মজুরিতে সাগোয়ানা রোপাই করাব। সাগোয়ানা আন্দোলনের গোড়া কাটি দিয়া গেলাম, জানলি ?

পুলিশ চৌকি বসিয়ে দিয়ে চলে যায় তিরপুরি। যাবার সময়ে লাশ তুলে নিয়ে যায়।

কিন্তু ২৬শে নভেম্বরই তাকে ছুটতে হয় আবার। ঝাড়খণ্ডী নারা দিতে দিতে শশী মাহাতো চড়াও হয়েছে বনপিরি সেগুন-সূতিকাগার। সেগুন গাছ কেটে, বনবিভাগের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।

২৯শে জ্বলে যায় ঝাতোর সেগুন নার্সারি। তারপর কুরা। তারপর নাগরকেলা।

সেগুন-সূতিকাগারগুলি আজও বিপন্ন।

শাল-সেগুনের গাথা সাগোয়ানাতে পূর্ণচ্ছেদ টানতে দেয়নি শশী মাহাতো।

তার মাথার ওপর এখন মোটা বখশিস।

শশী কোথায় ? ভুজং কোথায় ? তারা এখন কিংবদন্তী। কিন্তু একটির পর একটি সেগুন-নার্সারি কাটা পড়ছে, কাটা পড়ছে। আজ এখানে, কাল সেখানে।

তিরপুরি দারোগা গেছে ছুটিতে। শাল বা সেগুন কেন, যে কোন বড় গাছ দেখলেই তার শশী মাহাতোর কথা মনে হয়। ও সে সেই দিনের দিকে চেয়ে আছে যেদিন ডামাডোল থামিয়ে পুরনো মুক্তিসূর্য আবার উদিত হবেন এবং তিরপুরি মোহানিয়া-জঙ্গল বিভাগের স্বার্থে আদিবাসী

দমনে সিংভূমে সৈন্যবাহিনী নামাবেন। মুক্তিসূর্যোদয়ের যত দেরি হবে, ওদিকে তত সর্বনাশ এগোবে। হয়তো সিংভূমে সাগোয়ান রোপাইয়ের জন্য সূচ্যগ্র মাটিও মিলবে না বিনা যুদ্ধে।

তিরপুরি তাই ভাবে আর ভাবে। আর এগিয়ে চলে সাগোয়ানা আন্দোলন।

●